CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-327 ■ 27 August, 2026 ■ আগরতলা ২৭ আগষ্ট, ২০২৬ ইং ■ ৯ ভাদ্র, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

হড়পা বানে লন্ডভন্ড নেপাল

মৃত ১৯, নিখোঁজ ভারতীয় সহ বহু, বিহারে প্রস্তুতি

কাঠমান্ডু, ২৬ আগস্ট (আইএএনএস)।। চিনের তিব্বত অঞ্চল থেকে উৎপত্তি হওয়া ভয়াবহ বন্যায় নেপালের ভোতেকোশি নদী প্লাবিত হয়ে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের সৃষ্টি হয়েছে। বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত অন্তত ১৯ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে নেপাল পুলিশ। নিখোঁজ রয়েছেন আরও বহু মানুষ।

নেপাল পুলিশের মুখপাত্র ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অভি নারায়ণ কাফলে জানান, ভয়াবহ বন্যার স্রোতে ভেসে যাওয়া ১৯ জনের দেহ বুধবার বিকেল পর্যন্ত উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, বন্যার পর ২৮ জন নেপাল পুলিশকর্মীর সঙ্গে এখনও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। একটি হিমবাহ ধসের কারণে এই আকস্মিক বন্যার সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। প্রবল জলের স্রোত ভোতেকোশি নদীর বিস্তীর্ণ এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করেছে।

উদ্ধারকাজ জোরদার করার পাশাপাশি ভোতেকোশি নদীর নিম্ন অববাহিকা এবং ত্রিশূলী নদীর আশপাশের এলাকায় বসবাসকারী মানুষদের সতর্ক করতে সচেতনতা অভিযান চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, বিভিন্ন ব্যাংকের ২৬ জন কর্মীরও এখনও কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। নেপাল ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অনিল শর্মাকে উদ্ধৃত করে অনলাইনখবর জানিয়েছে, আটটি ব্যাংকের ওই কর্মীরা বন্যার পর থেকে নিখোঁজ রয়েছেন।

এদিকে নেপাল সরকার জানিয়েছে, হেলিকপ্টারের মাধ্যমে এখনও পর্যন্ত ১১৪ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। সরকারের মুখপাত্র তথা শিক্ষামন্ত্রী শশিত পোখরেল জানিয়েছেন, উদ্ধার করে কাঠমান্ডুতে নিয়ে আসা ২৫ জন আহত ব্যক্তি উপত্যকার বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এছাড়া রাসুয়া জেলার একটি স্থানীয় হাসপাতালে আরও ২১ জনের চিকিৎসা চলছে।

বিপর্যস্ত নেপালের উদ্ধার ও পুনর্গঠন কাজে ভারত, চিন এবং বিশ্বব্যাংক সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। অর্থমন্ত্রী ড. স্বর্ণিম ওয়াগলের সচিবালয় জানিয়েছে, বন্যার খবর পাওয়ার পর সকাল ১০টা ৩৫ মিনিট নাগাদ বিশ্বব্যাংকের নেপাল কান্ট্রি ডিরেক্টর ডেভিড সিসলেন অর্থমন্ত্রীকে জানান, বিভিন্ন উৎস থেকে জরুরি ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ২৫ বিলিয়ন নেপালি রুপি পর্যন্ত সহায়তা সংহত করা যেতে পারে।

সচিবালয়ের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, নেপালের প্রতিবেশী দেশ ভারত বন্যাদুর্গতদের জন্য জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রীর তালিকা দিতে নেপাল সরকারকে অনুরোধ করেছে। অন্যদিকে চিনও তাৎক্ষণিক নগদ সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বুধবার নেপালের মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাসুয়া, নুওয়াকোট ও ধাদিং জেলার ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় প্রশাসনিক এলাকাগুলিকে 'দুর্যোগ সংকটাপন্ন এলাকা' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এর ফলে দুর্গত এলাকাগুলিতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সহায়তা দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার পথ আরও সহজ হবে।

এদিকে, নেপালে আকস্মিক বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পর নিম্নধারা বা নিম্ন অববাহিকায় জলের প্রবাহ বাড়ার আশঙ্কায় সতর্ক হয়েছে ভারত। পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুতি জোরদার করেছে বিহার প্রশাসন।

বুধবার নেপালের রাসুয়া জেলায় ভোতে কোশি নদীতে আকস্মিক বন্যায় অন্তত সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। এখনও বেশ কয়েকজন নিখোঁজ রয়েছেন। বন্যার জেরে সংশ্লিষ্ট এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এর পরেই ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে পরিস্থিতির ওপর নজরদারি ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা বাড়ানো হয়েছে।

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী জানান, পরিস্থিতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণের জন্য একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "একটি উচ্চপর্যায়ের দল গঠন করা হয়েছে। মুখ্যসচিব ও ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। আমিও অবিলম্বে একটি বৈঠক করছি। প্রয়োজন হলে আমি নিজেই সেখানে যাব।"

নেপালে সম্ভাব্য গ্লেশিয়াল লেক আউটবার্স ফ্লাড-এর খবর এবং বিহারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলিতে জলস্তর বৃদ্ধির আশঙ্কার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিম চম্পারণের জেলাশাসক তরনজোত সিং নেপাল সীমান্তবর্তী গ্রাম এবং গণ্ডক নদীর তীরবর্তী এলাকায় সমস্ত প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

জেলা প্রশাসন পরিস্থিতির ওপর লাগাতার নজর রাখছে। সম্ভাব্য জলস্তর বৃদ্ধি বা বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হলে দ্রুত মোকাবিলার জন্য সংশ্লিষ্ট দফতরগুলিকে সমস্ত প্রস্তুতি ও ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে।

বাসিন্দাদের সতর্ক করে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আতঙ্কিত না হয়ে সতর্ক থাকার এবং সরকারি নির্দেশিকা কঠোরভাবে মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের তরফে বলা হয়েছে, গণ্ডক নদীর তীরবর্তী ও নিচু এলাকায় বসবাসকারী মানুষজন যেন অপ্রয়োজনে নদীর কাছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বালেন্দ্রকে ফোনে সহায়তার আশ্বাস প্রধানমন্ত্রী মোদির

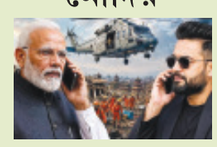

নয়াদিল্লি/কাঠমান্ডু, ২৬ আগস্ট (আইএএনএস) ।। নেপালে ভয়াবহ আকস্মিক বন্যায় প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করে বুধবার নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহকে ফোন করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই কঠিন সময়ে নেপালকে সম্ভাব্য সব ধরনের মানবিক সহায়তা দেওয়ার জন্য ভারতের প্রস্তুতির কথাও জানান তিনি।

বুধবার নেপালের রাসুয়া অঞ্চলে ভোতে কোশি নদীতে ব্যাপক আকস্মিক বন্যার জেরে বেশ কয়েকজনের মৃত্যুর আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। নিখোঁজ রয়েছেন শতাধিক মানুষ। এই পরিস্থিতির পরই প্রধানমন্ত্রী শাহের সঙ্গে কথা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পার্টি অফিসে ভাঙচুরের ঘটনায়

ছাড় কেউ পাবে না,নাম চিহ্নিত হচ্ছে ঃ জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগষ্ট ।। বিরোধী দলের কার্যালয় ও কর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগ তুলে শাসক বিজেপির বিরুদ্ধে ফের সরব হলেন ত্রিপুরার বিরোধী দলনেতা তথা সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী। আজ যোগেন্দ্রনগরে সিপিআই(এম)-এর কার্যালয় পরিদর্শনে গিয়ে তিনি বলেন, দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুরের ঘটনায় কেউই ছাড় পাবে না, প্রতিটি নাম চিহ্নিত হচ্ছে।

জিতেন্দ্র চৌধুরীর অভিযোগ, রাজ্যে বিরোধী দলের কার্যালয় ও কর্মীদের ওপর ধারাবাহিকভাবে আক্রমণের ঘটনা গণতান্ত্রিক পরিবেশের প্রতি ক্রমবর্ধমান অবহেলারই প্রতিফলন। তিনি বলেন, যারা এই ধরনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তাদের শেষ পর্যন্ত এর পরিণতি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিপিএম রাজ্য কমিটির বৈঠক সম্পন্ন

ভিলেজ ও পুর ভোটে রণকৌশল নির্ধারণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগষ্ট ।। আসন্ন ভিলেজ কমিটি ও পুর নির্বাচনের আগে সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক রণকৌশল নির্ধারণে আজ আগরতলার দশরথ দেব ভবনে সিপিআইএমের রাজ্য কমিটির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এম এ বেবি সহ রাজ্য নেতৃত্ব।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, নিয়মিত সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তিন দিনের বিধানসভা অধিবেশন শুরু আজ

প্রাক্তন ডিজিপি'র মৃত্যু নিয়ে বিবৃতি দেবেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগষ্ট ।। ত্রিপুরা বিধানসভার তিন দিনের বর্ষাকালীন অধিবেশন শুরু হচ্ছে আজ, বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায়। অধিবেশনের প্রথম দিনেই রাজ্যের প্রাক্তন পুলিশ মহানির্দেশক (ডিজিপি) অনুরাগ ধনখড়ের মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে বিধানসভায় বিবৃতি দেবেন মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা।

প্রাক্তন ডিজিপি-এর মৃত্যুর পরিস্থিতি এবং এ বিষয়ে রাজ্য সরকারের নেওয়া পদক্ষেপ সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভাকে বিস্তারিতভাবে অবহিত করবেন বলে জানা গেছে।

এদিকে, তিন বিধায়ক গুরুত্বপূর্ণ জনস্বার্থের বিষয় বিধানসভায় উত্থাপনের জন্য নোটিশ দিয়েছেন। কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ রাজ্যের বিদ্যুৎ সরবরাহ সংক্রান্ত সমস্যা তুলে ধরবেন। বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষক ঘাটতির বিষয়টি উত্থাপন করবেন। অন্যদিকে, তিপ্রা মথার বিধায়ক রঞ্জিত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পশ্চিম থানায় নেশাসক্ত যুবকের তান্ডব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগষ্ট ।। আগরতলা পশ্চিম থানায় এক নেশাসক্ত যুবকের তাণ্ডবকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ওই ঘটনাকে ঘিরে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও উঠছে নানা প্রশ্ন।

জানা গেছে, প্রতাপগড় এলাকার ওই যুবক কিছুদিন আগে একটি হাসপাতালে ভর্তি ছিল। পরবর্তীতে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সে আগরতলা পশ্চিম থানায় এসে বসে পড়ে এবং নেশাজাতীয় সামগ্রী, বিশেষ করে ব্রাউন সুগারের দুইটি 'কোটা' দেওয়ার দাবি জানাতে থাকে বলে অভিযোগ। দীর্ঘ সময় ধরে থানায় অবস্থান করে ওই যুবক নানা ধরনের আচরণ করতে থাকলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে থানার পক্ষ থেকে আগরতলা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রদ্যোতের

এডিসির সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করার দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগষ্ট ।। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিম তথা এমডিসি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ। সাক্ষাতে তিনি ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল-এর আইনসভায় পাস হওয়া বেশ কয়েকটি বিল, যা দীর্ঘদিন ধরে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে, সেগুলি খতিয়ে দেখার জন্য রাজ্যপালের কাছে আবেদন জানান।

সাক্ষাৎ শেষে প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মা বলেন, রাজ্যপাল বরাবরের মতোই অত্যন্ত সদয় ও সহযোগিতাপূর্ণ ছিলেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, সংবিধানের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও অটো চালকদের হয়রানি প্রতিবাদে শ্রমিক কংগ্রেসের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগষ্ট ।। লাগামহীন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং ই-রিকশা, টমটম ও অটোচালকদের ওপর চলমান হয়রানির প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করে ত্রিপুরা প্রদেশ অসংগঠিত শ্রমিক কংগ্রেস। আজ এই কর্মসূচিতে শ্রমিক ও অটোচালকদের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরে সরকারের বিরুদ্ধে সরব হন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। বিক্ষোভে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অল ত্রিপুরা আনঅর্গানাইজড ওয়ার্কার্স কংগ্রেসের চেয়ারম্যান শান্তনু পাল অভিযোগ করেন, গত কয়েকদিন ধরে চাল, চিনি, পেঁয়াজ, সরষের তেল, মুগ ডাল, মসুর ডাল সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম লাগাতার বাড়ছে। এর ফলে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ছেন শ্রমজীবী ও নিম্নআয়ের মানুষ।

তিনি বলেন, বর্তমানে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১৭ সেপ্টেম্বর থেকে মাসব্যাপী বিজেপির সেবাপক্ষ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগষ্ট ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন উপলক্ষে এ বছর ত্রিপুরায় মাসব্যাপী 'সেবা পক্ষ' কর্মসূচি পালন করা হবে। আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে প্রায় ২৫টি বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা।

বুধবার কর্মসূচির প্রস্তুতি নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রীর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধনাবিলে পুকুর থেকে উদ্ধার যুবকের মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৬ আগষ্ট ।। পুকুরের জলে যুবকের মৃতদেহ ভেসে ওঠাকে কেন্দ্র করে বুধবার সকালে খোয়াইয়ের ধলাবিল এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। জানা গেছে, বুধবার সকাল আনুমানিক ১১টা নাগাদ ধলাবিল এলাকার জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয় সংলগ্ন একটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ২৭ আগস্ট, ২০২৬ ইং
৯ ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

ইন্ডিয়া জোটে অশান্তি !

ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম শরিক দল ন্যাশনাল কনফারেন্স প্রধান ওমর আবদুল্লার সঙ্গে জাতীয় স্তরে কংগ্রেসের দূরত্ব তৈরি হইয়াছে। জম্মু ও কাশ্মীরে ওমরের নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের ঠিক আগে দুই দলের মধ্যে এই অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ব্যাপকভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। জম্মু ও কাশ্মীরের স্থানীয় কংগ্রেস নেতাদের অভিযোগ, গত রাজ্যসভা নির্বাচনের আসন বণ্টন নিয়া ন্যাশনাল কনফারেন্স তাহাদের সঙ্গে "বেইমানি" বা বিশ্বাসভঙ্গ করিয়াছে। মল্লিকার্জুন খাড়গের রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতার পদ টিকাইয়া রাখিবার জন্য কংগ্রেস একটি "নিরাপদ" আসন চাহিয়াছিল। কিন্তু ওমর আবদুল্লা তাহা দিতে অস্বীকার করেন। আসন ভাগাভাগি নিয়া তৈরি হওয়া এই চরম ক্ষোভের কারণে কংগ্রেস আপাতত ওমর আবদুল্লার সরকারে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত বজায় রাখিয়াছে। ন্যাশনাল কনফারেন্সের তরফ থেকে নতুন করিয়া মন্ত্রী পদের অফার দেওয়া হইলেও কংগ্রেস তাহাদের অবস্থানে অনড় রহিয়াছে। এর আগেও ওমর আবদুল্লা ইন্ডিয়া জোটের সমন্বয় এবং নীতি নিয়া একাধিকবার প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন। এমনকি কংগ্রেসের জাতীয় স্তরের কিছু রাজনৈতিক প্রচার থেকেও তিনি নিজের দলকে দূরে রাখিয়াছেন, যাহা কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে ক্ষুব্ধ করিয়াছে। রাজনৈতিক মহলে জল্পনা ছড়াইয়াছে যে, ন্যাশনাল কনফারেন্সের ওপর চাপ সৃষ্টি করিতে কংগ্রেস পর্দার আড়ালে ওমর আবদুল্লার দলেরই কয়েকজন বিধায়ককে নিজেদের শিবিরে টানিবার চেষ্টা করিতেছে।

ইন্ডিয়া জোটে অশান্তি। জেন জি বিক্ষোভের আগে পর্যন্ত এ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। জেন জি বিক্ষোভের আবহে কিছুদিন এজোট ছিলেন দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। সেই বিক্ষোভ পর্ব মিটিতেই নিজেদের পুরনো খেয়োখেয়ি শুরু। এবার অশান্তির খবর কাশ্মীর থেকে। মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার ডাকে সাড়া দিতেছে না কংগ্রেস। হাত শিবির কোনওভাবেই কাশ্মীরের মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে চায় না।২০২৪ সালে ঐতিহাসিক নির্বাচনে কাশ্মীরে সাফল্য পায় কংগ্রেস-ন্যাশনাল কনফারেন্স জোট। যদিও কংগ্রেসের চেয়ে ন্যাশনাল কনফারেন্সের স্ট্রাইক রেট অনেকটাই বেশি ছিল। ৯০ আসনের জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভায় ওমর আবদুল্লার দল পায় ৪১ আসন। কংগ্রেস পায় মাত্র ৬টি আসন। এর বাইরে সিপিআই ৪ এবং কয়েকটি ছোট দল কয়েকটি আসন পায়। বিজেপি পায় ২৯ আসন। কংগ্রেস এবং ন্যাশনাল কনফারেন্স জোট সরকার গড়ে। কয়েকটা ছোট দল ন্যাশনাল কনফারেন্সকে সমর্থন করে। সেসময় মাত্র ৫ জন মন্ত্রীপদে শপথ নেন। চমকপ্রদভাবে সেই মন্ত্রিসভায় কংগ্রেসের কোনও প্রতিনিধি ছিল না। সেসময় হাত শিবির জানায়, আবদুল্লার সরকারে সরাসরি তাহারা যোগ দেবে না।সেসময় ঠিক হয়, রাজ্যসভা নির্বাচনে ন্যাশনাল কনফারেন্স একটি আসন হাত শিবিরকে ছাড়িবে। কিন্তু গত বছর রাজ্যসভা নির্বাচনের সময় সেই আশ্বাস রাখেননি আবদুল্লারা। চার আসনের মধ্যে জোটের তরফে ৩টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করিয়া দেয় ন্যাশনাল কনফারেন্সই। চতুর্থ আসনটি কোনওভাবেই জোটের পক্ষে জেতা সম্ভব ছিল না। আবদুল্লাদের সেই সিদ্ধান্তকে বেইমানি হিসাবে দেখাইতেছে হাত শিবির। সূত্রের খবর, কিছুদিন আগে ফের কংগ্রেসকে মন্ত্রিসভায় যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন ওমর আবদুল্লা। কিন্তু হাত শিবির সেই ডাকে সাড়া দেয়নি। এআইসিসির সাধারণ সম্পাদক তথা কাশ্মীরের বিধায়ক গুলাম আহমেদ মীর জানাইয়া দিয়াছেন, "আমাদের অবস্থান বদলাইতেছে না। আমরা সরকারে যোগ দেব না।"

আসলে ওমর কংগ্রেসের জোটে থাকালেও কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করিয়াই চলিয়াছেন। সেভাবে কেন্দ্রের প্রখর বিরোধীদের মধ্যে তিনি নন। যা নিয়ে আগেও উদ্বেগপ্রকাশ করিয়াছেন কংগ্রেস নেতারা। এআইসিসির কাছে জোট পর্যালোচনার জন্য আবেদনও জানানো হইয়াছিল। বস্তুত কাশ্মীরের কংগ্রেস নেতারা ওমরকে আর বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। বিশেষ করিয়া রাজ্যসভার আসনের ক্ষেত্রে 'বেইমানি করিবার পর। ফলে সব মিলাইয়া ইন্ডিয়া জোটে বড়সড় ভাঙনের আশঙ্কা উড়াইয়া দেওয়া যাইতেছে না।

কমলপুরে হেপাটাইটিস বি ও এইডস নিয়ে স্বাস্থ্য সচেতনতা মূলক আলোচনা

কমলপুর, ২৬ আগস্ট: হেপাটাইটিস বি, এইডস এবং নেশামুক্ত স্বাস্থ্য নিয়ে স্বাস্থ্য সচেতনতা মূলক আলোচনা অনুষ্ঠিত হলো কমলপুরের নজরুল ভবনে। বুধবার হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অব ত্রিপুরার উদ্যোগে এবং কমলপুর শাখার ব্যবস্থাপনায় এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।
এদিন সকাল ১১টায় মিড-টার্ম মিটিংয়ের মধ্য দিয়ে কর্মসূচি শুরু হয়। অনুষ্ঠানে হেপাটাইটিস বি ও এইডস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি নেশামুক্ত সুস্থ সমাজ গড়ে তোলার বিষয়ে আলোচনা হয়।
অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অব ত্রিপুরার সভাপতি তথা শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এন. এল. ভৌমিক। উপস্থিত ছিলেন ফাউন্ডেশনের প্রাক্তন সভাপতি বিশিষ্ট চিকিৎসক প্রদীপ ভৌমিক, সম্পাদক দিবাকর দেবনাথ, কমলপুর শাখার সভাপতি চিকিৎসক শুভাশিস দে, সম্পাদক উত্তম বসু-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরা। স্বাগত ভাষণ দেন কমলপুর শাখার অর্গানাইজিং সেক্রেটারি প্রসেনজিৎ দাস।
স্বাস্থ্য সচেতনতা মূলক এই আলোচনায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অব ত্রিপুরার ৩৫টি শাখার প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। আলোচনায় হেপাটাইটিস বি ও এইডসের প্রতিরোধ, সচেতনতা এবং নেশামুক্ত জীবনযাপনের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।
অনুষ্ঠানে চিকিৎসক এন. এল. ভৌমিক এবং চিকিৎসক প্রদীপ ভৌমিক হেপাটাইটিস ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। তাঁদের বক্তব্যে রোগ প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

এনএসআরসিসি হলে একদিনের বাস্কেটবল কার্নিভাল

আগরতলা, ২৬ আগস্ট: ত্রিপুরা বাস্কেটবল প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আগরতলার এনএসআরসিসি হলে একদিনের বাস্কেটবল কার্নিভালের আয়োজন করা হয়।
প্রতিযোগিতায় ৫ জনের প্রচলিত বাস্কেটবলের পরিবর্তে ৩অ৩ ফরম্যাটে খেলায় অংশ নেন খেলোয়াড়রা।
দ্রুতগতির আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণনির্ভর ৩অ৩ বাস্কেটবল ইতিমধ্যেই বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এমনকি অলিম্পিকেও এই ফরম্যাটের অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে। তুলনামূলকভাবে ছোট পরিসরে আয়োজিত এই খেলায় গতি, দক্ষতা ও তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বিশেষ গুরুত্ব পায়।
আয়োজকদের বক্তব্য, নতুন প্রজন্মের খেলোয়াড়দের প্রতিযোগিতামূলক অভিজ্ঞতা দেওয়ার পাশাপাশি রাজ্যে ৩অ৩ বাস্কেটবলের প্রসার ঘটানোই এই প্রতিযোগিতার মূল লক্ষ্য। আরও বেশি সংখ্যক খেলোয়াড়কে এই ফরম্যাটের সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগ হিসেবেই কার্নিভালের আয়োজন করা হয়েছে।

বাঁটুল-নন্টে- ফন্টের ওপারে: শতবর্ষে নারায়ণ দেবনাথের রূপকথা

সুনীল মাইতি(সাংবাদিক ও বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক)

বাঙালি শৈশবের সমার্থক শব্দ যদি কিছু থেকে থাকে; তবে তা নারায়ণ দেবনাথ। হাঁদা-ভোঁদা; বাঁটুল কিংবা নন্টে- ফন্টের মারপিট; রাবড়ির হাঁড়ি চুরি আর পিসেমশাইয়ের কড়া শাসনের হাসির মোড়কে যিনি তিন-চারটি প্রজন্মকে বুঁদ করে রেখেছিলেন; তার জন্মশতবর্ষে দাঁড়িয়ে বাঙালি সমাজ স্বাভাবিকভাবেই আবেগে আপ্লুত। কিন্তু কেবল 'কমিকসপ্রণেতা' বা শৈশবের নস্টালজিয়া জাগানিয়া চরিত্রস্রষ্টা হিসেবে নারায়ণ দেবনাথকে চিহ্নিত করলে তাঁর শিল্পী সত্তার বিশাল অংশ অদেখাই থেকে যায়। কারণ নারায়ণ দেবনাথ কেবল একজন জনপ্রিয় কার্টুনিস্ট ছিলেন না; তিনি ছিলেন আধুনিক বাংলার এক অনন্য দৃশ্যশিল্প-সাধক ; যার কাজের গভীরতা ও অচেনা দিকগুলি আজও যথাযথ আলোচনার দাবি রাখে।
অল্প বয়সে হাওড়ার শিবপুরে স্বর্ণকারের পরিবারের ছেলে নারায়ণ দেবনাথের ছবি আঁকার হাত পাকাপোক্ত হয়েছিল অলংকারের সূক্ষ্ম নকশা দেখে। কিন্তু তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তর ঘটে ইন্ডিয়ান কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ড্রাফটসম্যানশিপ-এ। সেখানে তিনি ধ্রুপদী ওয়েস্টার্ন আর্ট; অ্যানাটমি এবং পারস্পেক্টিভ বা দৃশ্যপটের গভীরতা সম্পর্কিত যে শিক্ষা অর্জন করেছিলেন; তা পরবর্তীকালে তাঁর তুলির টানে প্রতিফলিত হয়।
অনেকেরই অজানা; চিত্রশিল্পী হিসেবে তাঁর শুরুর দিনগুলোতে তিনি প্রচুর অয়েল পেইন্টিং এবং রিয়েলিস্টিক পোর্টেট আঁকতেন। জল রং ও তৈলচিত্রে তাঁর দখল ছিল পেশাদার চারুকলা শিল্পীদের সমকক্ষ। পরবর্তীকালে যখন তিনি পপ- আর্ট বা কমিক্সে রূপান্তর ঘটালেন; তখনও তাঁর কমিকসের ব্যাকগ্রাউন্ড এবং মানবদেহের অ্যানাটমি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়; এক সুনিপুন অ্যাকাডেমিক শিল্পীর ছাঁচ কিভাবে সেখানে কাজ করে গেছে। বাঁটুল যখন উড়ে গিয়ে কাউকে ঘুষি মারছে বা হাঁদা যখন দৌড়ে পালাচ্ছে— তাদের শরীরের অঙ্গসংস্থান ও পেশির টান কতটা বাস্তবানুগ; তা খেয়াল করলে তাঁর অ্যাকাডেমিক অভিজ্ঞতার গভীরতা টের পাওয়া যায়।
হাঁদা-ভোঁদার জন্মের আগে নারায়ণ দেবনাথ ছিলেন তৎকালীন পাবলিশিং ইন্ডাস্ট্রির এক অত্যন্ত ব্যস্ত প্রচ্ছদশিল্পী ও ইলাস্ট্রেটর। 'দেব সাহিত্য কুটির' -এর নামী বার্ষিক সংকলন যেমন পূজাবার্ষিকী; শুকতারা বা নবকল্লোল- এর পাতায় তাঁর অলংকরণ এক অনন্য মাত্রা যোগ করেছিল।
শুধু কমিকস নয়; রহস্য - রোমাঞ্চ উপন্যাস; ঐতিহাসিক পটভূমির গল্প কিংবা অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীতেও তিনি অসাধারণ সব অলংকরন করেছেন। প্রখ্যাত লেখক হেমেন্দ্রকুমার রায় বা নীহাররঞ্জন গুপ্তের অনেক গল্পের সচিত্র রূপ দিয়েছেন তিনি। তাঁর লাইন- আর্ট এবং হ্যাচিং কৌশল এতটাই নিখুঁত ছিল যে; ভুতুড়ে বা রহস্যময় পরিবেশে আলোর তীব্রতা ও ছায়ার বিন্যাস ফুটিয়ে তুলতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার ছিল। শিশু সাহিত্যের বাইরেও সিরিয়াস রহস্যভিত্তিক ইলাস্ট্রেশনে নারায়ণ দেবনাথের এই অবদান বাংলা প্রকাশনা শিল্পের ইতিহাসে আজও অনুচ্চারিত এক অধ্যায়। নারায়ণ দেবনাথ বললেই সবার আগে চোখে ভেসে ওঠে হাসির কমিকসে। কিন্তু তিনি যে অসাধারণ রহস্য ও সায়েন্স- ফিকশন কমিকসও এঁকেছেন; তা অনেকেরই অজানা। তাঁর সৃষ্টি 'ম্যাজিক ড্রাগন' 'ডিটেকটিভ কৌশিক' বা 'পটু আমাদিয়া'-র মতো চরিত্রগুলোতে থ্রিল; মেজাজ ও অ্যাকশনের দারুন মেলবন্ধন দেখা যায়। বিশেষ করে 'ডিটেকটিভ কৌশিক' চরিত্রের কালির কাজ এবং ছায়ান্ধকার ছাঁচ বিশ্বমানের যেকোনো অ্যাডভেঞ্চার কমিকসের সমকক্ষ। প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় নিজে নারায়ণ দেবনাথের কাজের অনুরাগী ছিলেন। সত্যজিৎ রায় তাঁর 'ফেলুদা' সিরিজের গল্পে এবং 'সন্দেশ' পত্রিকার জন্য অলংকরণ ও চরিত্র নির্মাণে নারায়ণ দেবনাথের গতিশীল ইলাস্ট্রেশনের বেশ প্রশংসা করেছিলেন। এমনকি সন্দেশ পত্রিকায় নারায়ণ দেবনাথের আঁকা কমিকস প্রকাশের বিশেষ আহবানও জানানো হয়েছিল।
নারায়ণ দেবনাথ এর কমিকসকে কেবল হাসির উপাদান হিসেবে দেখলে ভুল হবে; তা আসলে বিশ শতকের মধ্যভাগের কলকাতা ও সংলগ্ন অঞ্চলের মধ্যবিত্ত জীবনযাত্রার এক প্রামাণ্য সামাজিক দলিল। তার আঁকা ছবিতে উঠে এসেছে সেই আমলের উত্তর কলকাতা বা শিবপুরের চিলতে গলি; রকের আড্ডা; টিনের চালের ঘর; উঠোনওয়ালা একতলা-দোতলা বাড়ি এবং সর্বোপরি 'পাড়া কালচার'। হাঁদা-ভোঁদা বা পিসেমশাইয়ের পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি; ছাকা কাঁচের চশমা; কাঠের আলমারি; কূজো; আর মিষ্টির দোকানের রাবড়ি-জিলিপি--- এসব তৎকালীন বাঙালি গৃহস্থালীর নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। সংলাপে ব্যবহৃত ভাষা ছিল সেই সময়ের কলকাতার খাঁটি কথ্যরীতি। প্যাদানী; 'চোপরাও' 'কেলানো'--- এই শব্দবন্ধগুলি কেবল বিনোদন নয়; তৎকালীন নগর -জীবনের উপভাষা গত বাস্তবতাকে ধরে রেখেছিল।
পাশ্চাত্যের ডিন ডিসি বা মার্ভেল-এর মতো কমিকস হাউসে কাজ হয় প্রাতিষ্ঠানিক স্টুডিও সিস্টেমে। সেখানে চিত্রনাট্যকার; পেন্সিলার; ইঙ্কার; লেটারার এবং কালারিস্ট ---সবাই আলাদা। এমনকি ইউরোপে এরজোর (টিনটিন- এর স্রষ্টা) নিজস্ব বিশাল স্টুডিও ও সহকারী দল ছিল।
কিন্তু নারায়ণ দেবনাথ ছিলেন 'একাকী কারিগর'। চিত্রনাট্য লেখা থেকে শুরু করে পেন্সিল স্কেচ; কালির টান; সংলাপের ক্যালিগ্রাফি বা লেটারিং এবং রং করা— টানা পাঁচ দশকের বেশি সময় ধরে প্রতিটি কাজ তিনি নিজে হাতে এককভাবে করে গেছেন। শিবপুরের এক অতি সাধারন ঘরে বসে; কাঠের একটি সাধারণ ড্রয়িং বোর্ডে দিনরাত আলো-আঁধারিতে বসে এই বিপুল সৃষ্টিশীলতা বজায় রাখা বিশ্ব কমিকসের ইতিহাসেও অত্যন্ত বিরল ও বিস্ময়কর ঘটনা। কমিকস ইতিহাসের অন্যতম দীর্ঘমেয়াদী চরিত্র 'হাঁদা ভোঁদা' (১৯৬২ সালে শুরু) এবং বাঁটুল দ্য গ্রেট' (১৯৬৫ সালে শুরু)। একই লেখক ও শিল্পী একক ভাবে একটানা ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে কোনো নির্দিষ্ট কমিকস স্ট্রিপ এঁকে গেছেন— এমন উদাহরণ আন্তর্জাতিক কমিকস জগতেও বিরল।
বাঁটুল দ্য গ্রেট' চরিত্রের জন্ম হয়েছিল এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে। ১৯৬৫ সালে ভারত-চীন যুদ্ধ ও ভারত -পাকিস্তান সংঘাতের সময় শুকতারা পত্রিকার সম্পাদক দেবু সেন নারায়ন দেবনাথকে এমন এক সুপারহিরো চরিত্র আঁকতে বলেন; যে কোনো অস্ত্র ছাড়াই শত্রুপক্ষকে ধূলিসাৎ করে দিতে পারে। বাঁটুল আসলে তৎকালীন ভারতীয় সমাজের আত্মবিশ্বাস ও সুরক্ষার এক প্রতীকী রূপ ছিল; যা শৈশবের আনন্দের আড়ালে এক গভীর দেশপ্রেমের বার্তা বহন করত। শিশুসাহিত্যে ও দৃশ্য শিল্পে অসামান্য অবদানের জন্য ২০২১ সালে তাঁকে ভারতের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান 'পদ্মশ্রী' প্রদান করা হয়। এছাড়া 'বঙ্গবিভূষণ' ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানীয় ডি.লিট উপাধিতেও তিনি ভূষিত হন। নারায়ণ দেবনাথকে দীর্ঘকাল সাহিত্য ও শিল্পের মূলস্রোতে একধরনের 'শিশুপাঠ্য স্রষ্টা' হিসেবেই আলাদা করে রাখা হয়েছিল। তাঁকে যথাযথ স্বীকৃতি দিতে বাংলা বুদ্ধিজীবী সমাজ অনেক দেরি করেছে। অথচ তিনি একক প্রচেষ্টায় বাংলায় এমন এক: পপ -কালচার তৈরি করেছিলেন; যা আজও অমলিন।
শতবর্ষের এই মাহেন্দ্রক্ষণে দাঁড়িয়ে নারায়ণ দেবনাথকে কেবল 'নস্টালজিয়া'র চোখে না দেখে; একজন ক্ষুরধার গ্রাফিক নোভেলিস্ট এবং দৃশ্যশিল্পের পথিকৃৎ হিসেবে নতুন করে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। তাঁর আঁকা প্রতিটি রেখা; আলোর খেলা এবং সামাজিক বাস্তবতা আজও সমকালীন দৃশ্যশিল্পীদের কাছে গবেষণার আকর। তিনি বাংলা গ্রাফিক ফাইন আর্টসের সেই নীরব নক্ষত্র; যার অবদান সময়ের সাথে সাথে আরোও উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে।

তমলুক; পূর্ব মেদিনীপুর
মোবাইল নাম্বার-
৬২৯৫৫৩৩১০৭

উনিশ শতকে গণিতের যত পুরস্কার

সমস্যাই গণিতের প্রাণ। একটি ভালো সমস্যা দেখিয়ে দেয়, গণিতে এখনো কী জানা বাকি। তাই যুগে যুগে কঠিন সব গাণিতিক সমস্যাকে ঘিরে ছিল প্রবল আগ্রহ। সেই আগ্রহ আরও বাড়িয়ে দিতে নানা সময়ে ঘোষণা করা হয়েছে নানা লোভনীয় পুরস্কার। এসব পুরস্কারকে ঘিরেই জন্ম নিয়েছে গণিতের ইতিহাসের অনেক রোমাঞ্চকর অধ্যায়। আজ ১৮ শতকের পুরস্কারের ইতিহাস জানা যাক। কাজী আকাশ

গত সংখ্যার পর--- এর বদলে ১৮৯০ সালে তরুণ জ্যাক হ্যাডামার্ড যখন তাঁর পিএইচডি থিসিস জমা দেন, তখন হারমাইট তাঁকে বলেন, এই থিসিসের কোনো বাস্তব প্রয়োগ খুঁজে বের করতে। হ্যাডামার্ড প্রথমে বুঝতে না পারলেও পরে খেয়াল করেন, তাঁর নতুন তত্ত্বটিই মৌলিক সংখ্যার উপপাদ্য প্রমাণের মূল চাবিকাঠি! তিনি একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ জমা দেন এবং ১৮৯২ সালের ১৯ ডিসেম্বর তিনি পুরস্কারটি জিতে নেন।
এভাবেই উনিশ শতকে ফরাসি পুরস্কারগুলো একের পর এক ইতিহাস গড়তে থাকে। ১৮৫০ সাল নাগাদ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ফ্রান্সের মোট ১৩টি পুরস্কার ছিল। ১৮৭০-৭১ সালের ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধে ফ্রান্সের শোচনীয় পরাজয়ের পর এই পুরস্কারের সংখ্যা আরও বাড়ে। ফরাসিরা বিশ্বাস করতে শুরু করে, বিজ্ঞানে পিছিয়ে পড়ার কারণেই তাদের এই হার দেখতেহয়েছে। তাই বিজ্ঞানীদের উৎসাহ দিতে নতুন পুরস্কারগুলো মেডালের বদলে নগদ অর্থে দেওয়ার নিয়ম করা হয়। সেটা বিজ্ঞানীদের গবেষণার কাজে দারুণ সাহায্য করেছিল।গণিতের নির্দিষ্ট পুরস্কারগুলোর মধ্যে প্রিক্স পনসেলেট এবং প্রিক্স বর্ডিন ছিল সবচেয়ে বিখ্যাত। ১৮৬৮ সালে জেনারেল জ্যঁ-ভিক্টর পনসেলেটের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীর দেওয়া অর্থে ১৮৭৬ সালে প্রিক্স পনসেলেট চালু হয়।আর ১৮৩৫ সালে চার্লস-লরেন বর্ডিনের রেখে যাওয়া ১২ হাজার ফ্রাঙ্ক দিয়ে ১৮৫৪ সালে শুরু হয় প্রিক্স বর্ডিন।১৮৮৮ সালের প্রিক্স বর্ডিনের গল্পটি একটু অন্য রকম। সেবার বিষয় ছিল, একটি কঠিন বস্তুর গতির তত্ত্বকে উন্নত করা। চিঠি চালাচালি থেকে পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া যায়, বিষয়টি নির্ধারণ করা হয়েছিল মূলত রাশিয়ান গণিতবিদ সোফিয়া কোভালেভস্কির গবেষণার কথা মাথায় রেখে! কোভালেভস্কি তাঁর এক চিঠিতে লিখেছিলেন, হারমাইট, পিকার্ড, হ্যালফেন এবং ডারবক্সের মতো রথী-মহারথীরা তাঁকে ডিনারে ডেকে বলেছেন, তিনিই এই পুরস্কার পেতে যাচ্ছেন !কোভালেভস্কি যাতে প্রবন্ধ জমা দিতে পারেন, সে জন্য বিচারকেরা ডেডলাইনও পিছিয়ে দেন ! শেষ পর্যন্ত ডিসেম্বরে পুরস্কারটি জেতেন কোভালেভস্কিই ।তবে তিনি সত্যিই অসাধারণ একটি কাজ করেছিলেন। কারণ তিনি দেখান কীভাবে অ্যাবেলিয়ান ফাংশনকে কাজে লাগিয়ে কঠিন বস্তুর গতির কঠিন সমস্যাগুলো মেটানো যায় ।আবার বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টেইনার প্রাইজের গল্প শুনলে বোঝা যায়, পুরস্কার দেওয়া মাঝেমধ্যে কতটা যন্ত্রণার হতে পারে! ১৮৬৩ সালে বিখ্যাত জ্যামিতিবিদ জ্যাকব স্টেইনার মারা যাওয়ার পর তাঁর দেওয়া অর্থে এই পুরস্কার চালু হয়। শর্ত ছিল, প্রতি দুই বছর অন্তর সিনথেটিক জ্যামিতির ওপর ৮ হাজার থ্যালার পুরস্কার দেওয়া হবে। থ্যালার হলো তৎকালীন জার্মান মুদ্রা।
১৮৬৪ এবং ১৮৬৮ সালে পুরস্কারটি সুন্দরভাবে দেওয়া গেলেও, তারপর থেকে শুরু হয় খরা! ১৮৭০ সালে 'সারফেসের লাইন্স অব কার্ভেচার' নিয়ে প্রশ্ন দেওয়া হলে কোনো উত্তরই আসেনি! এরপর ১৮৭৪, ১৮৭৬, ১৮৮০ সালে একের পর এক প্রশ্ন দেওয়া হলেও কোনো সন্তোষজনক প্রবন্ধ জমা পড়েনি। বিচারকেরা বাধ্য হয়ে ডেডলাইন পিছিয়েছেন এবং আগের কোনো ভালো কাজের জন্য সান্ত্বনা পুরস্কার দিয়েছেন। অবশেষে ১৮৮২ সালে ম্যাক্স নোয়েদার এবং হেনরি হ্যালফেন একটি প্রশ্নের চমৎকার উত্তর দিয়ে পুরস্কার জেতেন। কিন্তু অবস্থা বেগতিক দেখে ১৮৮৯ সালে স্টেইনার প্রাইজের নিয়ম শিথিল করা হয়। বলা হয়, এটি এখন থেকে ৫ বছর পর পর দেওয়া হবে এবং ভালো উত্তর না পেলে জ্যামিতির ক্ষেত্রে গত ১০ বছরে করা কোনো দারুণ কাজকে পুরস্কৃত করা হবে। এভাবেই ১৯০০ সালে ডেভিড হিলবার্ট তাঁর বিখ্যাত বই গ্রুন্ডল্যাগেন ডের জিওমেট্রি বা বাংলায় জ্যামিতির ভিত্তির জন্য এই পুরস্কারের এক-তৃতীয়াংশ জিতেছিলেন।
বার্লিন অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেসের পুরস্কারগুলোর অবস্থাও ছিল তথৈবচ! ১৮৩৬ সাল থেকে শুরু করে ১৮৬৪ সাল পর্যন্ত একের পর এক কঠিন সব প্রশ্ন দেওয়া হলেও কোনো উত্তর আসেনি। বারবার ব্যর্থ হওয়ার পর অ্যাকাডেমি বাধ্য হয়ে ১৮৬৪ সাল থেকে ১৮৯৪ সাল পর্যন্ত পুরস্কার দেওয়াই বন্ধ করে দেয়! ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত তাদের এই দুর্দশা চলতেই থাকে। অন্যদিকে লিপজিগের জাবলোনোস্কি সোসাইটি বেশ সফলভাবে তাদের পুরস্কার পরিচালনা করেছিল। ১৭৭৪ সালে পোলিশ রাজপুত্র জাবলোনোস্কি এটি প্রতিষ্ঠা করেন। লিপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা এটি পরিচালনা করতেন।১৮৪৬ সালে গটিংগেন সেভেন নামে পরিচিত সাতজন অধ্যাপককে রাজনৈতিক কারণে গটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। তাঁরা সবাই লিপজিগে চলে আসেন এবং সেখানকার বিজ্ঞানচর্চার মান অনেক বাড়িয়ে দেন। এই সোসাইটি বেশ কিছু দারুণ গাণিতিক সমস্যার সফল সমাধান বের করে আনতে পেরেছিল। ডেনিশ একাডেমি অব সায়েন্সেসও উনবিংশ শতাব্দীতে বেশ কিছু পুরস্কার দেয়। ১৮২৩ সালে 'একটি সারফেসের ওপর আরেকটির কনফর্মাল রিপ্রেজেন্টেশন' নিয়ে প্রবন্ধ লিখে পুরস্কার জেতেন বিখ্যাত গণিতবিদ কার্ল ফ্রেডরিক গাউস। তবে মজার ব্যাপার হলো, এই প্রতিযোগিতার প্রশ্নটি স্বয়ং গাউসই তৈরি করেছিলেন! প্রশ্ন তৈরি করার পর তিনি দুই বছর চুপচাপ বসে ছিলেন, তারপর নিজের প্রবন্ধ জমা দিয়ে পুরস্কারটি জিতে নেন! পুরস্কারের ইতিহাসে সবচেয়ে নাটকীয় ঘটনাটি ঘটেছিল সুইডেনে। রাজা দ্বিতীয় অস্কারের ৬০তম জন্মদিন উপলক্ষে সুইডিশ গণিতবিদ মিটাগ-লেফলার একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। বিচারক হিসেবে ছিলেন ওয়ায়ারস্ট্রাস এবং হারমাইট। থ্রি-বডি প্রবলেমের ওপর দুর্দান্ত এক প্রবন্ধ জমা দিয়ে বিজয়ী হন অঁরি পোয়াঁকারে। কিন্তু সমস্যা বাঁধে যখন পোয়াঁকারের প্রবন্ধটি ছাপানোর জন্য প্রেসে পাঠানো হয়। মিটাগ-লেফলারের সহকারী ফার্গমেন প্রবন্ধটি পড়তে গিয়ে কিছু ভুল দেখতে পান। পোয়াঁকারে বুঝতে পারেন, তাঁর প্রবন্ধে আসলেই বড়সড় একটা ভুল আছে! সমালোচকদের মুখ বন্ধ করতে মিটাগ-লেফলার দ্রুত ছাপানো বন্ধ করেন। এমনকি প্রবন্ধের ছাপানো সব কপিও পুড়িয়ে ফেলেন! এরপর পোয়াঁকারে তাঁর ভুল শুধরে নেন। সেই ভুল শুধরাতে গিয়েই তিনি এমন কিছু আবিষ্কার করে বসেন, যা বর্তমানে ক্যাওস থিওরি বা বিশৃঙ্খলা তত্ত্বের গাণিতিক ভিত্তি হিসেবে পরিচিত! মিটাগ- লেফলার নতুন প্রবন্ধটি ছাপান ঠিকই, কিন্তু আগের কপিগুলো পুড়িয়ে ফেলার পুরো খরচ আদায় করেন পোয়াঁকারের কাছ থেকে। সেই ক্ষতিপূরণ ছিল তাঁর পুরস্কারের মূল টাকার চেয়েও বেশি! এই ঝামেলার পর রাজা অস্কার আর কোনো দিন গণিত প্রতিযোগিতার আয়োজন করেননি। সবশেষ যে পুরস্কারটির কথা না বললেই নয়, সেটি হলো ভলফস্কেল প্রাইজ। পল ভলফস্কেল ছিলেন ধনী ইহুদি ব্যাংকার পরিবারের সন্তান এবং পেশায় চিকিৎসক। কিন্তু মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস নামে এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি বুঝতে পারেন যে আর চিকিৎসাবিদ্যা চালিয়ে যেতে পারবেন না, তখন গণিতের প্রেমে পড়েন। মিটাগ-লেফলার নতুন প্রবন্ধটি ছাপান ঠিকই, কিন্তু আগের কপিগুলো পুড়িয়ে ফেলার পুরো খরচ পোয়াঁকারের কাছ থেকেই আদায় করেন। সেই ক্ষতিপূরণ ছিল তাঁর পুরস্কারের মূল টাকার চেয়েও বেশি! বলা হয়, ১৯০৬ সালে মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর উইলে ১ লাখ গোল্ড মার্ক (জার্মান মুদ্রা) রেখে যান। শর্ত ছিল, ২০৭৭ সালের ১৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে যিনি ফার্মার শেষ উপপাদ্যের নিখুঁত সমাধান দিতে পারবেন, তাঁকে এই টাকা দেওয়া হবে।পুরস্কারটি চালুর প্রথম বছরেই ৬২১টি সমাধান জমা পড়ে! কিন্তু সেগুলো ছিল ভুল সমাধান। এরপর তা বাড়তে বাড়তে প্রায় ৫ হাজার গিয়ে পৌঁছায়। গটিংগেন রয়্যাল সোসাইটির মানুষদের এই প্রবন্ধগুলোর ভুল ধরতে ধরতে জীবন জেরবার হয়ে যেত! বার্লিন অ্যাকাডেমির হয়ে আলবার্ট ফ্লেক নামে এক চিকিৎসক এতগুলো প্রবন্ধের ভুল ধরেছিলেন যে, তাঁকে ১৯১৫ সালে লিবনিজ মেডেল দিয়ে সম্মানিত করা হয়। গণিতবিদেরা ফ্লেকের এই বিশাল কাজকে মজা করে বলতেন ফার্মা ক্লিনিক !দীর্ঘ ৯১ বছর পর, ১৯৯৭ সালে সত্যি সত্যিই ফার্মার শেষ উপপাদ্যের সমাধান করেন পুরস্কারটি জেতেন অ্যান্ড্রু ওয়াইলস। তবে তত দিনে জার্মান মুদ্রাস্ফীতির কারণে ১ লাখ গোল্ড মার্কের আসল মূল্য কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল মাত্র ৭৫ হাজার ডয়েচ মার্কে; যা তখন প্রায় ৩৭ হাজার মার্কিন ডলারের সমান ছিল। যদি ১ লাখ গোল্ড মার্ক দিয়ে সোনা কিনে রাখা হতো, তবে এর দাম হতো প্রায় ১৪ লাখ ডলার !আগে থেকে বিষয় ঠিক করে দিয়ে পুরস্কার ঘোষণার এই প্রথা যখন ধীরে ধীরে ব্যর্থ হতে শুরু করল, তখন এর মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার সবচেয়ে সফল চেষ্টাটি করেছিলেন জার্মান গণিতবিদ ডেভিড হিলবার্ট। ১৯০০ সালে প্যারিসে বসেছিল গণিতবিদদের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক কংগ্রেস। সেখানেই হিলবার্ট তাঁর বিখ্যাত ২৩টি সমস্যার তালিকা তুলে ধরেন, যা পুরো বিংশ শতাব্দীর গণিতের গতিপথ ঠিক করে দিয়েছিল। বার্লিন অ্যাকাডেমির হয়ে আলবার্ট ফ্লেক নামে এক চিকিৎসক এতগুলো প্রবন্ধের ভুল ধরেছিলেন যে, তাঁকে ১৯১৫ সালে লিবনিজ মেডেল দিয়ে সম্মানিত করা হয়। হিলবার্টকে এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিতে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দিয়েছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হারম্যান মিনকভস্কি! তিনি হিলবার্টকে চিঠিতে লিখেছিলেন, 'ভবিষ্যতের দিকে উঁকি দেওয়ার এই চেষ্টা দারুণ আকর্ষণীয় হবে। তুমি এমন কিছু সমস্যার কথা বলো, যেগুলো নিয়ে ভবিষ্যতের গণিতবিদেরা কাজ করবেন। এটা করতে পারলে, মানুষ হয়তো আজ থেকে কয়েক দশক পরও তোমার এই সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করবে। যদিও ভবিষ্যৎবাণী করা সত্যিই খুব কঠিন কাজ!' হিলবার্টের সমস্যাগুলো যখন লিখিত আকারে প্রকাশিত হলো, তখন তা গণিতবিদদের ওপর রীতিমতো জাদুর মতো কাজ করল। হিলবার্টের লেখার ছত্রে ছত্রে ছিল অটুট আত্মবিশ্বাস। তিনি বিশ্বাস করতেন, যেকোনো সমস্যারই সমাধান সম্ভব। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'গণিতে কখনো জানা যাবে না বলে কিছু নেই!' অর্থাৎ, আমরা সবই জানতে পারব, শুধু চেষ্টাটা চালিয়ে যেতে হবে। হিলবার্ট মনে করতেন, গাণিতিক জ্ঞানের বিকাশের জন্য বড় বড় সমস্যা থাকা ভীষণ জরুরি। তিনি তাঁর ২৩টি সমস্যাকে মূলত কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছিলেন। প্রথম ৬টি ছিল গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তি নিয়ে। পরের ৬টি ছিল সংখ্যাতত্ত্বের ওপর, যেখানে রিম্যান হাইপোথিসিসও ছিল। এর পরের ৬টি জ্যামিতির এবং শেষের ৫টি ছিল গাণিতিক বিশ্লেষণের ওপর। মজার ব্যাপার হলো, হিলবার্টের অনুমানও মাঝে মাঝে ভুল হতো! তিনি ভেবেছিলেন রিম্যান হাইপোথিসিসের সমাধান হয়তো খুব দ্রুতই হয়ে যাবে। অথচ এক শতাব্দীর বেশি সময় পার হয়ে গেলেও এটি আজও অমীমাংসিত। অন্যদিকে, তিনি যেসব সমস্যাকে সবচেয়ে কঠিন ভেবেছিলেন, সেগুলোর কয়েকটি মাত্র ৩০ বছরের মধ্যেই সমাধান হয়ে গিয়েছিল! হিলবার্টের এই সমস্যাগুলোর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল, এগুলোর কোনো ডেডলাইন ছিল না। আগের অ্যাকাডেমিগুলোর মতো তিনি দুই বছরের সময়সীমা বেঁধে দেননি। তিনি শুধু পথটা দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তা ছাড়া তিনি আরেকটি দারুণ ব্যাপার মেনে নিয়েছিলেন কোনো কিছু 'করা সম্ভব নয়', গাণিতিকভাবে এটা প্রমাণ করতে পারলেও তা একটি সফল সমাধান হিসেবেই ধরা হবে। যেমন, আবেল ও গ্যালয়েস প্রমাণ করেছিলেন, পঞ্চম ঘাতের সমীকরণ সাধারণ বীজগণিতের সূত্র দিয়ে সমাধান করা যায় না। এটিও ছিল গণিতের একটি বিশাল অর্জন। হিলবার্টের এই সমস্যাগুলোর পাশাপাশি উনিশ শতকের শেষ দিকে এসে কাজের স্বীকৃতি হিসেবে কিছু নতুন পুরস্কার চালু হতে থাকে। এর মধ্যে অন্যতম ছিল রাশিয়ার কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ের লোবাচেভস্কি প্রাইজ। নন-ইউক্লিডিয়ান জ্যামিতির অন্যতম আবিষ্কারক নিকোলাই লোবাচেভস্কির সম্মানে এটি চালু হয়। এই পুরস্কার দেওয়া নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে দারুণ সৌহার্দ্য দেখা যেত। ১৯০৪ সালে বিখ্যাত ফরাসি গণিতবিদ অঁরি পোয়াঁকারের জোরালো সুপারিশে লোবাচেভস্কি প্রাইজ জেতেন ডেভিড হিলবার্ট। আবার ১৯০৫ সালে হিলবার্টের সুপারিশে পোয়াঁকারে জেতেন হাঙ্গেরিয়ান অ্যাকাডেমির বোলিয়াই প্রাইজ। ১৯১০ সালে পোয়াঁকারে আবার পাল্টা সুপারিশ করে হিলবার্টকে দ্বিতীয় বোলিয়াই প্রাইজটি জিতিয়ে দেন! বিজ্ঞানীদের এই পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ সত্যিই চমৎকার ছিল। নন-ইউক্লিডিয়ান জ্যামিতির অন্যতম আবিষ্কারক নিকোলাই লোবাচেভস্কির সম্মানে লোবাচেভস্কি প্রাইজ চালু হয়। এই পুরস্কার দেওয়া নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে দারুণ সৌহার্দ্য দেখা যেত। কিন্তু এত কিছুর পরও একটি বড় আক্ষেপ রয়েই যায়। বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় সম্মান নোবেল পুরস্কারে গণিতের জন্য কোনো জায়গা রাখা হয়নি। এর পেছনে অনেক গুঞ্জন শোনা যায়। অনেকেই বলেন, সুইডিশ গণিতবিদ মিটাগ-লেফলারের সঙ্গে আলফ্রেড নোবেলের ব্যক্তিগত রেষারেষির কারণেই নাকি নোবেল তাঁর উইলে গণিতকে রাখেননি। গণিতবিদেরা এতে বেশ হতাশ হয়েছিলেন। বিশেষ করে সুইডেনের অ্যাকাডেমির মানুষেরা আশা করেছিলেন, নোবেল হয়তো তাদের জন্য বিশাল কোনো তহবিল রেখে যাবেন। কিন্তু তা না হওয়ায় তারা একে 'নোবেল ফ্লপ' বলে আক্ষেপ করেছিলেন। নোবেলের এই অভাব পূরণের জন্যই বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে চালু হয় গণিতের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার ফিল্ডস মেডেল।
কানাডিয়ান গণিতবিদ জন চার্লস ফিল্ডসের স্মৃতিতে এটি প্রবর্তন করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রাজনৈতিক কারণে ১৯২৪ সালে টরেন্টোতে হওয়া আন্তর্জাতিক গণিত কংগ্রেসে জার্মান গণিতবিদদের আসতে দেওয়া হয়নি। ফিল্ডস নিজে জার্মানিতে পড়াশোনা করেছিলেন বলে এই ঘটনায় খুব কষ্ট পান। তিনি চেয়েছিলেন এমন একটি পুরস্কার চালু করতে, যা সব দেশের গণিতবিদদের এক সুতোয় বাঁধবে। তাঁর মৃত্যুর চার বছর পর, ১৯৩৬ সালে অসলোতে প্রথমবারের মতো ফিল্ডস মেডেল দেওয়া হয়। প্রতি চার বছর পর পর দেওয়া হয় এই মেডেল। উইলে সরাসরি লেখা না থাকলেও প্রথা অনুযায়ী এই মেডেল শুধু ৪০ বছরের কম বয়সী গণিতবিদদেরই দেওয়া হয়। ফিল্ডস মেডেল গণিতের নোবেল হতে পারে, কিন্তু মিলেনিয়াম প্রাইজ হলো হিলবার্টের সেই ২৩টি সমস্যারই আধুনিক ও চূড়ান্ত রূপ! ফিল্ডস মেডেলের সম্মান ও নোবেলের বিশাল অর্থমূল্যের এক দারুণ সংমিশ্রণ হলো মিলেনিয়াম প্রাইজ। এখানে বয়সের কোনো বাধাও নেই! এই সাতটি সমস্যা শুধু গণিতের পাতায় আটকে থাকা কিছু সমীকরণ নয়; এগুলো মানব মস্তিষ্কের চূড়ান্ত সীমানা ছোঁয়ার একেকটি রোমাঞ্চকর অভিযান। ধীরে ধীরে আমরা সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব; বোঝার চেষ্টা করব, কেন বিশ্বের সেরা মস্তিষ্কেরাও এগুলোর সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়েছেন!

সূত্র: ১. কিথ ডেভলিন, দ্য মিলেনিয়াম প্রবলেমস (বেসিক বুকস) ২. জাফে, আর্থার এবং অ্যান্ড্রু ওয়াইলস (সম্পা.); দ্য মিলেনিয়াম প্রাইজ প্রবলেমস (আমেরিকান ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটি) ৩. ক্লে ম্যাথ ডটঅর্গ/ মিলেনিয়াম প্রবলেমস
৪. ম্যাথ সোসাইটি ডটকম
৫. ওয়ার্ল্ড অব ম্যাথমেটিক্স ডটকম।

সমাপ্ত

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

নজরুলের ৫১তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে নজরুল একাডেমির নানা কর্মসূচি

সংবাদ প্রতিনিধি, আগরতলা: বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৫১তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে আগরতলায় শুরু হল নানা কর্মসূচি। কবির সাহিত্য, সংগীত, দর্শন, মানবতাবাদ, সাম্যচেতনা, অসাম্প্রদায়িকতা ও সমাজভাবনাকে নতুন প্রজন্মের কাছে আরও বিস্তৃতভাবে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজী নজরুল ইসলাম একাডেমি অ্যান্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন, আগরতলা-এর উদ্যোগে আয়োজন করা হয়েছে দুই দিনব্যাপী আবৃত্তি, সংগীত ও নৃত্য প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং শ্রদ্ধাঞ্জলি কর্মসূচি। একই সঙ্গে নজরুলচর্চাকে গবেষণার পরিসরে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে ফাউন্ডেশনের অর্ধবার্ষিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বুধবার, ২৬ আগস্ট ২০২৬ থেকে একাডেমির সংগীতচর্চা কক্ষ ও রেন্টার্স ক্লাব প্রাঙ্গণে আবৃত্তি ও সংগীত প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে কর্মসূচির সূচনা হয়। বিভিন্ন বয়সের প্রতিযোগীদের জন্য পৃথক বিভাগ রাখা হয়েছে। প্রায় ২৫০ জন ছাত্রছাত্রী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। আগামী ২৯ আগস্ট রেন্টার্স ক্লাব প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে নৃত্য প্রতিযোগিতা। আগামী ২৯ আগস্ট সন্ধ্যা ৬টায় রেন্টার্স ক্লাব প্রাঙ্গণে মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কৃত করার পাশাপাশি কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে। অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরা বিধানসভার মুখ্য সচেতক শ্রীমতী কল্যাণী রায়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক ও সমাহর্তা ড. বিশাল কুমার, আইএএস।

বিশেষ অতিথি হিসেবে থাকবেন রামকৃষ্ণ মিশন, বিবেকনগর, আমতলীর অধ্যক্ষ স্বামী শুভকরানন্দ মহারাজ। সম্মাননীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ভারতীয় বিদ্যাভবনের চেয়ারম্যান শ্রী দেবাশিস চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন নজরুল একাডেমির সভাপতি শ্রী চিন্ময় মজুমদার।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে নজরুলের গান, কবিতা ও সৃষ্টিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পরিবেশনা থাকবে। সাংস্কৃতিক অর্ঘ্য নিবেদনে অংশ নেবেন কালাধারা, নন্দলয় ডান্স একাডেমি, নতুন কুঁড়ি ও হৃদম। সমবেত আবৃত্তিতে অংশ নেবে আবৃত্তিনীড়। একক পরিবেশনায় থাকছেন ড. মুজাহিদ রহমান, সুদীপ শেখর মিশ্র, অমর ঘোষ, মৃণাল নাথ শর্মা, সৌমদীপ পালিত, শর্বাণী দাস দত্ত, মৌসুমী দত্ত, বীথিকা দাস, রিয়া আচার্য এবং নীহারিকা দাস।

ফলে কবির প্রয়াণ দিবসের অনুষ্ঠানটি একদিকে যেমন স্মরণ ও শ্রদ্ধার, তেমনি সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্যের মাধ্যমে নজরুলের সৃষ্টিকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক প্রয়াস হিসেবেও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে।

এদিকে, শুধু আনুষ্ঠানিকভাবে কবিকে স্মরণ করেই থেমে থাকতে চাইছে না কাজী নজরুল ইসলাম একাডেমি অ্যান্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন। নজরুলের সাহিত্য ও দর্শনকে কেন্দ্র করে নিয়মিত গবেষণা, পাঠ ও আলোচনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে একটি অর্ধবার্ষিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ উপলক্ষে গবেষক, শিক্ষক, সাহিত্যিক, সংস্কৃতিকর্মী, শিক্ষার্থী এবং নজরুলপ্রেমী লেখকদের কাছ থেকে মৌলিক ও অপ্রকাশিত লেখা সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত পত্রিকায় নজরুলের জীবন, সাহিত্য ও দর্শনের পাশাপাশি তাঁর সাম্যচেতনা, মানবতাবাদ, অসাম্প্রদায়িক চেতনা, রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তা নিয়ে গবেষণামূলক লেখা প্রকাশের পরিকল্পনা রয়েছে। একই সঙ্গে তাঁর কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, নাটক ও সাংবাদিকতা নিয়েও থাকবে বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ। ত্রিপুরায় নজরুলচর্চার ইতিহাস ও বর্তমান পরিস্থিতি, নজরুল ও শিক্ষা, নারী-অধিকার, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্বমানবতার ধারণার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও পত্রিকায় স্থান পাবে। ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে রয়েছেন অধ্যাপক ড. অলক ভট্টাচার্য এবং কার্যকরী সম্পাদক হিসেবে রয়েছেন ড. সুমন আলী। অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন শ্রীমতী মধুমিতা চৌধুরী ও ড. সুমন আলী। সাংস্কৃতিক কর্মসূচির পরিচালনায় রয়েছেন গৌরাঙ্গ চন্দ্র দেবনাথ-সহ একাডেমির অন্যান্য বিশিষ্ট সদস্যবৃন্দ।

উদ্যোক্তাদের মতে, নজরুলকে শুধু স্মরণ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে তাঁর সাহিত্য, দর্শন ও মানবতাবাদী চিন্তাকে নিয়ে নতুন প্রজন্মের মধ্যে পাঠ, গবেষণা ও মুক্ত আলোচনা গড়ে তোলাই এই উদ্যোগের অন্যতম উদ্দেশ্য। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, অসাম্প্রদায়িকতা, সামাজিক ন্যায় ও সম্প্রীতির যে বার্তা কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টিতে বারবার উচ্চারিত হয়েছে, তা নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই ধরনের সাংস্কৃতিক ও গবেষণামূলক উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। কাজী নজরুল ইসলাম একাডেমি অ্যান্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশনের এই কর্মসূচিকে ঘিরে আগরতলার সাংস্কৃতিক মহলেও আগ্রহ তৈরি হয়েছে। কবির ৫১তম প্রয়াণ দিবসকে সামনে রেখে আয়োজিত প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, শ্রদ্ধাঞ্জলি এবং গবেষণামূলক পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগএই চারটি ধারাকে একসূত্রে যুক্ত করে নজরুলচর্চাকে আরও সুসংগঠিত ও বিস্তৃত করার প্রয়াস নিয়েছে আয়োজক সংস্থা। তাঁদের আশা, এই উদ্যোগের মধ্য দিয়ে "বিদ্রোহী কবি" কাজী নজরুল ইসলামের সাম্য, মানবতা, প্রেম, স্বাধীনতা ও অসাম্প্রদায়িকতার চেতনা আগামী প্রজন্মের মধ্যে আরও গভীরভাবে ছড়িয়ে পড়বে।

অপারেশন সিঁদুরে পাকিস্তানের কিরানা হিলসে ভারতীয় লইটারিং মিউনিশন আঘাত হেনে থাকতে পারে: প্রাক্তন সিডিএস অনিল চৌহান

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্ট (আইএএনএস): গত বছর অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন পাকিস্তানের পারমাণবিক কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত কিরানা হিলসে ভারতের একটি লইটারিং মিউনিশন আঘাত হেনে থাকতে পারে বলে জানিয়েছেন প্রাক্তন চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ (সিডিএস) জেনারেল অনিল চৌহান। তবে তিনি স্পষ্ট করেছেন, কিরানা হিলসকে ভারতীয় বাহিনী ইচ্ছাকৃতভাবে লক্ষ্যবস্তু করেনি।

মঙ্গলবার নয়াদিল্লির বিবেকানন্দ ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশনে অপারেশন সিঁদুর ও তার পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে আয়োজিত 'বিমর্শ' অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কিরানা হিলস সংক্রান্ত বিভিন্ন রিপোর্টের বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন প্রাক্তন সিডিএস। জেনারেল চৌহানের বক্তব্য অনুযায়ী, সরগোধা এবং তার আশপাশে থাকা রাডার খুঁজে লক্ষ্যবস্তু করার জন্য ভারতীয় বাহিনী একটি লইটারিং মিউনিশন পাঠিয়েছিল। এটি ইসরায়েলি নকশার 'হারোপ' ড্রোন হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু নির্দিষ্ট কোনও লক্ষ্য খুঁজে না পাওয়ার পর কিরানা হিলসের কাছে সেটির জ্বালানি শেষ হয়ে যায়। এরপর সেটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই এলাকার কোনও একটি পাহাড়ে আঘাত হেনে থাকতে পারে বলে জানান তিনি।

জেনারেল চৌহান বলেন, অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল এ কে ভারতীযিনি অপারেশন সিঁদুরের সময় ভারতীয় বায়ুসেনার ডিরেক্টর জেনারেল অব এয়ার অপারেশনস ছিলেনসঠিকভাবেই জানিয়েছিলেন যে ভারত কিরানা হিলসকে লক্ষ্য করেনি। গত বছর মে মাসে অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এয়ার মার্শাল এ কে ভারতীও জানিয়েছিলেন যে পাকিস্তানের কিরানা হিলসে থাকা কোনও পারমাণবিক স্থাপনাকে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী লক্ষ্য করেনি। তিনি বলেছিলেন, কিরানা হিলসে কোনও পারমাণবিক স্থাপনা রয়েছে সে বিষয়েও ভারতীয় বাহিনী আগে অবগত ছিল না।ঘটনার ক্রম ব্যাখ্যা করে প্রাক্তন সিডিএস জানান, হামলার আগে ভারতীয় বাহিনী সরগোধা ও কিরানা হিলসের দিকে একাধিক লইটারিং মিউনিশন পাঠিয়েছিল। সরগোধা থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত কিরানা হিলস। তিনি বলেন, ওই লইটারিং মিউনিশনগুলির লক্ষ্য ছিল সরগোধা ও তার আশপাশে থাকা রাডারগুলিকে চিহ্নিত করা। নির্দিষ্ট সময় ধরে এলাকায় ঘোরাফেরা করে লক্ষ্য খোঁজার পরও যদি কোনও লক্ষ্য পাওয়া না যায়, তাহলে মিউনিশনটির কার্যক্ষমতার সময় শেষ হয়ে যায়। জেনারেল চৌহান বলেন, একটি লইটারিং মিউনিশন প্রায় দু'ঘণ্টা পর্যন্ত এলাকায় ঘোরাফেরা করতে পারে। সেই সময়ের মধ্যে লক্ষ্যবস্তু খুঁজে না পেলে সেটি অন্য কোনও জায়গায় গিয়ে আঘাত হানতে পারে। তাঁর মতে, এমনই পরিস্থিতিতে সেটি কিরানা হিলসের কোনও একটি পাহাড়ে গিয়ে আঘাত করে থাকতে পারে।তাঁর এই বক্তব্য কিরানা হিলসে কী ঘটেছিল, তার একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা তুলে ধরলেও তিনি ফের স্পষ্ট করেন যে অপারেশন সিঁদুরের সময় ওই এলাকাকে পরিকল্পিতভাবে লক্ষ্যবস্তু করা হয়নি। এদিকে, অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের (পিওকে) স্কার্দুতে হামলার জন্য ভারতীয় বায়ুসেনাকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল বলেও জানান প্রাক্তন সিডিএস। তবে প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে শেষ পর্যন্ত সেই হামলা বাতিল করা হয়।জেনারেল চৌহান জানান, তৎকালীন বায়ুসেনা প্রধান সরগোধায় হামলা চালানো উচিত কি না জানতে চাইলে তিনি সম্মতি দেন এবং আরও দুটি লক্ষ্য চিহ্নিত করতে বলেন। সেই লক্ষ্যগুলির মধ্যে একটি ছিল স্কার্দু। স্কার্দুতে হামলার জন্যও অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরে সেখানে আবহাওয়া খারাপ হয়ে যাওয়ায় পরিকল্পনা পরিবর্তন করে ভোলারির দিকে অভিযান পরিচালনা করা হয়। আবহাওয়ার প্রতিকূলতার কারণে স্কার্দুর পরিকল্পিত হামলা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি বলে জানান তিনি। এরপর ভারতীয় বায়ুসেনা অভিযানটি ভোলারির দিকে ঘুরিয়ে দেয়। অপারেশন সিঁদুরের সময় ১০ মে ভোলারির একটি হ্যাঙ্গারে ভারতীয় বায়ুসেনার হামলা পরবর্তীকালে ওই বিমান অভিযানের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দৃশ্য হিসেবে সামনে আসে। গান্ধীনগর-ভিত্তিক সাউথ ওয়েস্টার্ন এয়ার কমান্ডের নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালিত হয়েছিল।

ওনাম ও ঈদে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী মোদির, বার্তা সুখ-ঐক্য-সমৃদ্ধির

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্ট (আইএএনএস): ওনাম ও ঈদে মিলাদ-উন-নবি উপলক্ষে দেশবাসী এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী মানুষকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দুই উৎসবই মানুষের জীবনে সুখ, ঐক্য, সমৃদ্ধি, সহমর্মিতা ও আনন্দ বয়ে আনুক বলে কামনা করেছেন তিনি।

বুধবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ ওনামের শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সকলকে সুন্দর ওনামের শুভেচ্ছা। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে এই প্রাণবন্ত উৎসব পালিত হচ্ছে। এই উৎসব মানুষের মধ্যে সুখ, একতা ও সমৃদ্ধির চেতনাকে আরও শক্তিশালী করুক বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি।

ঈদে মিলাদ-উন-নবি উপলক্ষেও শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'ঈদ মোবারক'। এই পবিত্র দিন মানুষের মধ্যে ঐক্য ও আনন্দের বন্ধন আরও সুদৃঢ় করুক। সমাজের প্রতি সহমর্মিতা এবং মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মানসিকতা সকলকে সবসময় পথ দেখাক বলেও কামনা করেন তিনি। কেরলের সবচেয়ে বড় এবং অন্যতম বর্ণময় ফসল উৎসব ওনাম। মালয়ালম ক্যালেন্ডারের চিঙ্গম মাসে সাধারণত আগস্ট বা সেপ্টেম্বরে ১০ দিন ধরে এই উৎসব পালিত হয়। ফসল, প্রাচুর্য, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সামাজিক সম্প্রীতির উদযাপন হিসেবে ওনাম বিভিন্ন সম্প্রদায় ও নানা শ্রেণির মানুষকে একত্রিত করে। বুধবার পালিত হচ্ছে উৎসবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন তিরুওনাম।

হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী, ওনাম উপলক্ষে রাজা মহাবলির বার্ষিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে স্মরণ করা হয়। মহাবলি ছিলেন একজন জ্ঞানী, উদার ও প্রজাপ্রিয় রাজা। তাঁর শাসনকালে শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করত বলে বিশ্বাস করা হয়।

পুরাণের কাহিনি অনুযায়ী, ভগবান বিষ্ণু বামন অবতার ধারণ করে মহাবলির কাছে তিন পা জমি চান। রাজা তাতে সম্মতি দিলে বামন বিশাল আকার ধারণ করে দুই পা দিয়ে পৃথিবী ও স্বর্গলোক পরিমাপ করেন। তৃতীয় পা রাখার মতো জায়গা অবশিষ্ট না থাকায় মহাবলি নিজের মাথা এগিয়ে দেন। তাঁর ভক্তি ও উদারতায় সন্তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু তাঁকে প্রতি বছর একবার নিজের প্রজাদের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেন। মহাবলির এই প্রতীকী প্রত্যাবর্তনকেই ওনাম উৎসবের মাধ্যমে স্মরণ করা হয়। অন্যদিকে, ঈদে মিলাদ-উন-নবি বা ঈদ-এ-মিলাদ ইসলাম ধর্মের শেষ নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্মবার্ষিকী স্মরণে পালিত হয়। ইসলামি ক্যালেন্ডারের তৃতীয় মাস রবিউল আউয়ালের ১২তম দিনে এই দিনটি পালন করা হয়। ভারতে এ বছর ২৬ আগস্ট ঈদে মিলাদ-উন-নবি পালিত হচ্ছে এবং ২৫ আগস্ট থেকেই বিভিন্ন জায়গায় উৎসবের সূচনা হয়েছে। 'মাওলিদ' নামেও পরিচিত এই দিনটি মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। 'মাওলিদ' শব্দের অর্থ জন্মগ্রহণ বা জন্ম দেওয়া। ঐতিহাসিকভাবে এই দিনটি নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন, শিক্ষা ও আদর্শ স্মরণের মাধ্যমে পালন করা হয়।

নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্ম ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে রবিউল আউয়াল মাসে বলে প্রচলিত। তাঁর শিক্ষা হাদিসের মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে এবং বিশ্বজুড়ে অসংখ্য মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করেছে। আত্মত্যাগ, ক্ষমা, সহমর্মিতা ও মানুষের কল্যাণের ওপর তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী, তিনি আল্লাহর শেষ নবী ও শেষ রাসুল।

ইসলামের প্রাথমিক শতাব্দীগুলিতে মিলাদ-উন-নবি উপলক্ষে সমাবেশ, কবিতা ও নবীর প্রশংসায় রচিত বিভিন্ন পদ পাঠের মাধ্যমে দিনটি পালনের রীতি গড়ে ওঠে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্র অনুযায়ী, মিশরের ফাতিমীয় খেলাফতের সময় এই উদযাপন আরও গুরুত্ব লাভ করে। পরবর্তী সময়ে পশ্চিম এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে এই ঐতিহ্য ছড়িয়ে পড়ে এবং ইসলামি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে। ভারত ছাড়াও শ্রীলঙ্কা, ব্রিটেন, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, রাশিয়া ও জার্মানিসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ঈদে মিলাদ-উন-নবি পালিত হয়।

উরুগুয়ের জাতীয় দিবসে বিদেশ মন্ত্রকের সচিব, ভারত-উরুগুয়ে সম্পর্ক আরও মজবুত করার বার্তা

নয়াদিল্লি, ২৫ আগস্ট (আইএএনএস): উরুগুয়ের জাতীয় দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ভারত ও উরুগুয়ের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে ভারতের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করলেন বিদেশ মন্ত্রকের পশ্চিম বিষয়ক সচিব তথা রাষ্ট্রদূত সিবি জর্জ।

মঙ্গলবার উরুগুয়ের জাতীয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন সিবি জর্জ। বিদেশ মন্ত্রক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ জানায়, তিনি উরুগুয়ের সরকার ও জনগণকে উষ্ণ শুভেচ্ছা জানান এবং ভারত-উরুগুয়ে সম্পর্ক আরও জোরদার করার বিষয়ে ভারতের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।অনুষ্ঠানে ভারতে নিযুক্ত উরুগুয়ের রাষ্ট্রদূত আলবের্তো আন্তোনিও গুয়ানি আমারিয়াও উপস্থিত ছিলেন। চলতি বছরের জুনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রশংসা করেছিলেন উরুগুয়ের রাষ্ট্রদূত গুয়ানি আমারিয়া। 'বসুধৈব কুটুম্বকম'অর্থাৎ 'সমগ্র বিশ্ব এক পরিবার'এই ভাবনারও প্রশংসা করেন তিনি। আইএএনএস-কে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে উরুগুয়ের রাষ্ট্রদূত বলেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদি ধারাবাহিকভাবে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

রাষ্ট্রদূত বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদি নিজেকে একজন বিশ্বনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং বিশ্বজুড়ে বহু মানুষ আশা করেন, তাঁর অবদান সকলের জন্য আরও ভালো ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। গত ১২ বছরে বিশ্বমঞ্চে ভারতের অবস্থান শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী মোদির ভূমিকা প্রসঙ্গে গুয়ানি আমারিয়া বলেন, দেশের আন্তর্জাতিক অবস্থান আরও উন্নত করতে মোদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। উন্নয়নশীল বিশ্বের স্বার্থকে প্রধানমন্ত্রী মোদি জোরালোভাবে তুলে ধরেছেন বলেও উল্লেখ করেন উরুগুয়ের রাষ্ট্রদূত। তাঁর মতে, ভারত ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে যোগাযোগ ও সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করতে প্রধানমন্ত্রী মোদির বিভিন্ন উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। গত বছর ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনায় প্রধানমন্ত্রী মোদির সফরের কথাও স্মরণ করেন গুয়ানি আমারিয়া। তিনি ওই সফরগুলিকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে উল্লেখ করে আশা প্রকাশ করেন, ভবিষ্যতেও এই ধরনের উচ্চপর্যায়ের যোগাযোগ অব্যাহত থাকবে এবং ভারত ও দক্ষিণ আমেরিকার সম্পর্ক আরও গভীর ও বিস্তৃত হবে।

ঝাড়খণ্ড নিয়োগ কেলেঙ্কারি: সিডির কাছে চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তি মূল অভিযুক্তের, ১০-১২ লক্ষ টাকায় বিক্রি সিডিপিও পদ

রাঁচি, ২৬ আগস্ট (আইএএনএস): ঝাড়খণ্ডে নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়মের তদন্তে নেমে সিআইডির কাছে মূল অভিযুক্ত অভয় কুমার তিওয়ারির দেওয়া স্বীকারোক্তিতে উঠে এসেছে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। ২০২৬ সালের চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট অফিসার (সিডিপিও) নিয়োগ পরীক্ষায় সাধারণ শ্রেণির প্রায় সমস্ত আসনেই কারচুপি করে অন্য রাজ্যের প্রার্থীদের নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছিল বলে তদন্তকারীদের জানিয়েছেন তিওয়ারি।

অভিযুক্তের দাবি অনুযায়ী, পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্বে থাকা আউটসোর্সিং সংস্থা টিএসআর ডেটা প্রসেসিং প্রাইভেট লিমিটেড (টিডিপিএল) প্রতি প্রার্থীর কাছ থেকে কমপক্ষে ১০ লক্ষ টাকা নেওয়ার 'রেট' নির্ধারণ করেছিল। তিওয়ারি ওই সংস্থায় মার্কেটিং ম্যানেজার হিসেবে কাজ করতেন। তাঁর স্বীকারোক্তির পর তদন্তের পরিধি আরও বাড়িয়েছে সিআইডি।

এখন তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, সিডিপিও নিয়োগে কতজন প্রার্থী ঘুষ দিয়েছিলেন, কোন কোন মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে টাকা লেনদেন হয়েছিল এবং পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের কোন পর্যায়ে কারচুপি করা হয়েছিল।

সিআইডি সূত্রের দাবি, তিওয়ারি প্রাক্তন জেপিএসসি চেয়ারম্যান এল. খিয়াংতে এবং তৎকালীন সদস্য অজিতা ভট্টাচার্যের জড়িত থাকার বিষয়েও তথ্য দিয়েছেন। তাঁর দাবি, নির্দিষ্ট প্রার্থীদের সুবিধা পাইয়ে দিতে সাক্ষাৎকার বোর্ডে 'সেটিং' করা হয়েছিল।

'রাজক' নামে চিহ্নিত এক প্রার্থীর প্রসঙ্গে তিওয়ারি দাবি করেছেন, তাঁর সাক্ষাৎকার বোর্ডের নেতৃত্বে ছিলেন তৎকালীন চেয়ারম্যান এল. খিয়াংতে। রামবীর সিং নামে এক ব্যক্তির মাধ্যমে ১৫ লক্ষ টাকার বিনিময়ে এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল বলে অভিযোগ করেছেন তিনি।

একইভাবে সফল প্রার্থী কাজল ভারতীর ক্ষেত্রে তিওয়ারির দাবি, তাঁর সাক্ষাৎকার বোর্ডের নেতৃত্বে ছিলেন অজিতা ভট্টাচার্য এবং তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীকে ১০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল। তাঁর বিবৃতিতে প্রমোদ কুমার পাঠক এবং কুমারী ডলি জয়সওয়ালের নামও উঠে এসেছে।

তিওয়ারির দাবি অনুযায়ী, 'কৃষ্ণ' নামে পরিচিত এক আইটিআই প্রকল্প ব্যবস্থাপক ওই দুই ক্ষেত্রেই মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করেছিলেন।উল্লেখ্য, প্রাক্তন জেপিএসসি চেয়ারম্যান এল. খিয়াংতে ইতিমধ্যেই এই মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে জেলে রয়েছেন। প্রাক্তন জেপিএসসি সদস্য অজিতা ভট্টাচার্যকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সিআইডি। তবে তিওয়ারির দেওয়া তথ্য স্বাধীন প্রমাণের মাধ্যমে যাচাই করা হচ্ছে বলে তদন্তকারী সূত্রে জানা গেছে।

অভিযোগগুলির সত্যতা যাচাই করতে সিআইডি আর্থিক লেনদেন, কল ডিটেল রেকর্ড, ডিজিটাল প্রমাণ, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের গতিবিধি এবং পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার সংক্রান্ত মূল নথি খতিয়ে দেখছে। আইনত গ্রহণযোগ্য প্রমাণের ভিত্তিতেই পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

তদন্তে তিওয়ারির অভিযোগগুলি প্রমাণিত হলে ঝাড়খণ্ডের নিয়োগ কেলেঙ্কারির পরিধি আরও বড় হতে পারে এবং আরও সরকারি আধিকারিক ও মধ্যস্থতাকারীর নাম এই মামলায় যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ভারত-কানাডা বিশ্বের সবচেয়ে স্বাভাবিক অংশীদার, বাণিজ্য চুক্তির চেয়েও গভীর দুই দেশের বন্ধন: নির্মলা সীতারামন

টরন্টো, ২৬ আগস্ট (আইএএনএস): ভারত ও কানাডাকে বিশ্বের 'সবচেয়ে স্বাভাবিক অংশীদার' হিসেবে উল্লেখ করে দুই দেশের সম্পর্ক সাম্প্রতিক সময়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বদলেছে বলে মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। তিনি বলেন, ভারত-কানাডার বন্ধন যে কোনও বাণিজ্য চুক্তির থেকেও গভীর।

চার দিনের সরকারি সফরে মঙ্গলবার স্থানীয় সময় কানাডার টরন্টোয় পৌঁছন নির্মলা সীতারামন। তাঁর এই সফরের মূল লক্ষ্য ভারত ও কানাডার মধ্যে বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং আর্থিক সহযোগিতা আরও জোরদার করা। টরন্টোয় ভারতীয় প্রবাসী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি দুই দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্কের কথা তুলে ধরেন।

সীতারামন বলেন, গণতন্ত্র ও বহুত্ববাদের অভিন্ন মূল্যবোধ, ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক যোগাযোগ, উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের নজিরবিহীন গতি এবং দুই দেশের মানুষের মধ্যে দৃঢ় সম্পর্কের ভিত্তিতে ভারত-কানাডা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে 'উল্লেখযোগ্য রূপান্তর' ঘটেছে।

কানাডায় বসবাসকারী ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রশংসা করে তিনি বলেন, এই সম্প্রদায় কানাডার কর্পোরেট বোর্ডরুম, বে স্ট্রিটের ট্রেডিং ফ্লোর এবং পেনশন ফান্ডের ঝুঁকি নির্ধারণকারী কমিটিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাঁর মতে, ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যবসায়ী সম্প্রদায় দুই প্রাণবন্ত গণতন্ত্র এবং উদ্ভাবননির্ভর দুই অর্থনীতির মধ্যে একটি কৌশলগত সেতু হিসেবে কাজ করছে।

২০২৫ সালের জুনে জি-৭ সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির বৈঠকের প্রসঙ্গও তুলে ধরেন অর্থমন্ত্রী। ওই বৈঠকে দুই নেতা 'ভবিষ্যৎমুখী কৌশলগত অংশীদারিত্ব'-এর মাধ্যমে ভারত-কানাডা সম্পর্ককে নতুন করে গড়ে তোলার বিষয়ে সম্মত হয়েছিলেন বলে জানান তিনি।

সীতারামন বলেন, চলতি বছরের গোড়ায় প্রধানমন্ত্রী কার্নির ভারত সফরের সময় সেই প্রক্রিয়া আরও এগিয়ে যায়। ওই সফরে ভারত-কানাডা সিইপিএ আলোচনা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। পাশাপাশি কানাডীয় সংস্থা ক্যামেকোর সঙ্গে ২.৬ বিলিয়ন কানাডীয় ডলারের ইউরেনিয়াম চুক্তি, পুনর্নবীকৃত কৌশলগত অংশীদারিত্বের কাঠামো হিসেবে 'বসুধৈব কুটুম্বকম'-কে গ্রহণ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ৭০ বিলিয়ন কানাডীয় ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। ভারত ও কানাডার সম্পর্কের গভীরতা ব্যাখ্যা করে অর্থমন্ত্রী বলেন, দুই দেশই গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কমনওয়েলথের ঐতিহ্য, একই ধরনের সংসদীয় ব্যবস্থা এবং অভিন্ন সরকারি ভাষার পাশাপাশি অধিকাংশ ভূ-রাজনৈতিক প্রশ্নে দুই দেশের দৃষ্টিভঙ্গির মিল রয়েছে। রাষ্ট্রসংঘভিত্তিক বহুপাক্ষিকতা, উত্তর-দক্ষিণ সহযোগিতা এবং নিয়মভিত্তিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার পক্ষেও উভয় দেশ সমর্থন জানায়। তিনি বলেন, ভারত ও কানাডা বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ বহুসাংস্কৃতিক সমাজ, যারা বৈচিত্র্যকে সত্যিকার অর্থে মূল্য দেয়। আর এই বন্ধন যে কোনও বাণিজ্য চুক্তির থেকেও গভীর।

ভারতের অর্থনৈতিক সম্ভাবনার কথা তুলে ধরে সীতারামন বলেন, ভারত বর্তমানে বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল বৃহৎ অর্থনীতি। বৃহৎ বাজার, ধারাবাহিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, তরুণ জনসংখ্যা, ক্রমবর্ধমান ভোগব্যয় এবং দ্রুত বিকশিত পুঁজিবাজারএই সমস্ত ক্ষেত্র ভারতকে বিনিয়োগের জন্য বিশেষভাবে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

তিনি জানান, দ্রুত নগরায়ণ, ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং বিশ্বমানের ডিজিটাল পরিকাঠামো ভারতের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই নতুন সুযোগ তৈরি করছে। ভারতের ডিজিটাল ব্যবস্থা আর্থিক ও বাণিজ্যিক পরিষেবায় প্রবেশের খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়েছে এবং এর পরিধিও বাড়িয়েছে।

ভারত-কানাডা অংশীদারিত্ব বর্তমানে শুধু পুঁজি প্রবাহের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে আরও গভীর প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতার দিকে এগোচ্ছে বলেও জানান অর্থমন্ত্রী। তিনি বলেন, আধুনিক আর্থিক অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে পুঁজিবাজার গুরুত্বপূর্ণ হলেও আর্থিক পরিকাঠামোর ভূমিকাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতের ইউনিফায়েড পেমেন্টস ইন্টারফেস (ইউপিআই)-এর প্রশংসা করে সীতারামন বলেন, পেমেন্ট ব্যবস্থা ছাড়াও ডিজিটাল আর্থিক পরিকাঠামোর পরবর্তী প্রজন্ম গড়ে তুলতে কানাডার ব্যাংক, ফিনটেক সংস্থা এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলির সঙ্গে ভারতের সহযোগিতার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

আন্তর্জাতিক পুঁজির জন্য ভারত নতুন প্রবেশদ্বার তৈরি করছে বলেও জানান তিনি। তাঁর কথায়, ভারতের ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস সেন্টার হিসেবে গিফট সিটি আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য একটি বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে উঠে আসছে। আন্তঃসীমান্ত আর্থিক কর্মকাণ্ডের জন্য বিশেষভাবে তৈরি নিয়ন্ত্রক ও কর কাঠামো এই কেন্দ্রকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলছে।

সীতারামন আরও বলেন, ভারত বিমা, সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং পেনশনের মতো ক্ষেত্রে বিদেশি অংশগ্রহণের সুযোগ ধীরে ধীরে বাড়িয়েছে। একইসঙ্গে ভারতীয় পুঁজিবাজার আরও গভীর, তরল এবং পরিণত হয়েছে। কানাডার প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের জন্য এর ফলে শুধু ভারতের প্রবৃদ্ধিতে অংশ নেওয়ার সুযোগই তৈরি হচ্ছে না, বরং বৃহত্তর আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক আর্থিক কর্মকাণ্ডের জন্য ভারতকে একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবেও ব্যবহার করার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ঘুম থেকে উঠে প্রথম ৩০ মিনিটে এই পাঁচ টি ভুল করবেন না

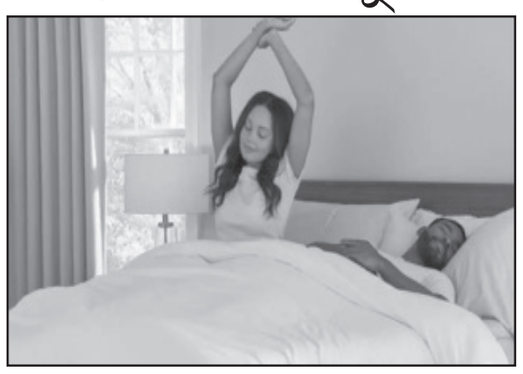

সকালবেলা ঘুম ভাঙার পর প্রথম ৩০ মিনিট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়টুকু কীভাবে কাটাচ্ছেন, তার ওপর অনেকটাই নির্ভর করে সারাদিনের কর্মক্ষমতা, মেজাজ এবং শারীরিক সুস্থতা। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, অনেকেই সকালে ঘুম থেকে উঠে না বুঝে এমন কিছু অভ্যাস বজায় রাখেন, যা অজান্তেই মানসিক চাপ বাড়িয়ে দেয় এবং শরীরের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

১. ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই মোবাইল হাতে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া, ইমেল বা নোটিফিকেশন স্ক্রোল করার অভ্যাস অনেকেরই রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সকালে উঠেই স্ক্রিনের নীল আলো এবং নানা ধরনের খবর মস্তিষ্কে হঠাৎ কোর্টিসল (স্ট্রেস হরমোন) বাড়িয়ে দেয়। ফলে দিন শুরু হওয়ার আগেই মনে মানসিক চাপ ও উদ্বেগ তৈরি হয়।

২. ঘুম ভাঙার পরপরই তাড়াহুড়ো করে হঠাৎ বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ানো মোটেও স্বাস্থ্যকর নয়। সারারাত শুয়ে থাকার পর শরীরের রক্তচাপ ও পেশি শিথিল অবস্থায় থাকে। হঠাৎ করে উঠে দাঁড়ালে রক্তচাপে তারতম্য ঘটে মাথা ঘোরা বা পিঠে-ঘাড়ে টান ধরার আশঙ্কা থাকে। অন্তত ১-২ মিনিট আলতো হাত-পা ছড়িয়ে উঠে বসা উচিত। ৩. সকালে ঘুম ভেঙেই ধোঁয়া ওঠা চা বা কফিতে চুমুক না দিলে অনেকেরই দিন শুরু হয় না। কিন্তু দীর্ঘ ৭-৮ ঘণ্টা ঘুমের পর পেট সম্পূর্ণ খালি থাকে। এই অবস্থায় ক্যাফেইন পেটে গেলে অ্যাসিডের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়, যা থেকে পরে বদহজম, অম্বল ও পরিপাকতন্ত্রের ক্ষতি হতে পারে। ৪. সারারাত ঘুমের কারণে শরীর স্বাভাবিকভাবেই সামান্য ডিহাইড্রেটেড বা জলশূন্য হয়ে পড়ে। ঘুম থেকে উঠে প্রথম ৩০ মিনিটের মধ্যে জল না খেলে মেটাবলিজম বা বিপাকহার ধীর হয়ে যায়। এর ফলে সারাদিন ক্লান্তি ও অলস ভাব পিছু ছাড়ে না।

৫. ঘুম থেকে উঠে ঘরের জানালা বা পর্দা বন্ধ করে অন্ধকারেই বসে থাকা ঠিক নয়। প্রাকৃতির সূর্য্যালোক চোখের মাধ্যমে মস্তিষ্কে সংকেত পাঠায় যে রাত শেষ হয়েছে। আলো গায়ে না লাগলে শরীরে ঘুমের হরমোন 'মেলোটোনিন'-এর প্রভাব থেকে যায়, ফলে মাথা ঝিমঝিম করা ও অলসতা কাটে না।

সকালে ঘুম ভেঙে সোজা এক গ্লাস হালকা গরম বা স্বাভাবিক জল পান করা, ঘরের জানালা খুলে দেওয়া এবং হালকা স্ট্রাচিং বা নিঃশ্বাসের ব্যায়ামের মাধ্যমে দিন শুরু করাই সুস্থ জীবনযাত্রার প্রথম ধাপ।

আলু ভাজা মুচমুচে করতে কি করবেন

ডাল-ভাতের সঙ্গে এক থালা গরম মুচমুচে আলু ভাজা বাঙালি খাদ্যরসিকদের কাছে এর চেয়ে প্রিয় অনুভূতি আর খুব কমই আছে। তবে বাড়িতে আলু ভাজা তৈরি করলেই দেখা যায়, কড়াই থেকে নামানোর কয়েক মিনিটের মধ্যেই তা নরম ও নেতিয়ে পড়ে। রেস্তোরাঁ বা বিয়ের বাড়ির মতো দীর্ঘক্ষণ মুচমুচে আলু ভাজা বানানোর গোপন কৌশলটি আসলে বেশ সহজ, যা অনেকেই জানেন না। আলু মুচমুচে না হওয়ার পেছনে মূল কারণ হল এর ভেতরের অতিরিক্ত স্টার্চ এবং আর্দ্রতা। রান্নাঘরের সাধারণ কিছু নিয়ম মেনে চললেই এই সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। বরফ জলে ভিজিয়ে রাখা: আলু সরু করে কাটার পর অন্তত ১৫ থেকে ২০ মিনিট কনকনে ঠান্ডা বা বরফ জলে ভিজিয়ে রাখুন। এতে আলুর উপরিভাগের অতিরিক্ত স্টার্চ ধুয়ে বেরিয়ে যায়, যা আলু ভাজাকে শক্ত ও মুচমুচে রাখতে মূল ভূমিকা নেয়। জল সম্পূর্ণ শুকিয়ে নেওয়া: জল থেকে আলু তোলার পর তা সরাসরি তেলে দেওয়া যাবে না। একটি পরিষ্কার সুতির কাপড়ে বা টিস্যু পেপারে আলু ছড়িয়ে দিয়ে গায়ের সব জল শুকনো করে নিতে হবে। কর্নফ্লাওয়ার বা চালের গুঁড়োর প্রলেপ: তেলে ছাড়ার ঠিক ১ মিনিট আগে শুকনো আলুর টুকরোগুলোতে সামান্য একটু কর্নফ্লাওয়ার বা চালের গুঁড়ো ছিটিয়ে হালকা হাতে মেখে নিন। এটি আলুর গায়ে পাতলা আস্তরণ তৈরি করে মুচমুচে ভাব বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। নুন দেওয়ার সঠিক সময়: আলু কড়াইতে দেওয়ার পরপরই নুন দেওয়া যাবে না। আগে নুন দিলে আলু থেকে জল বের হতে শুরু করে, ফলে ভাজা নরম হয়ে যায়। আলু ভাজা প্রায় হয়ে এলে নামানোর ঠিক ১-২ মিনিট আগে নুন ছড়াতে হবে। তেলের তাপমাত্রা: ঢিমে আঁচে আলু ভাজলে তেল বেশি টানে এবং আলু নরম হয়ে যায়। তাই মাঝারি থেকে একটু বেশি আঁচে ভালো করে তেল গরম করে আলু ভাজতে হবে। রান্নার এই সামান্য কয়েকটি কৌশল মেনে চললেই কড়াই থেকে নামানোর দীর্ঘক্ষণ পরেও আপনার তৈরি আলু ভাজা থাকবে একদম রেস্তোরাঁর মতো মুচমুচে ও সুস্বাদু।

আপনার ভয়, দুঃখ, রাগের ফারাক করে কুকুরের ব্রেন

মালিকের মুখ দেখেই তাঁর মনের খবর পোষ্য কুকুরের চট করে বুঝে ফেলা নতুন নয়। মালিক হাসলে লেজ নাড়ানো, ভয় পেলে সতর্ক হওয়া কিংবা মন খারাপ থাকলে গা ঘেঁষে বসে পড়া এমন আচরণ বহু দিনের পরিচিত। তবে মানুষের মুখের আবেগ ও অভিব্যক্তি চাক্ষুষ করে সেগুলির সূক্ষ্ম ফারাকগুলো কুকুর সত্যিই বুঝতে পারে কি না, তার সরাসরি বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এত দিন ছিল না। এ বার কুকুরের ব্রেন স্ক্যান (ফাংশনাল এমআরআই) সেই প্রশ্নের উত্তর মেলার সম্ভাবনায় আলোকপাত করল।

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, মানুষের ভয়, দুঃখ ও রাগের অভিব্যক্তি কুকুরের মস্তিষ্কে একই ধরনের প্রতিক্রিয়া তৈরি করে না। বিশেষ করে ভয়কে দুঃখ ও রাগের থেকে আলাদা করে শনাক্ত করে কুকুরের মস্তিষ্ক। গবেষণাটি করেছে অস্ট্রিয়ার ইউনিভার্সিটি অফ ভিয়েনা, হাঙ্গেরির এতোভশ লোরান্ড ইউনিভার্সিটি এবং ন্যাশনাল অটোনোমাস ইউনিভার্সিটি অফ মেক্সিকো-র যৌথ গবেষকদল। তাঁদের গবেষণাপত্রটি সদ্য প্রকাশিত হয়েছে বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা সেল-প্রেসের জার্নাল 'আইসায়েন্স'-এ। গবেষকদের দাবি, এমন সরাসরি নিউরো-সায়েন্টিফিক এভিডেন্স বা স্নায়ুবৈজ্ঞানিক প্রমাণ এই প্রথম।

কী ভাবে হয়েছে পরীক্ষা?

প্রথম পর্যায়ে বর্ডার কলি, ল্যাব্রাডর ও গোল্ডেন রিট্রিভার প্রজাতির আটটি পোষ্য কুকুরকে অচেনা মানুষের হ্যাপি ফেস (খুশির মুখ) এবং নিউট্রাল ফেস (অভিব্যক্তিহীন মুখ)-এর ছবি দেখানো হয়। সেই সময়ে এফ-এমআরআই বা ফাংশনাল ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স ইমেজিং পরীক্ষা করা হয় মস্তিষ্কের কোন অংশ কখন সক্রিয় হচ্ছে, তা দেখার জন্য। এর মাধ্যমে তাদের বা মস্তিষ্কের কার্যকলাপ পরখ করা হয়। দেখা যায়, মানুষের হাসিমুখ দেখলে কুকুরের ব্রেনের ডান দিকের টেম্পোরাল কর্টেক্সের একটি এলাকায় বিশেষ সক্রিয়তা তৈরি হচ্ছে।

এর পরে ওই তিন প্রজাতিরই ১২টি কুকুরকে হ্যাপি (খুশি), অ্যাংরি (রেগে থাকা), ফিয়ারফুল (ভীত) এবং স্যাড (দুঃখের) মুখ দেখানো হয়। প্রতিটি মুখ দেখানোর সময়ে তৈরি হওয়া নিউরাল অ্যাক্টিভিটি প্যাটার্ন বা মস্তিষ্কের সক্রিয়তার নির্দিষ্ট বিন্যাস বিশ্লেষণ করেন গবেষকরা। মেশিন লার্নিং এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করা হয় প্রতিটি এফ-এমআরআই পরীক্ষার ইমেজের মধ্যে ফারাক বুঝতে। ফলাফলে দেখা যায়, মানুষের ফিয়ারফুল ফেস (ভীত মুখ) দেখলে কুকুরের ব্রেনে যে নিউরাল প্যাটার্ন তৈরি হচ্ছে, তা অ্যাংরি ও স্যাড ফেসের সময়ে তৈরি হওয়া প্যাটার্নের থেকে আলাদা। অর্থাৎ কুকুরের ব্রেন সব নেগেটিভ ইমোশন বা নেতিবাচক আবেগকে এক রকমের সংকেত হিসেবে দেখছে না। তবে অ্যাংগার (রাগ) ও স্যাডনেস (দুঃখ)-এর মধ্যে একই রকম স্পষ্ট পার্থক্যটা পুরো ধরা পড়েনি।

তবে গবেষকরা সাফ মনে করিয়ে দিয়েছেন, এর অর্থ এই নয় যে, কুকুরও মানুষের মতো করে 'ভয়' বা 'দুঃখ' অনুভব করে। গবেষকদের বক্তব্য, আলাদা ব্রেন অ্যাক্টিভিটি প্যাটার্ন থেকে বলে দেওয়া যায়, মানুষের মুখের বিভিন্ন ইমোশনাল কিউ বা আবেগের সংকেত কুকুর আলাদা করে শনাক্ত করে। যদিও বিশেষজ্ঞদের একাংশ এই গবেষণাপত্রের সমালোচনা করে বলছেন, আবেগ বোঝার সময়ে মুখের পাশাপাশি মানুষের কণ্ঠস্বর, বডি ল্যাঙ্গোয়েজ এবং গন্ধের মতো সংকেত অতি গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সে সবে আমল না দেওয়া এই গবেষণার একটি বড় খামতি।

গৌড় বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিয়োলজির অধ্যাপক বিপ্লব গিরি বলেন, 'এই গবেষণাটি দেখাচ্ছে, মানুষের মুখের আবেগ কুকুরের মস্তিষ্ক শুধু খুশি বা দুঃখ এই দু'ভাবে দেখে না। বরং দুঃখ, ভয়, রাগের মতো কিছু নেতিবাচক আবেগও তারা আলাদা করে বুঝতে পারে। তবে এর মানে এই নয় যে, কুকুর মানুষের মতো করেই সেই আবেগ অনুভব করে। কুকুরের মস্তিষ্ক কী ভাবে এত জটিল আবেগের সংকেত প্রসেস করে, তা নিশ্চিত ভাবে জানতে আরও বেশি সংখ্যক এবং বিভিন্ন জাতের কুকুরকে নিয়ে গবেষণা দরকার।'

গবেষণাটির সীমাবদ্ধতার কথা তুলে ধরেছেন বেলগাছিয়ার রাজ্য প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি ফিজিয়োলজির প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান চিকিৎসক সাগর সান্যালও। তিনি মনে করেন, 'গবেষণাপত্রটির মৌলিক কাঠামো বেশ দুর্বল। আশ্চর্য্যের বিষয়, কুকুরের পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী যে ঘ্রাণশক্তি, সেটাই মানুষের অভিব্যক্তি বোঝার ক্ষেত্রে ব্রাত্য রয়ে গিয়েছে। ভরসা করা হয়েছে কেবল কুকুরের দৃষ্টিশক্তির উপরে। শুধু মানুষের মুখের ছবি দেখানোর পরে কুকুরগুলির মস্তিষ্কের এফ-এমআরআই করা হয়েছে। অথচ কুকুর যে শার্প ফোকাসে কিছু দেখে না, তা প্রতিষ্ঠিত সত্য।'

ভুঁড়ির ছদ্মবেশে নীরব ঘাতক

একটা সময় ছিল যখন মধ্যবয়সে ভুঁড়িকে বেশ সমাদরের চোখে দেখা হতো বঙ্গসমাজে। আর্থসামাজিক সমৃদ্ধির এক ধরনের দৃশ্যমান চিহ্ন বলেই মনে করা হতো তাকে। সচ্ছল সংসার চলছে, পাতে পড়ছে পুষ্টিকর খাবার তারই যেন বহিঃপ্রকাশ এই 'ভুঁড়ি'। কিন্তু সময় বদলেছে। নতুন প্রজন্ম, বিশেষত জেন-জি বাঙালি এখন জানে, এই আপাত নিরীহ ভুঁড়ির আড়ালেই লুকিয়ে থাকতে পারে ফ্যাটি লিভার, ডায়াবিটিস, উচ্চ রক্তচাপ-সহ একাধিক বিপজ্জনক অসুখের বীজ। তাই ভুঁড়িকে দূরে রাখতে আজকাল অনেকেই জিমে যাচ্ছেন, ডায়েট মেনে চলছেন, ঘাম ঝরাচ্ছেন নিয়মিত। কিন্তু দেশের সামগ্রিক চিত্র ততটা আশাব্যঞ্জক নয় বলেই ইঙ্গিত দিচ্ছে সাম্প্রতিক এক কেন্দ্রীয় সমীক্ষা। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর)-এর এই সমীক্ষা বলছে, গ্রাম-শহর বা লিঙ্গ নির্বিশেষে দেশের প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষই হালকা থেকে মাঝারি মানের 'অ্যাবডোমিনাল ওবেসিটি' বা ভুঁড়ির সমস্যায় ভুগছেন। এই বিশাল সমীক্ষাটি চালানো হয়েছে টানা আট বছর ধরে। ২০১২ থেকে ২০২০ এই সময়কালে দেশের ৩১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ২০ বছরের বেশি বয়সি ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৪৩ জন মানুষের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এত বড় পরিসরের তথ্য বিশ্লেষণ করে যে ছবি উঠে এসেছে, তা যথেষ্ট উদ্বেগজনক।

সমীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞান পত্রিকা 'দ্য ল্যান্সেট'-এ। সেখানে দেখা যাচ্ছে, মোট অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ২৮.৬ সাধারণ ওবেসিটির শিকার। কিন্তু তার চেয়েও বেশি চিন্তার বিষয় হলো, এমন মানুষের সংখ্যা (৩৯.৫ শতাংশ) যাঁরা দেখতে রোগা বা স্বাভাবিক ওজনের হলেও পেটের চারপাশে অতিরিক্ত মেদ জমেছেঅর্থাৎ 'নন-ওবিজ হয়েও অ্যাবডোমিনাল ওবেসিটি'-তে ভুগছেন। চিকিৎসকদের মতে, এই শ্রেণির মানুষই সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকেন, কারণ তাঁরা অনেক সময় নিজেদের সুস্থ বলেই মনে করেন এবং নিয়মিত সতর্কতা অবলম্বন করেন না। সমীক্ষার মুখ্য গবেষক, চেন্নাইয়ের আইসিএমআর সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ অন ডায়াবিটিসের প্রধান চিকিৎসক রঞ্জিতমোহন অঞ্জনার মতে, দেশের এক বড় অংশের মানুষেরই ভবিষ্যতে হৃদরোগ, স্ট্রোক এবং কিডনির অসুখের ঝুঁকি অনেক বেশি। কারণ, সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে অন্তত এক-তৃতীয়াংশ প্রাপ্তবয়স্ক উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন। পাশাপাশি ১১.৪ শতাংশ মানুষ ইতিমধ্যেই ডায়াবিটিসে আক্রান্ত এবং আরও ৩৫.৫ প্রি-ডায়াবেটিক অবস্থায় রয়েছেন। এই সব ক'টি সমস্যার সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত পেটের অতিরিক্ত মেদ। অর্থাৎ, ভুঁড়ি শুধু একটি বাহ্যিক শারীরিক পরিবর্তন নয়, এটি আসলে শরীরের ভিতরে চলতে থাকা বিপজ্জনক বিপাকীয় (মেটাবলিক) পরিবর্তনের ইঙ্গিত। শুধু জিমে যাওয়া বা ডায়েট করাই নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদি জীবনযাত্রার পরিবর্তন যেমন নিয়মিত কায়িক পরিশ্রম, সুষম খাদ্যাভ্যাস, পর্যাপ্ত ঘুম এবং মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ এই সব কিছুর মিশেল দিয়েই ভুঁড়ির এই ক্রমবর্ধমান 'মহামারী'কে আটকানো সম্ভব। না হলে, নীরব ঘাতকের মতো এই ভুঁড়িই আগামী দিনে দেশের অসংক্রামক রোগের বোঝা আরও বাড়িয়ে তুলবে।

কচু খেলেই চরম অস্বস্তি ও গলা চুলকানি কেন

কচু শাক, ওল অত্যন্ত সুস্বাদু ও পুষ্টিকর হলেও অনেকেই এটি খেতে ভয় পান কেবল এক কারণে; খাওয়ার পরেই শুরু হয় গলার ভেতর অস্বস্তিকর চুলকানি বা গলা ধরা। এতদিন ধরে এই সমস্যার একমাত্র পরিচিত সমাধান হিসেবে তেঁতুলের জল বা তেঁতুল খাওয়ার কথা বলা হতো। কিন্তু হাতের কাছে যদি তেঁতুল না থাকে? চিন্তার কিছু নেই! তেঁতুল ছাড়াই এই অসহ্য গলা চুলকানি থেকে নিমিষেই রেহাই পাওয়ার সহজ কিছু বৈজ্ঞানিক ও ঘরোয়া উপায় বাতলে দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। কেন হয় এই গলা চুলকানি? বিজ্ঞানীদের মতে, কচু জাতীয় শাক-সবজিতে প্রাকৃতিকভাবেই 'ক্যালসিয়াম অক্সালেট' নামক অণুবীক্ষণিক সুঁচের মতো সূক্ষ্ম স্ফটিক থাকে। এটি মুখে বা গলায় প্রবেশ করলে নরম কলায় বিঁধে যায়, যা থেকে তীব্র অস্বস্তি ও খসখসে ভাব তৈরি হয়। অ্যাসিড বা অম্লজাতীয় উপাদান এই স্ফটিকগুলোকে ভেঙে নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারে।

ভিনেগার বা অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার: ঘরে রান্নার ভিনেগার থাকলে এক গ্লাস উষ্ণ জলে এক চা চামচ ভিনেগার মিশিয়ে কুলকুচি বা সামান্য পান করুন। এতেও দ্রুত মিলবে স্বস্তি। মধু ও ঘিয়ের মিশ্রণ: গলার আর্দ্রতা ফিরিয়ে আনতে ১ চামচ খাঁটি মধুর সঙ্গে কয়েক ফোঁটা ঘি বা সামান্য গরম জল মিশিয়ে ধীরে ধীরে পান করুন। মধু গলার ভেতরের সূক্ষ্ম ক্ষত ও খসখসে ভাব কমায়। এক টুকরো গুড় বা মিছরি: লেবুও যদি না থাকে, তবে এক টুকরো গুড় বা মিছরি মুখে পুরে দিন। গুড় গলার ভেতরে একটি পিচ্ছিল আস্তরণ তৈরি করে এবং লালা নিঃসরন বাড়িয়ে অস্বস্তি দূর করে। পরবর্তীতে যাতে এমন সমস্যায় না পড়তে হয়, তার জন্য কচু কাটার পর ভালো করে নুন-হলুদ জলে ভাপিয়ে সেই জল ফেলে দেওয়া উচিত। এছাড়া কচুর যেকোনও পদ রান্নার সময় কিছুটা লেবুর রস, আমচুর পাউডার বা দই ব্যবহার করলে রান্নার সময়েই ক্ষতিকর অক্সালেট নষ্ট হয়ে যায়।

পোস্ত ছাড়াই শুক্তোয় আসবে চমৎকার স্বাদ

বাঙালির হেঁশেলে পোস্ত অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি উপাদান। গরম ভাতের সঙ্গে আলু পোস্ত কিংবা ঝিঙে পোস্ত পাতে পড়লেই মন ভরে যায়। যেকোনও উৎসবের দিনে বা রবিবারের দুপুরের পাতে শুক্তো দিয়ে খাওয়া শুরু করা বাঙালির বহু পুরনো অভ্যাস। আর সেই শুক্তোকে আরও বেশি মাখোমাখো ও সুস্বাদু করতে বেশিরভাগ গৃহিণীই পোস্ত বাটা ব্যবহার করতে ভালোবাসেন। কিন্তু এমন তো হতেই পারে, সবজি কাটা হয়ে গিয়েছে, কড়াইয়ে ফোড়নও পড়ে গিয়েছে, আর ঠিক তখনই দেখলেন কৌটোয় পোস্ত শেষ হয়ে গিয়েছে! তখন কিন্তু বেশ মুশকিলে পড়তে হয়। আবার পোস্তর যে হারে দাম বেড়েছে, তাতে মধ্যবিত্তের নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়।

এমন পরিস্থিতিতে স্বাদ নিয়ে আপস করার বা রান্না থামিয়ে রাখার কোনও প্রয়োজন নেই। হাতের কাছে থাকা মাত্র তিনটি ঘরোয়া উপাদান দিয়েই শুক্তোয় এনে ফেলতে পারেন সেই দারুণ স্বাদ। দেখে নিন পোস্ত ছাড়াই কীভাবে রান্না করবেন জিভে জল আনা শুক্তো।

১. বাদাম বাটা — শুক্তোর গ্রেভি ঘন ও সুস্বাদু করতে পোস্তর বদলে বাদাম বাটা দিতে পারেন। হাতের কাছে চিনেবাদাম কিংবা কাজুবাদাম থাকলে তা সামান্য জল দিয়ে ভালো করে বেটে নিন। শুক্তোর ঝোলে এই বাটা মিশিয়ে দিলেই চমৎকার একটি ক্রিমি ভাব আসবে এবং খাবারের স্বাদ অনেকটাই বেড়ে যাবে। শুধু শুক্তো নয়, মাছের ঝোল বা অন্য যে কোনও নিরামিষ তরকারিতেও এটি অনায়াসে ব্যবহার করা যায়।

২. সাদা তিল বাটা— পোস্তর সবচেয়ে দারুণ ও স্বাস্থ্যকর বিকল্প হল সাদা তিল। অনেকে আলু ভাজার উপর পোস্ত ছড়ান, সেখানেও কিন্তু সাদা তিল ব্যবহার করা যায়। শুক্তো তৈরির সময় পোস্তর জায়গায় সাদা তিল বেটে দিয়ে দিন। এর স্বাদ যেমন চমৎকার হয়, তেমনই শরীরের জন্যও এটি ভীষণ উপকারী। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, সাদা তিল শরীরের হরমোনের ভারসাম্য রক্ষা করতে এবং রক্তের সুগার বা শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

৩. চারমগজ বাটা—বাঙালি রান্নায় সুস্বাদু গ্রেভি তৈরির জন্য চারমগজ বাটা বহু বছর ধরেই ব্যবহার করা হয়ে আসছে। ঘরে পোস্ত না থাকলে শুধুমাত্র চারমগজ ভালো করে বেটে শুক্তোয় মিশিয়ে দিতে পারেন। এতে শুক্তোর ঝোল বেশ মোলায়েম ও ঘন হয় এবং রান্নার আসল স্বাদ একদম বজায় থাকে। তাই রান্নার সময় পোস্ত না থাকলেও চিন্তা নেই, এই তিনটি ঘরোয়া উপকরণ দিয়েই চটপট বানিয়ে নিন সুস্বাদু শুক্তো।

পাচনতন্ত্র ও লিভারের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী

রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখার পাশাপাশি হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে। ভিটামিন সি সাপ্লিমেন্ট খেলে এত রকম উপকারিতা মেলে না। কিন্তু খাবার খেলে মেলে। খাবার কি শুধুই পুষ্টির ঘাটতি মেটায়? ফল-সব্জি ইত্যাদিতে ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। একাধিক রোগের ঝুঁকি কমায়। তা ছাড়া খাবার শরীরে কাজ করার এনার্জি জোগায়। ক্যান্সার, হৃদরোগ, টাইপ-২ ডায়াবিটিসের মতো একাধিক রোগের ঝুঁকি প্রতিরোধ করে। সুতরাং, খাবার না খেয়ে শুধু সাপ্লিমেন্টের ভরসায় বসে থাকা সম্ভব নয়। সাপ্লিমেন্ট শুধু নির্দিষ্ট পুষ্টির ঘাটতি মেটায়।

সাপ্লিমেন্ট কখন কাজে লাগে?

বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন, মিনারেল, অ্যামিনো অ্যাসিড, প্রোটিন বা প্রোবায়োটিক ইত্যাদি পুষ্টির সাপ্লিমেন্ট পাওয়া যায়। সাপ্লিমেন্টের সাহায্যে শরীরে ওই নির্দিষ্ট পুষ্টির ঘাটতি মেটানো সম্ভব। কিন্তু সামগ্রিক স্বাস্থ্য উন্নত করতে সাহায্য করে না সাপ্লিমেন্ট। কাদের জন্য উপকারী হতে পারে সাপ্লিমেন্ট?

সাধারণত মহিলাদের ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট খাওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসক। কারণ বেশিরভাগ মহিলার দেহেই এই পুষ্টির ঘাটতি থাকে এবং সাধারণ খাবার খেয়ে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব নয়। এ ছাড়া কোনও শারীরিক অসুস্থতা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য চিকিৎসকেরা মাল্টিভিটামিন বা মিনারেল সাপ্লিমেন্ট খাওয়ার পরামর্শ দেন। যে সব বয়স্করা সলিড ফুড খেতে পারেন না, কিংবা বয়সের সঙ্গে যদি পুষ্টির ঘাটতি না মেটে তখনও মাল্টিভিটামিন খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কি সাপ্লিমেন্ট খাওয়া উচিত? চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া সাপ্লিমেন্ট খাওয়া উচিত নয়। আপনার শরীরে কোন পুষ্টির ঘাটতি রয়েছে এবং তার জন্য কত মিলিগ্রামের মাল্টিভিটামিন খাবেন, তা জানা দরকার। পরামর্শ ছাড়া সাপ্লিমেন্ট নিলে হিতে বিপরীত হতে পারে। তা ছাড়া খাবার থেকেই যদি পুষ্টির ঘাটতি মিটে যায়, তা হলে সাপ্লিমেন্ট খাওয়ারই দরকার নেই। সাপ্লিমেন্ট কি স্বাস্থ্যকর খাদ্যের বিকল্প হতে পারে? সাপ্লিমেন্ট কখনওই স্বাস্থ্যকর খাবারের বিকল্প নয়। যাঁরা পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার খেতে পারেন না বা হজমে সমস্যা হয়, তাঁরা চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে সাপ্লিমেন্ট নিতে পারেন। অনেক সময়ে খাবার খাওয়ার পাশাপাশি সাপ্লিমেন্টও নেওয়ার দরকার পড়ে। তাই সাপ্লিমেন্ট খাওয়ার কথা ভাবলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

ছাগল চুরিকে কেন্দ্র করে বিক্রমনগরে উত্তেজনা, অভিযুক্তের বাড়িতে ভাঙচুর

আগরতলা, ২৬ আগস্ট: ছাগল চুরি এবং ছাগল হত্যার অভিযোগকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার বিক্রমনগর হাসপাতাল চৌমুহনী এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অভিযুক্ত গৌতম দত্তের (৫০) বাড়িতে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার পাশের বাড়ির বাসিন্দা কুডু দাসের ছাগল চুরির চেষ্টা করে গৌতম দত্ত। সেই সময় একটি ছাগল চিৎকার শুরু করলে ধরা পড়ার ভয়ে অভিযুক্ত ছাগলটির গলায় ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করে বলে অভিযোগ। ঘটনার পর গৌতম দত্ত এলাকা থেকে পালিয়ে যায়।

ঘটনা জানাজানি হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা। একজোট হয়ে তাঁরা অভিযুক্তের বাড়ি ঘেরাও করেন এবং সেখানে ভাঙচুর চালান বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দাদের আরও দাবি, গৌতম দত্তের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় চুরি-ছিনতাইয়ের অভিযোগ রয়েছে। একাধিকবার তাঁকে হাতেনাতে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হলেও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ তাঁদের। এছাড়াও বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিস থেকে রড, গ্রিল-সহ বিভিন্ন সরকারি সামগ্রী চুরি করে নিজের বাড়িতে মজুত করে রাখার অভিযোগও তুলেছেন স্থানীয়রা। তবে এসব অভিযোগের সত্যতা এখনও নিশ্চিত নয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় আমতলী থানার পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। মূল অভিযুক্ত গৌতম দত্ত এখনও পলাতক বলে জানা গেছে। পুলিশ তাঁর ছেলেকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে গেছে বলে খবর। অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেপ্তার এবং ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবিতে এলাকায় এখনও উত্তেজনা রয়েছে।

ঝাড়খণ্ড নিয়োগ কেলেঙ্কারি: সিডির কাছে চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তি মূল অভিযুক্তের, ১০-১২ লক্ষ টাকায় বিক্রি সিডিপিও পদ

রাঁচি, ২৬ আগস্ট (আইএএনএস): ঝাড়খণ্ডে নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়মের তদন্তে নেমে সিআইডির কাছে মূল অভিযুক্ত অভয় কুমার তিওয়ারির দেওয়া স্বীকারোক্তিতে উঠে এসেছে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। ২০২৬ সালের চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট অফিসার (সিডিপিও) নিয়োগ পরীক্ষায় সাধারণ শ্রেণির প্রায় সমস্ত আসনেই কারচুপি করে অন্য রাজ্যের প্রার্থীদের নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছিল বলে তদন্তকারীদের জানিয়েছেন তিওয়ারি। অভিযুক্তের দাবি অনুযায়ী, পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্বে থাকা আউটসোর্সিং সংস্থা টিএসআর ডেটা প্রসেসিং প্রাইভেট লিমিটেড (টিডিপিএল) প্রতি প্রার্থীর কাছ থেকে কমপক্ষে ১০ লক্ষ টাকা নেওয়ার 'রেট' নির্ধারণ করেছিল। তিওয়ারি ওই সংস্থায় মার্কেটিং ম্যানেজার হিসেবে কাজ করতেন। তাঁর স্বীকারোক্তির পর তদন্তের পরিধি আরও বাড়িয়েছে সিআইডি। এখন তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, সিডিপিও নিয়োগে কতজন প্রার্থী ঘুষ দিয়েছিলেন, কোন কোন মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে টাকা লেনদেন হয়েছিল এবং পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের কোন পর্যায়ে কারচুপি করা হয়েছিল।

সিআইডি সূত্রের দাবি, তিওয়ারি প্রাক্তন জেপিএসসি চেয়ারম্যান এল. খিয়াংতে এবং তৎকালীন সদস্য অজিতা ভট্টাচার্য্যের জড়িত থাকার বিষয়েও তথ্য দিয়েছেন। তাঁর দাবি, নির্দিষ্ট প্রার্থীদের সুবিধা পাইয়ে দিতে সাক্ষাৎকার বোর্ডে 'সেটিং' করা হয়েছিল। 'রাজক' নামে চিহ্নিত এক প্রার্থীর প্রসঙ্গে তিওয়ারি দাবি করেছেন, তাঁর সাক্ষাৎকার বোর্ডের নেতৃত্বে ছিলেন তৎকালীন চেয়ারম্যান এল. খিয়াংতে। রামবীর সিং নামে এক ব্যক্তির মাধ্যমে ১৫ লক্ষ টাকার বিনিময়ে এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। একইভাবে সফল প্রার্থী কাজল ভারতীর ক্ষেত্রে তিওয়ারির দাবি, তাঁর সাক্ষাৎকার বোর্ডের নেতৃত্বে ছিলেন অজিতা ভট্টাচার্য্য এবং তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীকে ১০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল। তাঁর বিবৃতিতে প্রমোদ কুমার পাঠক এবং কুমারী ডলি জয়সওয়ালের নামও উঠে এসেছে। তিওয়ারির দাবি অনুযায়ী, 'কৃষ্ণ' নামে পরিচিত এক আইটিআই প্রকল্প ব্যবস্থাপক ওই দুই ক্ষেত্রেই মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করেছিলেন।

উল্লেখ্য, প্রাক্তন জেপিএসসি চেয়ারম্যান এল. খিয়াংতে ইতিমধ্যেই এই মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে জেলে রয়েছেন। প্রাক্তন জেপিএসসি সদস্য অজিতা ভট্টাচার্য্যকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সিআইডি। তবে তিওয়ারির দেওয়া তথ্য স্বাধীন প্রমাণের মাধ্যমে যাচাই করা হচ্ছে বলে তদন্তকারী সূত্রে জানা গেছে। অভিযোগগুলির সত্যতা যাচাই করতে সিআইডি আর্থিক লেনদেন, কল ডিটেল রেকর্ড, ডিজিটাল প্রমাণ, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের গতিবিধি এবং পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার সংক্রান্ত মূল নথি খতিয়ে দেখছে। আইনত গ্রহণযোগ্য প্রমাণের ভিত্তিতেই পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তদন্তে তিওয়ারির অভিযোগগুলি প্রমাণিত হলে ঝাড়খণ্ডের নিয়োগ কেলেঙ্কারির পরিধি আরও বড় হতে পারে এবং আরও সরকারি আধিকারিক ও মধ্যস্থতাকারীর নাম এই মামলায় যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

কুমারঘাটে ডান্স ও মডেলিং প্রতিযোগিতায় সাফল্য ডান্সভার্স ও এসডি এন্টারটেইনমেন্ট একাডেমির

কুমারঘাট, ২৬ আগস্ট: ঊনকোটি জেলার কুমারঘাটে এইচএনআর ডান্স স্টুডিওর উদ্যোগে আয়োজিত ডান্স ও মডেলিং প্রতিযোগিতায় সাফল্য পেল ডান্সভার্স ও এসডি এন্টারটেইনমেন্ট একাডেমির ছাত্রছাত্রীরা। প্রতিযোগিতায় একাডেমির মোট ১৬ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে ৮ জন প্রতিযোগী বিভিন্ন বিভাগে পুরস্কার অর্জন করে।

ক্লাসিক্যাল নৃত্যের কিডস বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করে শ্রীজা। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে রিদিমা এবং তৃতীয় স্থান অর্জন করে অরিত্রি। সিনিয়র বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে ভূমিকা।

অন্যদিকে, মডেলিংয়ের কিডস বিভাগে ফার্স্ট রানার আপ হয় আনিশা। টিন্স বিভাগে সেকেন্ড রানার আপ হয় অনিতা। মিস ক্যাটাগরিতে সেকেন্ড রানার আপ হয় রুমি এবং মিস্টার ক্যাটাগরিতে ফার্স্ট রানার আপ হয় জাহিদ হাসান।

এই সাফল্যে স্বাভাবিকভাবেই খুশি একাডেমির ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকরা। তাঁদের মতে, এই ধরনের প্রতিযোগিতা পড়ুয়াদের প্রতিভা বিকাশের পাশাপাশি আত্মবিশ্বাস বাড়াতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডান্সভার্সের ফাউন্ডার সৃষ্টি দাস এবং এসডি এন্টারটেইনমেন্টের ফাউন্ডার দেবজ্যোতি গোস্বামী। ছাত্রছাত্রীদের এই সাফল্যে আগামী দিনে আরও বড় মঞ্চে তারা ভালো ফল করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন সংশ্লিষ্টরা।

ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে আগরতলায় গাউছিয়া সমিতির বর্ণাঢ্য জুলুছ

আগরতলা, ২৬ আগস্ট: পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে বুধবার আগরতলায় ত্রিপুরা গাউছিয়া সমিতির উদ্যোগে বর্ণাঢ্য জুলুছ শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। শোভাযাত্রায় ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের পাশাপাশি বিভিন্ন বয়সের মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্ম ও পবিত্র জীবনাদর্শ স্মরণে এই জুলুছের আয়োজন করা হয়। মহানবীর শিক্ষা ও আদর্শকে সামনে রেখে সমাজে শান্তি, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির পরিবেশ গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়।

এদিন ইন্দ্রনগর মসজিদ থেকে জুলুছ শোভাযাত্রাটি শুরু হয়। পরে আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় ইন্দ্রনগর মসজিদে গিয়ে শোভাযাত্রার সমাপ্তি ঘটে। জুলুছকে ঘিরে এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

এজেন্সির গাফিলতিতে ৫ দিন ধরে পানীয় জলহীন গন্ডাছড়ার একাংশ

গন্ডাছড়া, ২৬ আগস্ট: পানীয় জল সরবরাহকারী বেসরকারি এজেন্সির গাফিলতির অভিযোগে গত পাঁচ দিন ধরে পানীয় জলের সংকটে ভুগছেন গন্ডাছড়া মহকুমা সদর সংলগ্ন কয়েকটি গ্রামের একাংশ মানুষ। জল সরবরাহ বন্ধ থাকায় এলাকাজুড়ে দেখা দিয়েছে তীব্র সংকট। ক্ষোভে ফুঁসছেন সাধারণ মানুষ। পরিস্থিতির দ্রুত সমাধান না হলে গন্ডাছড়া মহকুমার ডিডব্লিউএস দপ্তর ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন স্থানীয়রা।

গন্ডাছড়া মহকুমার ডুম্বুরনগর আরডি ব্লকের অধীনে রয়েছে ১৯টি এডিসি ভিলেজ। বিভিন্ন এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের জন্য পাম্প হাউজ নির্মাণ করা হয়েছে। পাশাপাশি ডিডব্লিউএস দপ্তরের অধীনে রয়েছে একটি ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ও ওভারহেড ট্যাংক। এই প্ল্যান্টের মাধ্যমে উত্তর গন্ডাছড়া, গন্ডাছড়া ও পশ্চিম গন্ডাছড়া এডিসি ভিলেজের বহু পরিবারে পানীয় জল সরবরাহ করা হয়।

প্রতি বছর টেন্ডারের মাধ্যমে বেসরকারি এজেন্সিকে জল সরবরাহের দায়িত্ব দেওয়া হয়। চলতি বছরে অমরপুরের এক ঠিকাদার এই দায়িত্ব পেয়েছেন। অভিযোগ, দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই জল সরবরাহ ব্যবস্থায় নানা সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত পাঁচ দিন আগে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের ডেলিভারি মোটর বিকল হয়ে পড়ে। ফলে প্ল্যান্ট থেকে জল তোলা সম্ভব হচ্ছে না। প্ল্যান্টের অপারেটরের অভিযোগ, মোটরসহ অধিকাংশ যন্ত্রপাতিই পুরনো হওয়ায় প্রায়ই বিকল হয়ে পড়ছে। এদিকে, মোটর বিকল হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট এজেন্সিকে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও সাড়া মেলেনি বলে অভিযোগ।

এ বিষয়ে ডিডব্লিউএস দপ্তরের এসডিও চ্যাংচাগ্য মগ এজেন্সির গাফিলতিকে দায়ী করে জানান, মোটর মেরামত না হওয়া পর্যন্ত গাড়ির মাধ্যমে এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। তবে দ্রুত জল সরবরাহ স্বাভাবিক না হলে বুধবারের পর যেকোনও সময় ডিডব্লিউএস দপ্তর ঘেরাও করা হতে পারে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা। দীর্ঘদিনের এই জলসংকটের দ্রুত সমাধানের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

জাপানি সংস্থা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির সামনে ভারতের বিনিয়োগ সম্ভাবনা তুলে ধরলেন পীযূষ গোয়েল

টোকিও, ২৬ আগস্ট (আইএএনএস): বাণিজ্য, শিল্প, মোবিলিটি, ব্যাংকিং ও বিমা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতের ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ ও ব্যবসায়িক সম্ভাবনার কথা জাপানের শীর্ষ শিল্পপতি ও আর্থিক সংস্থার কর্তাদের সামনে তুলে ধরলেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। জাপান সফরের তৃতীয় দিনে বুধবার টয়োটা সুসো কর্পোরেশন, সুমিতোমো মিতসুই ব্যাংকিং কর্পোরেশন (এসএমবিসি) গ্রুপ, মিতসুবিশি ইউএফজে ফাইন্যান্সিয়াল গ্রুপ (এমইউএফজি) এবং নিপ্পন লাইফ ইনস্যুরেন্সের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন গোয়েল। মন্ত্রী নিজেই এক্স-এ পোস্ট করে এই বৈঠকের কথা জানান।

টয়োটা সুসো কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট ও সিইও তোশিমিতসু ইমাইয়ের সঙ্গে বৈঠকে গোয়েল ভারতে বাণিজ্য, মোবিলিটি এবং শিল্পক্ষেত্রে সংস্থাটির কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণের সুযোগ নিয়ে আলোচনা করেন। ভারতের ব্যয়-সাশ্রয়ী উৎপাদন সক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে বিশেষ করে উদীয়মান বাজারগুলির জন্য ভারতকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক রপ্তানি কেন্দ্রে পরিণত করার বিষয়েও আলোচনা হয়।

এসএমবিসি গ্রুপের ডেপুটি প্রেসিডেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার ইয়োশিহিরো হ্যাকুটোমের সঙ্গে বৈঠকে ভারত ও জাপানের মধ্যে আর্থিক সম্পর্ক আরও গভীর করার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। বিশেষ করে ব্যাংকিং ক্ষেত্রে আরও বেশি বিনিয়োগ ও সহযোগিতার সুযোগ নিয়ে কথা হয়।

এছাড়া এমইউএফজির ডেপুটি চেয়ারম্যান ইয়াসুশি ইতাগাকির পাশাপাশি সংস্থার অন্যান্য শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে ব্যাংকিং, বাণিজ্যিক অর্থায়ন এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ভারত-জাপান সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করার বিষয়টি উঠে আসে। গোয়েল এক্স-এ বলেন, ভারতের গতিশীল আর্থিক ক্ষেত্র জাপানের শীর্ষ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে আরও গভীর অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সুযোগ তৈরি করছে।

নিপ্পন লাইফ ইনস্যুরেন্সের ম্যানেজিং এক্সিকিউটিভ অফিসার এবং গ্লোবাল বিজনেস বিভাগের প্রধান মিনোরু কিমুরার সঙ্গেও বৈঠক করেন গোয়েল। সেখানে বিমা ও আর্থিক পরিষেবা ক্ষেত্রে ভারত-জাপান সহযোগিতা আরও বাড়ানোর সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়। ভারতের দ্রুত সম্প্রসারিত বিমা বাজারে জাপানি সংস্থাগুলির জন্য বড় ধরনের সহযোগিতার সুযোগ রয়েছে বলেও জানান তিনি। উল্লেখ্য, ভারতের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে জাপানি সংস্থা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির অংশগ্রহণ আরও বাড়ানো এবং দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও বিনিয়োগ সম্পর্ক আরও গভীর করার লক্ষ্যেই এই বৈঠকগুলি হয়েছে।

নাগেন্দ্রর ইস্তফার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিলেন না কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী, বললেন দলের সবাই 'শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈনিক'

বেঙ্গালুরু, ২৬ আগস্ট (আইএএনএস): আদিবাসী কল্যাণ দপ্তরে কথিত অনিয়মের অভিযোগ ঘিরে চাপ বাড়তে থাকায় কর্ণাটকের পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান মন্ত্রী বি. নাগেন্দ্রর ইস্তফার সম্ভাবনা বুধবার উড়িয়ে দিলেন না মুখ্যমন্ত্রী ডি.কে. শিবকুমার। তিনি বলেন, দলের নেতা, মন্ত্রী, বিধায়ক থেকে শুরু করে কর্মীসকলেই দলের 'শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈনিক'।

নাগেন্দ্রকে ঘিরে সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে শিবকুমার বলেন, "আমাদের দলে নেতা বা মন্ত্রীদলের প্রত্যেকেই, তিনি কর্মী, মন্ত্রী বা বিধায়ক যেই হোন না কেন, দলের শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈনিক।" এরপর অবশ্য তিনি আর বিস্তারিত কিছু না বলে সেখান থেকে চলে যান।

আদিবাসী কল্যাণ দপ্তরে কথিত আর্থিক অনিয়মের ঘটনায় নাগেন্দ্রর বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। সম্প্রতি তাঁকে মন্ত্রিসভায় ফের অন্তর্ভুক্ত করা নিয়ে বিজেপি তীব্র আপত্তি জানিয়েছে এবং তাঁর ইস্তফার দাবি তুলেছে।

সূত্রের খবর, নাগেন্দ্র মুখ্যমন্ত্রী শিবকুমারের সঙ্গে ফোনে কথা বলে ইস্তফার প্রস্তাব দিয়েছেন। মন্ত্রিসভায় তাঁর থাকা দলের জন্য অযথা অস্বস্তির কারণ হচ্ছে বলে তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে জানান। বিজেপি তাঁকে রাজনৈতিকভাবে নিশানা করছে এবং দলের ভাবমূর্তির স্বার্থে তিনি সরে দাঁড়াতে প্রস্তুত বলেও নাগেন্দ্র জানিয়েছেন বলে সূত্রের দাবি।

সূত্র আরও জানিয়েছে, শিবকুমার তাঁকে জানান যে ইস্তফা গ্রহণের আগে বিষয়টি কংগ্রেসের হাইকম্যান্ডকে জানিয়ে অনুমোদন নেওয়া হবে। হাইকম্যান্ডের সম্মতি মিললে বুধবারই নাগেন্দ্র ইস্তফা দিতে পারেন বলে জানা গেছে।

নাগেন্দ্রকে মন্ত্রিসভায় ফের অন্তর্ভুক্ত করার প্রতিবাদে বিজেপির ধারাবাহিক রাজনৈতিক চাপের মধ্যেই এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বিধানসভায় বিরোধীরা একাধিকবার বিষয়টি নিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছে। তীব্র রাজনৈতিক সংঘাতের মধ্যেই বিধানসভার অধিবেশনও নির্ধারিত সময়ের আগেই শেষ হয়।

এদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিয়াঙ্ক খাড়গে এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ও সাক্ষরতা মন্ত্রী মধু বাঙ্গারাপ্পা মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে গিয়ে শিবকুমারের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন বলে জানা গেছে। তবে নাগেন্দ্রর ইস্তফার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে বাঙ্গারাপ্পা বলেন, এ ব্যাপারে তাঁর কাছে কোনও তথ্য নেই।

তিনি বলেন, "আমি এ বিষয়ে কিছুই জানি না। বিষয়টি নিয়ে আমার সঙ্গে কোনও আলোচনা হয়নি। এ ব্যাপারে আমার কাছে কোনও তথ্য নেই।" কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ সূত্রের দাবি, রাজ্যপাল থাওয়ার চাঁদ গেহলট নাগেন্দ্রর বিরুদ্ধে মামলা চালানোর অনুমতি চেয়ে করা আবেদনের বিষয়টি বিবেচনা করছেন। রাজ্যপাল অনুমতি দিলে এবং পরবর্তীতে ইডি বা সিবিআই নাগেন্দ্রকে গ্রেপ্তার করলে সরকার ও দলের জন্য পরিস্থিতি আরও অস্বস্তিকর হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা দলের একাংশের।

এর আগে শিবকুমার স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, নাগেন্দ্র ইস্তফা দেবেন না এবং মন্ত্রিসভায় বহাল থাকবেন। তবে বুধবারের বক্তব্যে তিনি ইস্তফার সম্ভাবনা সরাসরি নাকচ না করায় নতুন করে জল্পনা তৈরি হয়েছে যে সরকার নিজেদের অবস্থান পুনর্বিবেচনা করতে পারে।

নাগেন্দ্র সম্প্রতি মন্ত্রিসভায় তাঁর অন্তর্ভুক্তির পক্ষে সাফাই দিয়ে বলেছিলেন, তিনি কেবল অভিযুক্ত, দোষী সাব্যস্ত নন। পাশাপাশি তিনি অভিযোগ করেন, দলিত নেতা হওয়ার কারণেই বিজেপি তাঁকে নিশানা করছে।

অন্যদিকে, সাম্প্রতিক মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণে বাদ পড়া কংগ্রেসের একাধিক প্রবীণ নেতা নাগেন্দ্রকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করায় অসন্তুষ্ট বলে জানা গেছে। ফলে বিষয়টি দলের অভ্যন্তরেও চাপ বাড়িয়েছে। এদিকে বৃহস্পতিবার দিল্লি যাওয়ার কথা রয়েছে শিবকুমারের। সেখানে তিনি এআইসিসির সাধারণ সম্পাদক তথা কংগ্রেস সাংসদ কে.সি. বেণুগোপালের সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাতের সম্ভাবনা রয়েছে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনায় নাগেন্দ্রর বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। এরই মধ্যে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিজেপি তাদের আন্দোলন আরও জোরদার করেছে। আগামী ১ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর রায়চুর থেকে বাল্লারি পর্যন্ত ২০০ কিলোমিটার পদযাত্রার ঘোষণা করেছে কর্ণাটক বিজেপি। রাজ্য সরকারের কথিত ব্যর্থতাগুলি তুলে ধরতেই এই কর্মসূচি বলে জানিয়েছে দল। বাল্লারি নাগেন্দ্রর নিজের জেলা হওয়ায় পদযাত্রায় তাঁর ইস্তফার দাবিও অন্যতম প্রধান বিষয় হতে পারে।

হিজাব ইস্যুতে ওয়াইসিকে নিশানা এনডিএ নেতাদের, 'ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িক রং দেওয়ার চেষ্টা'

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্ট (আইএএনএস): এলাহাবাদ হাইকোর্টের স্কুলের পোশাকবিধি সংক্রান্ত রায়ের সমালোচনা করায় এআইএমআইএম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াইসিকে বুধবার তীব্র আক্রমণ করলেন এনডিএ-র একাধিক নেতা। তাঁদের অভিযোগ, শিক্ষা ও অগ্রগতির মতো বিষয়কে ওয়াইসি ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির জন্য ব্যবহার করছেন এবং হিজাব ইস্যুতে 'সাম্প্রদায়িক রং' দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

প্রয়াগরাজের একটি স্কুলের এক নাবালিকা ছাত্রী নির্ধারিত স্কুল ইউনিফর্মের সঙ্গে হিজাব পরার অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছিল। সেই আবেদন খারিজ করে এলাহাবাদ হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছে, তার তীব্র সমালোচনা করেন ওয়াইসি।

মঙ্গলবার দারুস সালামে এআইএমআইএম সদর দফতরে আয়োজিত এক সভায় ওয়াইসি বলেন, তিনি হাইকোর্টের রায়ের সঙ্গে একমত নন। তাঁর দাবি, এই রায় ভারতীয় সংবিধানের ২৫ ও ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। তিনি আরও বলেন, "মেয়েরা মাথায় হিজাব পরে, মনে নয়। এটি ইসলামের ওপর আক্রমণ।"

ওয়াইসির এই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় বিজেপি সাংসদ গুলাম আলি খাতানা বলেন, ইসলাম যে দেশে বসবাস করা হয়, সেই দেশের আইন ও নিয়মকানুনকে সম্মান করতে শেখায়।

আইএএনএসকে খাতানা বলেন, "ওয়াইসি তাঁর নিজস্ব ধরনের ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি করেন। ইসলাম শিক্ষা দেয়, আপনি যে দেশেই থাকুন না কেন, সেই দেশের নিয়ম, আইন এবং পরিচয় সংক্রান্ত বিধি মেনে চলতে ও সম্মান করতে হবে। সেগুলির পথে বাধা সৃষ্টি করা উচিত নয়।"

শিবসেনার মুখপাত্র শাইনা এনসি বলেন, হিজাব পরার বিরোধিতা কেউ করছেন না, তবে মুসলিম মহিলাদের হিজাব পরতেই হবেএমন বাধ্যবাধকতা নেই।

আইএএনএসকে তিনি বলেন, "ব্যক্তিগতভাবে আমরা হিজাব পরার বিরোধী নই। কিন্তু ইসলামে মহিলাদের হিজাব পরতেই হবে, এমন কোথাও বলা নেই। আসাদউদ্দিন ওয়াইসির অবশ্যই নিজস্ব ভোটব্যাঙ্কের রাজনৈতিক খত্ত্বদ্রত্বখ রয়েছে। তিনি যতদিন খুশি তর্ক করতে পারেন। কিন্তু বুঝতে হবে, ইউনিফর্মের মাধ্যমে শৃঙ্খলা ও সমতা বজায় রাখা হয়, যা ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিফলন।"

বিজেপি নেতা মুখতার আব্বাস নকভিও ওয়াইসির বক্তব্যের সমালোচনা করেন। তাঁর অভিযোগ, এআইএমআইএম প্রধান শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়কে 'সাম্প্রদায়িক রং' দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

আইএএনএসকে নকভি বলেন, "কিছু মানুষ তালিবানি কায়দায় মুসলিম মেয়েদের শিক্ষা ও অগ্রগতিকে আটকে রাখার চেষ্টা করছেন। আর তার নাম করে কখনও হিজাব নিয়ে সাম্প্রদায়িক বিভ্রান্তি তৈরি করা হচ্ছে, আবার কখনও তাঁদের শিক্ষা ও অগ্রগতিতে সাম্প্রদায়িক রং দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।"

তিনি আরও বলেন, দেশের সংবিধান ও আইন অনুযায়ীই দেশের ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। ভারতে হিজাব নিষিদ্ধ নয় এবং বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশে হিজাব নিষিদ্ধ হলেও ভারতে এমন কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব শৃঙ্খলা ও পোশাকবিধি রয়েছে এবং প্রত্যেকেরই তা সম্মান করা উচিত বলে মন্তব্য করেন তিনি।

মঙ্গলবার এলাহাবাদ হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ করে যে, আবেদনকারী এমন কোনও ধর্মীয় গ্রন্থ বা অন্য কোনও উপাদান পেশ করতে পারেননি, যা প্রমাণ করে যে মাথায় স্কার্ফ পরা তাঁর ধর্মের 'অপরিহার্য' অংশ এবং তা ছাড়া তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাস ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আদালত আরও উল্লেখ করে, মামলায় জমা দেওয়া ছবিতে একই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অন্যান্য ছাত্রীদের স্কার্ফ ছাড়াই স্কুলে উপস্থিত হতে দেখা গেছে।

ইসলামাবাদের হাসপাতালে ভয়াবহ আগুন, পুড়ে মৃত্যু ১৫ সদ্যোজাতের

ইসলামাবাদ, ২৬ আগস্ট (আইএএনএস): পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস (পিআইএমএস)-এর গাইনোকোলজি ওয়ার্ডে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ১৫ জন সদ্যোজাত শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে সরকারি আধিকারিকদের উদ্ধৃত করে এই খবর জানানো হয়েছে।

পিআইএমএসের আধিকারিকদের মতে, আগুন লাগার সময় হাসপাতালের নার্সারিতে মোট ১৬ জন সদ্যোজাত শিশু ছিল। তাঁদের মধ্যে মাত্র একজনকে সময়মতো নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। বাকি ১৫ জন আগুনের মধ্যে আটকে পড়ে প্রাণ হারায়।

পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম জিও টিভি সূত্রে জানা গেছে, বুধবার সকাল প্রায় ৬টা ৪৫ মিনিটে নার্সারির ভিতরে আগুন লাগে। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, একটি এয়ার কন্ডিশনারের কম্প্রেসর বিস্ফোরণের পরই আগুনের সূত্রপাত হয়।

খবর পেয়ে দমকল বাহিনী দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার পরেও ফের অগ্নিকাণ্ডের সম্ভাবনা এড়াতে ঘটনাস্থলে দীর্ঘক্ষণ কুলিং অপারেশন চালানো হয়।

জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হেলথ (এমসিএইচ) ওয়ার্ডের তৃতীয় তলায় আগুন লাগে। প্রশাসনের দাবি, অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। আগুনে ১৪টি শিশু সম্পূর্ণ পুড়ে যায় বলে প্রশাসন জানিয়েছে।

জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় ছয়টি দমকলের গাড়ি এবং চারটি অ্যাম্বুলেন্স মোতায়েন করা হয়েছিল।

এই মর্মান্তিক ঘটনায় হাসপাতালের অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষ করে সদ্যোজাত শিশুদের মতো অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ রোগীদের থাকা ওয়ার্ডে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

ঘটনার তদন্তে অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনারের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে জেলা প্রশাসন। আগুন লাগার কারণ, শিশুদের মৃত্যুর পরিস্থিতি এবং জরুরি অবস্থায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের প্রতিক্রিয়া খতিয়ে দেখবে ওই কমিটি। তদন্ত কমিটির রিপোর্ট এবং ঘটনার আরও বিস্তারিত তথ্যের অপেক্ষায় রয়েছে প্রশাসন।

নাগেন্দ্রর ইস্তফার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিলেন না কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী, বললেন দলের সবাই 'শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈনিক'

বেঙ্গালুরু, ২৬ আগস্ট (আইএএনএস): আদিবাসী কল্যাণ দপ্তরে কথিত অনিয়মের অভিযোগ ঘিরে চাপ বাড়তে থাকায় কর্ণাটকের পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান মন্ত্রী বি. নাগেন্দ্রর ইস্তফার সম্ভাবনা বুধবার উড়িয়ে দিলেন না মুখ্যমন্ত্রী ডি.কে. শিবকুমার। তিনি বলেন, দলের নেতা, মন্ত্রী, বিধায়ক থেকে শুরু করে কর্মীসকলেই দলের 'শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈনিক'।

নাগেন্দ্রকে ঘিরে সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে শিবকুমার বলেন, "আমাদের দলে নেতা বা মন্ত্রীদলের প্রত্যেকেই, তিনি কর্মী, মন্ত্রী বা বিধায়ক যেই হোন না কেন, দলের শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈনিক।" এরপর অবশ্য তিনি আর বিস্তারিত কিছু না বলে সেখান থেকে চলে যান।আদিবাসী কল্যাণ দপ্তরে কথিত আর্থিক অনিয়মের ঘটনায় নাগেন্দ্রর বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। সম্প্রতি তাঁকে মন্ত্রিসভায় ফের অন্তর্ভুক্ত করা নিয়ে বিজেপি তীব্র আপত্তি জানিয়েছে এবং তাঁর ইস্তফার দাবি তুলেছে।

সূত্রের খবর, নাগেন্দ্র মুখ্যমন্ত্রী শিবকুমারের সঙ্গে ফোনে কথা বলে ইস্তফার প্রস্তাব দিয়েছেন। মন্ত্রিসভায় তাঁর থাকা দলের জন্য অযথা অস্বস্তির কারণ হচ্ছে বলে তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে জানান। বিজেপি তাঁকে রাজনৈতিকভাবে নিশানা করছে এবং দলের ভাবমূর্তির স্বার্থে তিনি সরে দাঁড়াতে প্রস্তুত বলেও নাগেন্দ্র জানিয়েছেন বলে সূত্রের দাবি।

সূত্র আরও জানিয়েছে, শিবকুমার তাঁকে জানান যে ইস্তফা গ্রহণের আগে বিষয়টি কংগ্রেসের হাইকম্যান্ডকে জানিয়ে অনুমোদন নেওয়া হবে। হাইকম্যান্ডের সম্মতি মিললে বুধবারই নাগেন্দ্র ইস্তফা দিতে পারেন বলে জানা গেছে।

নাগেন্দ্রকে মন্ত্রিসভায় ফের অন্তর্ভুক্ত করার প্রতিবাদে বিজেপির ধারাবাহিক রাজনৈতিক চাপের মধ্যেই এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বিধানসভায় বিরোধীরা একাধিকবার বিষয়টি নিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছে। তীব্র রাজনৈতিক সংঘাতের মধ্যেই বিধানসভার অধিবেশনও নির্ধারিত সময়ের আগেই শেষ হয়।

এদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিয়াঙ্ক খাড়গে এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ও সাক্ষরতা মন্ত্রী মধু বাঙ্গারাপ্পা মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে গিয়ে শিবকুমারের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন বলে জানা গেছে। তবে নাগেন্দ্রর ইস্তফার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে বাঙ্গারাপ্পা বলেন, এ ব্যাপারে তাঁর কাছে কোনও তথ্য নেই। তিনি বলেন, "আমি এ বিষয়ে কিছুই জানি না। বিষয়টি নিয়ে আমার সঙ্গে কোনও আলোচনা হয়নি। এ ব্যাপারে আমার কাছে কোনও তথ্য নেই।" কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ সূত্রের দাবি, রাজ্যপাল থাওয়ার চাঁদ গেহলট নাগেন্দ্রর বিরুদ্ধে মামলা চালানোর অনুমতি চেয়ে করা আবেদনের বিষয়টি বিবেচনা করছেন। রাজ্যপাল অনুমতি দিলে এবং পরবর্তীতে ইডি বা সিবিআই নাগেন্দ্রকে গ্রেপ্তার করলে সরকার ও দলের জন্য পরিস্থিতি আরও অস্বস্তিকর হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা দলের একাংশের।

এর আগে শিবকুমার স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, নাগেন্দ্র ইস্তফা দেবেন না এবং মন্ত্রিসভায় বহাল থাকবেন। তবে বুধবারের বক্তব্যে তিনি ইস্তফার সম্ভাবনা সরাসরি নাকচ না করায় নতুন করে জল্পনা তৈরি হয়েছে যে সরকার নিজেদের অবস্থান পুনর্বিবেচনা করতে পারে। নাগেন্দ্র সম্প্রতি মন্ত্রিসভায় তাঁর অন্তর্ভুক্তির পক্ষে সাফাই দিয়ে বলেছিলেন, তিনি কেবল অভিযুক্ত, দোষী সাব্যস্ত নন। পাশাপাশি তিনি অভিযোগ করেন, দলিত নেতা হওয়ার কারণেই বিজেপি তাঁকে নিশানা করছে। অন্যদিকে, সাম্প্রতিক মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণে বাদ পড়া কংগ্রেসের একাধিক প্রবীণ নেতা নাগেন্দ্রকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করায় অসন্তুষ্ট বলে জানা গেছে। ফলে বিষয়টি দলের অভ্যন্তরেও চাপ বাড়িয়েছে। এদিকে বৃহস্পতিবার দিল্লি যাওয়ার কথা রয়েছে শিবকুমারের। সেখানে তিনি এআইসিসির সাধারণ সম্পাদক তথা কংগ্রেস সাংসদ কে.সি. বেণুগোপালের সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাতের সম্ভাবনা রয়েছে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনায় নাগেন্দ্রর বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

এরই মধ্যে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিজেপি তাদের আন্দোলন আরও জোরদার করেছে। আগামী ১ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর রায়চুর থেকে বাল্লারি পর্যন্ত ২০০ কিলোমিটার পদযাত্রার ঘোষণা করেছে কর্ণাটক বিজেপি। রাজ্য সরকারের কথিত ব্যর্থতাগুলি তুলে ধরতেই এই কর্মসূচি বলে জানিয়েছে দল। বাল্লারি নাগেন্দ্রর নিজের জেলা হওয়ায় পদযাত্রায় তাঁর ইস্তফার দাবিও অন্যতম প্রধান বিষয় হতে পারে।

Page 3_5_7- JAGARAN (1).pmd 3 27-08-2026, 12:58

এনসি নগর বর্ডার রোড থেকে ড্রাগ পেডলার গ্রেফতার, পুরনো এনডিপিএস মামলার সূত্র ধরে পুলিশের বড় সাফল্য

সোনামুড়া, ২৬ আগস্ট: নিষিদ্ধ কফ সিরাপ পাচারের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে সোনামুড়া থানার পুলিশ। এনসি নগর বর্ডার রোড সংলগ্ন এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। পুরনো একটি এনডিপিএস মামলার তদন্তের সূত্র ধরেই এই গ্রেফতার বলে খবর।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত ৮ আগস্ট ২০২৬ মধ্যরাতে সোনামুড়া থানার পুলিশ এবং ৮১ নম্বর ব্যাটালিয়ন বিএসএফ-এর যৌথ উদ্যোগে এনসি নগর ওয়ার্ড নম্বর ২-এর ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালানো হয়। অভিযানের সময় একটি বাইক থেকে উদ্ধার হয় ২৫টি নিষিদ্ধ কফ সিরাপের বোতল। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, কফ সিরাপগুলি বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

অভিযানের সময় যৌথ বাহিনীর গাড়ির উপস্থিতি টের পেয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি বাইক ও কফ সিরাপ ঘটনাস্থলে ফেলে পালিয়ে যায়। পরে পুলিশ ও বিএসএফ বাইকটি এবং নিষিদ্ধ কফ সিরাপগুলি জব্দ করে। উদ্ধার হওয়া বাইকের নম্বর টিআর০৭ - জি- ৯১৫৫। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোনামুড়া থানায় এনডিপিএস আইনে মামলা দায়ের করা হয়। মামলার তদন্তে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের পর অবশেষে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে আরও জানা গেছে, গ্রেফতার ব্যক্তিকে আগামীকাল আদালতে পেশ করা হবে। তদন্তের স্বার্থে তাকে পুলিশ রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন জানানো হবে।

নিষিদ্ধ কফ সিরাপের উৎস কোথায়, পাচার চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত এবং বাংলাদেশে পাচারের পরিকল্পনার পেছনে আরও কেউ রয়েছে কি নাতা খতিয়ে দেখছে সোনামুড়া থানার পুলিশ। ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য ব্যক্তিদের সন্ধানেও তদন্ত চালানো হচ্ছে।

রেশম চাষীদের প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ শিবির বিশ্রামগঞ্জে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৬ আগস্ট: বিশ্রামগঞ্জে রাজ্য সরকার (ডি এইচ এইচ এস) এবং সেন্ট্রাল সিল্ক বোর্ডের যৌথ উদ্যোগে ৫৩ জন রেশন চাষীকে নিয়ে মঙ্গলবার দিন দুপুরে অনুষ্ঠিত হয় প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ শিবির। কৌশলগত পরিকল্পনা সিল্ক সামগ্রী -২ জাতীয় ফাইবার মিশনের আওতায় আগামী পাঁচ বছরে ক্লাসটার বিস্তার আধুনিক গুটি পালন গৃহ তৈরি ও বাজার সংযোগের রূপরেখা উপস্থাপন করা হয় প্রশিক্ষণ শিবিরে। উচ্চ ফলনশীল জাত সি এস আর টি আই বহরমপুর উদ্ভাবিত বাই ভোল্টাইন ডাবল হাইব্রিড এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার উপযোগী মাল্টি টাইমস বাই ক্রস ব্রিড টাইমস বাই ভোল্টাইন সম্পর্কে রেশন চাষীদের ধারণা দেওয়া হয়। বর্ষাকালে কিভাবে রেশম চাষিরা রোগ প্রতিরোধ করবে সেই বিষয়েও তাদেরকে এই শিবিরে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।। ৮৫ শতাংশ এর বেশি আর্দতায় ভাইরাস জনিত ও ব্যাকটেরিয়াজনিত সেফটি সেপ্টিসেমিয়ারোগে চাষীদের দুই স্তরের জীবাণুমুক্তকরণ পদ্ধতি ও ফ্যাক্ট ডিস ইন ফ্যাক্টন্ট প্রয়োগের ব্যবহারিক দিক নিয়েও তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ শিবিরে ডক্টর দীপ কুমার গগই, ডক্টর পূজা মাক ওয়ানা, ডক্টর নাগ রাজু ইয়ালা ভার্তি, হিমানী দেববর্মা ও তাপস কারিগরি সহায়তা প্রদান করেন এই প্রশিক্ষণ শিবিরে।

একইভাবে একই দিনে কাঁঠালিয়ায় ও রেশন চাষীদের নিয়ে একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মসূচিতে স্থানীয় ৩২ জন রেশম পোকা পালনকারী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে কর্মসূচি সম্পর্কে ভালোভাবে জ্ঞান লাভ করেন। এই কর্মসূচিতে রেশম চাষীদের বৈজ্ঞানিক কৌশলে দক্ষ করে তুলার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ। তিনি গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে আধুনিক রেশন চাষের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি :** ২৪ **ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগে মাছ ধরতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু, এফআইআর নিতে পুলিশের বিরুদ্ধে গড়িমসির অভিযোগ প্রদেশ কংগ্রেসের

আগরতলা, ২৬ আগস্ট: নলছড়দ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত লাখন দীপা এলাকায় অবৈধভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়ে মাছ ধরার অভিযোগকে কেন্দ্র করে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে এফআইআর নথিভুক্ত করতে গড়িমসির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেস।

জানা গেছে, গত ২০ আগস্ট মানিক মিয়া প্রতিদিনের মতো তাঁর ধানক্ষেতে কাজ করতে যান। অভিযোগ, সেখানে দুই ব্যক্তি মূল বিদ্যুৎ লাইন থেকে অবৈধভাবে সংযোগ নিয়ে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে মাছ ধরছিলেন। সেই বৈদ্যুতিক লাইনের সংস্পর্শে এসে মানিক মিয়া বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন এবং ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ।

ঘটনার পর আশপাশের লোকজন সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসে অবিলম্বে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার দাবি জানান। অভিযোগ, ঘটনার সঙ্গে যুক্ত এক ব্যক্তি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করলেও পরে অন্য এক ব্যক্তি মানিক মিয়াকে উদ্ধারের চেষ্টা করতে গিয়ে তিনিও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন।

বুধবার ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা দুই ভুক্তভোগীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, ঘটনার পর সাত দিন ধরে পুলিশ এফআইআর নথিভুক্ত করতে অস্বীকার করে আসছিল। তাঁদের আরও অভিযোগ, নালছর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী কিশোর বর্মন এলাকায় গেলেও ভুক্তভোগীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করেননি। বরং ফোন করে এফআইআর না করার জন্য বলা হয়েছিল এবং বিষয়টি স্থানীয়ভাবে মীমাংসা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল বলে পরিবারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়।

পরিবার সেই প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় পরবর্তীতে বিজেপি কর্মীদের পক্ষ থেকেও আইনি পদক্ষেপ না নেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ করেন তাঁরা।

এরপর যুব কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভুক্তভোগীর পরিবারকে মেলাঘর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে এফআইআর এখনও কেন নথিভুক্ত করা হয়নি, তা নিয়ে পুলিশের কাছে জবাবদিহি দাবি করা হয়। পুলিশ জানায়, থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (ওসি) তখন উপস্থিত ছিলেন না এবং সন্ধ্যা ৭টার পর তিনি থানায় আসবেন।

এরপর যুব কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকরা থানায় অবস্থান ও বিক্ষোভ শুরু করেন। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে বিক্ষোভ চলার পর শেষ পর্যন্ত ওসি থানায় আসেন এবং ভুক্তভোগীর পরিবারের পক্ষ থেকে এফআইআর গ্রহণ করা হয় বলে দাবি করেছে ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেস।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা এবং ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি উঠেছে। একই সঙ্গে পুলিশের ভূমিকা এবং এফআইআর নথিভুক্ত করতে বিলম্বের অভিযোগ নিয়েও প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।

মৃত ১৯, নিখোঁজ

● **প্রথম পাতার পর** না যান। কোনও গুজবে কান না দিয়ে শুধুমাত্র প্রশাসনের জারি করা সরকারি তথ্যের ওপর নির্ভর করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। জলস্তর বাড়লে বা কোনও সতর্কবার্তা জারি হলে প্রশাসনের নির্দেশ অবিলম্বে মেনে চলতেও বলা হয়েছে।

এদিকে, নেপালে আকস্মিক বন্যায় প্রাণহানি ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ তিনি বলেন, নেপালের রাসুয়া অঞ্চলে তিব্বত থেকে উৎপত্তি হওয়া ভোতে কোশি নদীতে আকস্মিক ভয়াবহ বন্যায় প্রাণহানি ও সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতি অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ও উদ্বেগজনক।

দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি সংহতি জানিয়ে ধামি বলেন, "এই কঠিন সময়ে নেপালের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির প্রতি আমাদের সমবেদনা রয়েছে। আমি ঈশ্বরের কাছে সকলের নিরাপত্তা ও মঙ্গল কামনা করি।"

ছাড় কেউ পাবে না

● **প্রথম পাতার পর** ভোগ করতে হবে। যোগেন্দ্রনগরের দলীয় কার্যালয়ে গিয়ে স্থানীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন বিরোধী দলনেতা। ঘটনাটি নিয়ে দলের পক্ষ থেকে বিস্তারিত তথ্যও নেওয়া হয়।

তাঁর অভিযোগ, রাজনৈতিক বিরোধীদের ওপর হামলা ও দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুরের মতো ঘটনা রাজ্যের গণতান্ত্রিক পরিবেশকে প্রশ্নের মুখে ফেলছে। এ ধরনের ঘটনার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিকভাবে প্রতিবাদ আরও জোরদার করা হবে বলেও দলীয় সূত্রে জানা গেছে।

তিন দিনের বিধানসভা

● **প্রথম পাতার পর** দেববর্মা ত্রিপুরার স্থায়ী বাসিন্দা শংসাপত্র বা পিআরটিসি সংক্রান্ত বিষয় বিধানসভায় তুলে ধরবেন।

চূড়ান্ত কার্যসূচি অনুযায়ী, অধিবেশনের প্রথম দিনে ২২টি তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়ার কথা রয়েছে। পাশাপাশি ১৩টি অতারকা প্রশ্নের লিখিত উত্তর দেওয়া হবে। এর মধ্যে কয়েকটি প্রশ্ন একাধিক বিধায়ক জমা দিয়েছেন।

অধিবেশনের শুরুতেই প্রয়াত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্মরণে শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হবে। এরপর বিজনেস অ্যাডভাইজরি কমিটি বা বিএসি-এর প্রতিবেদন পেশ ও গ্রহণ করা হবে। প্রশ্নোত্তর পর্বের পরই প্রাক্তন ডিজিপি অনুরাগ ধনখড়ের মৃত্যু নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি দেওয়ার কথা রয়েছে।

অধিবেশনে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথি ও আইন সংশোধনীও পেশ করা হবে। অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় ত্রিপুরা স্টেট গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স অ্যাক্ট, ২০১৭-এর সংশোধনী সংক্রান্ত নথি পেশ করবেন।

শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী সান্তনা চাকমা ত্রিপুরা ইজ অব ডুয়িং বিজনেস, ২০২৬ সংক্রান্ত অধ্যাদেশ বিধানসভায় পেশ করবেন। খাদ্য ও জনবণ্টন মন্ত্রী ত্রিপুরা লিগ্যাল মেট্রোলজি (এনফোর্সমেন্ট) থার্ড অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস, ২০২৬ পেশ করবেন।

এছাড়া বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা ত্রিপুরা ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্ল্যান্টেশন কর্পোরেশনের ২০২০-২১, ২০২১-২২ এবং ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন বিধানসভায় পেশ করবেন।

মাত্র তিন দিনের এই অধিবেশনেই একাধিক গুরুত্বপূর্ণ জনস্বার্থের বিষয় এবং সরকারি কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা হতে চলায় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে অধিবেশনকে ঘিরে যথেষ্ট আগ্রহ তৈরি হয়েছে।

ভিলেজ ও পুর ভোটে

● **প্রথম পাতার পর** অংশ হিসেবেই প্রায় এক থেকে দেড় মাস অন্তর এই ধরনের রাজ্য কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এবারের বৈঠকে গত এক মাসে ত্রিপুরার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী পর্যালোচনা করা হবে।

পাশাপাশি, গত এক মাসে দল ও বিভিন্ন গণসংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত কর্মসূচিগুলিরও পর্যালোচনা করা হবে। বিশেষ করে গত ১০ আগস্ট আয়োজিত 'জেল ভরো' কর্মসূচির সাফল্য ও দুর্বলতার দিকগুলি নিয়ে আলোচনা হবে বলে জানান তিনি।

এদিন তিনি আরও বলেন, আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচন, পুর নির্বাচন এবং বিধানসভা অধিবেশনকে সামনে রেখে দলের পরবর্তী রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক কর্মসূচি নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে। রাজ্যে সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ ও জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট ইস্যুকে কেন্দ্র করে আগামী দিনে কী ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা যায়, সে বিষয়েও মতামত নেওয়া হবে।

এছাড়াও দলের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবি সাম্প্রতিক কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকের পর দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে রাজ্য কমিটির সদস্যদের অবহিত করবেন। জাতীয় স্তরে বিভিন্ন আন্দোলন, জেন-জি সমাজের সাম্প্রতিক প্রতিক্রিয়া এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন নীতির বিরুদ্ধে তৈরি হওয়া জনমত নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হবে।

স্থানীয় ইস্যুর পাশাপাশি জাতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আগামী দিনে ত্রিপুরায় দলের সাংগঠনিক ও গণআন্দোলনের কর্মসূচি কীভাবে এগিয়ে নেওয়া হবে, সেটিই বৈঠকের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় বলে জানান তিনি।

ডঃ এন এস হার্দিকরের মৃত্যুবার্ষিকীতে কংগ্রেসের শ্রদ্ধাঞ্জলি কর্মসূচি

আগরতলা, ২৬ আগস্ট: ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সেবা দলের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ এন এস হার্দিকরের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি কর্মসূচির আয়োজন করল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। বুধবার আগরতলার কংগ্রেস ভবনের সামনে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে ডঃ এন এস হার্দিকরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা, কংগ্রেস সেবা দলের কর্মী-সমর্থকসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। শ্রদ্ধাঞ্জলি কর্মসূচি শেষে কংগ্রেস ভবনে অনুষ্ঠিত হয় প্রদেশ কংগ্রেসের বর্ধিত সভা। সেখানে সংগঠনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

কর্মসূচি প্রসঙ্গে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা বলেন, সর্বভারতীয় কংগ্রেস সেবা দলের প্রতিষ্ঠাতা নারায়ণ রাও সুভারাও হার্দিকরের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে সারা দেশেই তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে। স্বাধীনতার পূর্বে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সেবা দলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাও তুলে ধরেন তিনি।

আশিস কুমার সাহা বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় সাধারণ মানুষকে সেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত করে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য সংগঠিত করেছিলেন হার্দিকরজি। স্বাধীনতার পরও কংগ্রেস সেবা দল সমাজসেবামূলক সংগঠন হিসেবে প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ বিভিন্ন সংকটের সময় সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

তিনি আরও বলেন, বর্তমান সময়ে দেশের বিভিন্ন অংশে জাতপাত ও বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যকে কেন্দ্র করে বিভাজনের পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা চলছে। দেশের ঐক্য, সম্প্রীতি ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে এবং বিভেদকামী ও স্বৈরাচারী শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করার আহ্বান জানান তিনি। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির বক্তব্য, দেশের বিশিষ্ট মনীষীদের অবদানকে বিকৃত ইতিহাসের মাধ্যমে খাটো করার যে কোনও প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সেবা দলকে আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। পাশাপাশি যুবসমাজকে সমাজসেবামূলক কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা যে কোনও সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সেবামূলক কর্মসূচি আরও জোরদার করার ওপরও গুরুত্বারোপ করেন আশিস কুমার সাহা। তাঁর বক্তব্য, দেশের ঐক্য, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখতে যুবসমাজসহ সমস্ত শ্রেণির মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে।

এডিসির সাংবিধানিক

● **প্রথম পাতার পর** ষষ্ঠ তফসিলের মূল চেতনা যথাযথভাবে বজায় রাখা হবে। পাশাপাশি ত্রিপুরার জনজাতি ও ভূমিপুত্র জনগোষ্ঠীর ভূমির অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ও রাজ্যপালের সামনে তুলে ধরা হয়েছে বলে জানান তিনি।

ক্ষাতে টিটিএএডিসিএ-এর চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার রুনিয়েল দেববর্মাও উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রদ্যোত কিশোর জানান, এডিসি আইনসভায় বেশ কয়েকটি বিল পাস হলেও সাংবিধানিক প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়ায় সেগুলি এখনও কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। তাঁর কথায়, এডিসির পাস করা বিলগুলি প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার অপেক্ষায় রয়েছে, যার মধ্যে রাজ্যপালের সম্মতিও রয়েছে।

তিনি জানান, বৈঠকে স্বশাসিত পরিষদের আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনিক ক্ষমতা এবং পরিষদের ইতিমধ্যে পাস করা আইনগুলি কীভাবে কার্যকর করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এডিসির নেওয়া সিদ্ধান্তগুলি যাতে অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব ছাড়াই সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে বাস্তবায়িত হয়, সে বিষয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানান তিনি।

সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলের অধীনে টিটিএএডিসি ত্রিপুরার নির্দিষ্ট জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে। পরিষদের আইন প্রণয়ন ক্ষমতার আওতায় পাস হওয়া বিলগুলির ক্ষেত্রে নির্ধারিত সাংবিধানিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়।

আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে তিপ্রা মথা পরিচালিত স্বশাসিত পরিষদের একাধিক আইনগত ও প্রশাসনিক বিষয় নিয়ে এই বৈঠক তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। তিপ্রা মথার নেতৃত্ব দীর্ঘদিন ধরেই এডিসি-র সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা আরও শক্তিশালী করার দাবি জানিয়ে আসছে।

পশ্চিম থানায় নেশাসক্ত

● **প্রথম পাতার পর** ফায়ার সার্ভিসে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে যুবকটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন।

তবে অভিযোগ, দু'বার স্ট্রেচারে তোলার পরও ওই যুবক স্ট্রেচার থেকে নেমে যায় এবং হাসপাতালে যেতে অস্বীকার করে। ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশ্ন উঠছে, নেশাবিরোধী অভিযান চালানোর দাবি করা পুলিশের একটি থানার ভেতরেই কীভাবে একজন নেশাসক্ত যুবক নেশাজাতীয় সামগ্রী দাবি করে দীর্ঘ সময় অবস্থান করল?

আরও গুরুতর অভিযোগ উঠেছে, পরবর্তীতে থানার ভেতর থেকেই ওই যুবককে নেশাজাতীয় সামগ্রী দেওয়া হয়েছে। তবে এই অভিযোগের সত্যতা বা কথিত সামগ্রীর প্রকৃতি স্বাধীনভাবে নিশ্চিত করা যায়নি। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, এরপর ওই যুবক থানার সামনে থেকে স্বাভাবিকভাবে হেঁটে চলে যায়।

ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পর পুলিশের নেশাবিরোধী অভিযান এবং থানার অভ্যন্তরের নিরাপত্তা ও নজরদারি ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষ করে থানার ভেতর থেকে নেশাজাতীয় সামগ্রী দেওয়ার অভিযোগ সত্য হলে তা অত্যন্ত গুরুতর বিষয়। অভিযোগটির নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি উঠছে বিভিন্ন মহলে।

বালেন্দ্রকে ফোনে সহায়তার

● **প্রথম পাতার পর** বলেন মোদি। এক্স-এ প্রধানমন্ত্রী মোদি লেখেন, "নেপালে বন্যার কারণে প্রাণহানির ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহের সঙ্গে কথা বলে সমবেদনা জানিয়েছি। এই কঠিন সময়ে ভারতের মানুষ নেপালের ভাই-বোনদের পাশে রয়েছে।"

তিনি আরও জানান, "নেপালকে সম্ভাব্য সব ধরনের মানবিক সহায়তা দিতে ভারত প্রস্তুত। উদ্ধার ও ত্রাণ প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে আমাদের দলগুলি ঘনিষ্ঠভাবে সমন্বয় করছে।"

নেপাল ট্যুরিজম বোর্ডের (এনটিবি) প্রাথমিক পরিস্থিতি সংক্রান্ত রিপোর্ট অনুযায়ী, বুধবার সকালে রাসুয়া অঞ্চলে ভোতে কোশি নদীতে আকস্মিক বন্যার পর নেপালে ৩৮৪ জন পর্যটক নিখোঁজ বলে রিপোর্ট করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ১০৫ জন ভারতীয় নাগরিক।

এনটিবি জানিয়েছে, নিখোঁজ ৩৮৪ জনের মধ্যে ২৯১ জন বিদেশি নাগরিক এবং ৯৩ জন নেপালের নাগরিক। বিদেশি পর্যটকদের মধ্যে ভারত ছাড়াও ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও নেদারল্যান্ডসের নাগরিক রয়েছেন।

তবে পর্যটন বোর্ড স্পষ্ট করেছে, এই সংখ্যা প্রাথমিক এবং তা যাচাই করা হচ্ছে। ট্রাভেল এজেন্সি, স্থানীয় প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে তথ্য মিলিয়ে দেখা হচ্ছে। বেশ কয়েকজন নিখোঁজ পর্যটকের জাতীয়তা এখনও নিশ্চিত করা যায়নি।

প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, নিখোঁজ পর্যটকরা নয়টি পৃথক ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

ভোতে কোশি নদীর আকস্মিক বন্যায় রাসুয়া অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটেছে। দুর্গত এলাকায় থাকা পর্যটক ও অন্যান্য মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা এবং নিখোঁজদের সন্ধানে উদ্ধারকারী দলগুলি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

'দ্য কাঠমান্ডু টাইমস'-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত সাতজনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে। আরও বেশ কয়েকজন নিখোঁজ রয়েছেন। নিখোঁজ পর্যটক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের তথ্য ও সহায়তার জন্য নেপাল ট্যুরিজম বোর্ড জরুরি যোগাযোগ নম্বরও প্রকাশ করেছে। টোল-ফ্রি নম্বর ১২৩৪, হটলাইন ১১৪৪ এবং ট্যুরিস্ট পুলিশের নম্বর ৯৮৫১২৮৯৪৪৫-এ যোগাযোগ করা যাবে।

দুর্গত এলাকায় থাকা পর্যটকদের শান্ত থাকার পাশাপাশি সরকারি সূত্র থেকে পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য নেওয়া এবং প্রশাসনের জারি করা সব নিরাপত্তা নির্দেশিকা মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছে পর্যটন বোর্ড।

ধনাবিলে পুকুর থেকে

● **প্রথম পাতার পর** পুকুরে এক যুবকের মৃতদেহ ভেসে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। এর আগে পুকুরের আশপাশে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ায় এলাকাবাসী খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। তখনই পুকুরের জলে মৃতদেহটি দেখতে পান তাঁরা। খবর পেয়ে খোয়াই থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করে। স্থানীয় সূত্রে প্রাথমিকভাবে মৃত যুবককে খোয়াইয়ের চাম্পাহাওয়া এলাকার বাসিন্দা বিমল তাঁতী, পিতা নিরাকর তাঁতী বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তবে মৃতের পরিচয় ও মৃত্যুর প্রকৃত কারণ পুলিশি তদন্তের পরই নিশ্চিত হবে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও অটো

● **প্রথম পাতার পর** চালের দাম ৭০ টাকার নিচে নেই, চিনির দামও প্রায় ৭০ টাকা, পেঁয়াজের দাম ৬০-৭০ টাকা এবং সরষের তেলের দাম ২০০ টাকার বেশি। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের এই মূল্যবৃদ্ধি শ্রমিকদের জীবনে চরম দুর্ভোগ তৈরি করেছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

একইসঙ্গে অটোচালকদের বিভিন্নভাবে হয়রানি করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন শান্তনু পাল। তাঁর দাবি, অটোর রং পরিবর্তন, মিটার বসানো, নির্দিষ্ট রুটে চলাচলসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে একাধিক নির্দেশ দেওয়া হলেও বাস্তবে চালকদের জন্য স্পষ্ট ব্যবস্থা করা হয়নি। এর ফলে ট্রাফিক পুলিশের অভিযানে অনেক চালককে আটক করে দীর্ঘ সময় বসিয়ে রাখা হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, অনেক অটোচালক মাইক্রোফাইন্যান্স সংস্থা বা অন্যান্য উৎস থেকে ঋণ নিয়ে গাড়ি কিনেছেন। উৎসবের মরশুমে তাঁদের নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করতে হয়। এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনিক হয়রানি ও গাড়ি আটকে রাখার কারণে তাঁদের আর্থিক সংকট আরও বাড়ছে।

বিদ্যুতের বিল বৃদ্ধি নিয়েও সরকারের সমালোচনা করেন তিনি। সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ নেওয়ার পর সরকারই বিদ্যুতের বর্ধিত মূল্যের বিষয়টি নিয়ে প্রচার করছে বলে কটাক্ষ করেন শান্তনু পাল।

বিক্ষোভ কর্মসূচি থেকে দ্রুত নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম কমানো, অটো ও ই-রিকশা চালকদের হয়রানি বন্ধ করা এবং শ্রমজীবী মানুষের সমস্যার সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানানো হয়। দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

১৭ সেপ্টেম্বর থেকে মাসব্যাপী

● **প্রথম পাতার পর** জন্মদিনকে সামনে রেখে রাজ্য সরকার এবং বিজেপির উদ্যোগে একাধিক কর্মসূচি আয়োজনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাই এবারের কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য বলে জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রতিবছরই প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনকে বিশেষভাবে পালন করা হয়। দল এবং সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়। এবছরও সেই অনুযায়ী ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত মাসব্যাপী বিভিন্ন সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ নেওয়া হবে।

এই কর্মসূচির মধ্যে বৃক্ষরোপণ, পরিচ্ছন্নতা অভিযান, শিশুদের নিয়ে অঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলার মতো উদ্যোগ থাকবে। পাশাপাশি সরকারি প্রকল্পগুলির সুবিধা যাতে প্রকৃত উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছে যায়, সেদিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা এবং তাঁদের দোরগোড়ায় সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে আগেও 'প্রতি ঘরে সুশাসন' প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। এবারের 'সেবা পক্ষ'-এর মাধ্যমেও সরকারি প্রকল্প ও পরিষেবাকে আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ওপর জোর দেওয়া হবে।

তিনি স্পষ্ট করে দেন, এই কর্মসূচি শুধুমাত্র সরকারি আধিকারিক বা দলীয় কর্মীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হবে না। সাধারণ মানুষকেও বিভিন্ন কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। এর মাধ্যমে সামাজিক দায়বদ্ধতা, পরিচ্ছন্নতা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে জনসচেতনতা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

জানা গেছে, মাসব্যাপী কর্মসূচির বিস্তারিত রূপরেখা চূড়ান্ত করতে ইতিমধ্যেই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে রাজ্য সরকার ও বিজেপির পক্ষ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি কীভাবে বাস্তবায়ন করা হবে এবং কীভাবে সর্বস্তরের মানুষকে এর সঙ্গে যুক্ত করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা হয়।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনকে কেন্দ্র করে আয়োজিত এই মাসব্যাপী কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য শুধুমাত্র জন্মদিন উদযাপন নয়; বরং জনকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে সংযোগ স্থাপন এবং সরকারি প্রকল্পের সুফল তাঁদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

ছয় মাস ধরে পুষ্টিকর

● **আটের পাতার পর** সমাধান এবং বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের স্পষ্ট ব্যাখ্যার দাবি জানিয়েছেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও অভিভাবকরা।

তবে অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা সরকারের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য এখনও সামনে আসেনি। ফলে অর্থ বরাদ্দের প্রকৃত পরিস্থিতি এবং দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া থাকার কারণ প্রশাসনিকভাবে স্পষ্ট করার দাবি উঠেছে।

বাইজলবাড়ি বেলফাং নাকা

● **আটের পাতার পর** পুলিশ। এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, সে বিষয়েও তদন্ত চলছে। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আটক দুই যুবকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে।

অবৈধ বালু উত্তোলন

● **আটের পাতার পর** ঘটনার খবর পেয়ে সিধাই থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধ, বালু উত্তোলনের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নদী ও পরিবেশ রক্ষায় প্রশাসনের কার্যকর পদক্ষেপের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা।

এলাকাবাসীর দাবি, প্রশাসন দ্রুত সমস্ত বালুঘাটের বৈধতা যাচাই করে অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধ করুক। পাশাপাশি নদী, কৃষিজমি ও স্থানীয় পরিবেশ রক্ষায় স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

ওএনজিসির ডিলিংয়ের বর্জ্যে

● **আটের পাতার পর** থেকে বর্জ্য পদার্থ জলের সঙ্গে মিশে আমন ধানের রোয়া জমিতে প্রবেশ করে। এর ফলে বেশ কয়েকটি জমির ধানের চারা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায় বলে অভিযোগ।

বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর সারা ভারত কৃষক সভার সোনামুড়া মহকুমা কমিটির একটি প্রতিনিধি দল ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় গিয়ে পরিস্থিতি সরেজমিনে পরিদর্শন করে। সংগঠনের দাবি, প্রায় ৩০ থেকে ৩২ জন কৃষকের আমন ধানের চারা সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

পরবর্তীতে প্রতিনিধি দল ওএনজিসির ডিলিং সাইটের ইনচার্জ ফিরোজ খানের সঙ্গে দেখা করে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানায়।

কৃষক সভার প্রতিনিধিদের দাবি শুনে ইনচার্জ ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস দেন বলে জানা গেছে। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সারা ভারত কৃষক সভার সোনামুড়া মহকুমা সম্পাদক আব্দুল করিম, সভাপতি রতন দাস, সহ-সম্পাদক মিজান মিয়া এবং শ্রমিক নেতা অহিদুর রহমান-সহ অন্যান্যরা।

প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে বলা হয়, কৃষকরা বিপুল অর্থ ব্যয় করে চাষাবাদ করেন। তাঁদের ফসল নষ্ট হলে সময়মতো উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ না পেলে কৃষকরা বড় ধরনের সমস্যার মুখে পড়বেন। তাই দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করার জন্য ওএনজিসি কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানানো হয়েছে।

বিলোনিয়ায় ওরিয়েন্টাল নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন সাবরুম বিন্দাস বয়েজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৬ আগস্ট: ৩৬ দিন ধরে চলা বিলোনিয়া বনকর ওরিয়েন্টাল ক্লাব আয়োজিত তৃতীয় বর্ষের প্রাইজ মানি নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের মেগা ফাইনাল অনুষ্ঠিত হলো বুধবার। বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ মিনি স্টেডিয়ামে আয়োজিত ফাইনালে বিলোনিয়া আর্য কলোনি গোলমাল একাদশকে ১-০ গোলে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয় সাবরুম বিন্দাস বয়েজ।

বুধবার বিকেল ৪টায় শুরু হয় ফাইনাল ম্যাচ। দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য সকাল ১১টা থেকেই আয়োজন করা হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। রাজ্যের খ্যাতনামা শিল্পী উর্বশী, অভিষেক ও শুভ লক্ষ্মী সংগীত পরিবেশন করেন। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এবারের টুর্নামেন্টে মোট ২৫টি দল অংশগ্রহণ করে এবং ২৪টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। ফাইনাল ম্যাচের মধ্য দিয়ে টুর্নামেন্টের পরিসমাপ্তি ঘটে। ফাইনালে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল উপহার দেয় দুই দল। শেষ পর্যন্ত ১-০ গোলে জয় ছিনিয়ে নিয়ে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা অর্জন করে সাবরুম বিন্দাস বয়েজ।চ্যাম্পিয়ন দলকে ২ লক্ষ টাকার চেক ও ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। রানার্সআপ বিলোনিয়া আর্য কলোনি গোলমাল একাদশের হাতে তুলে দেওয়া হয় দেড় লক্ষ টাকার চেক ও ট্রফি।

টুর্নামেন্ট সফলভাবে সম্পন্ন করতে ক্লাবের সম্পাদক অলক বণিক, সভাপতি নেপাল সেন, বিজয় বিশ্বাস, দীপক সাহা, বিধান বৈদ্য, শ্রীবাস সেন-সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। খেলায় রাজ্য, বহিরাজ্য এবং দেশ-বিদেশের খেলোয়াড়দের অংশগ্রহণ দর্শকদের বাড়তি আকর্ষণ তৈরি করে।

ফাইনাল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার, বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক মোহাম্মদ সাজ্জাদ পি, কাউন্সিলর অনুপম চক্রবর্তী-সহ অন্যান্য অতিথিরা।

এদিকে, মানবিকতার নজিরও গড়ে তুলেছে দুই ফাইনালিস্ট দল। রাজ্যের শিশু মনুশ্রীর চিকিৎসার জন্য চ্যাম্পিয়ন সাবরুম বিন্দাস বয়েজের পক্ষ থেকে ১০ হাজার টাকা এবং রানার্সআপ আর্য কলোনি গোলমাল একাদশের পক্ষ থেকে ৫ হাজার টাকা দেওয়ার ঘোষণা করা হয়। টুর্নামেন্ট সফল করতে মহকুমা প্রশাসন, জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন এবং বিলোনিয়ার সাধারণ মানুষের সহযোগিতার জন্য ক্লাবের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানানো হয়।

দীর্ঘদিন বাদে আগরতলায় বাস্কেটবল কার্নিভাল অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট।। ত্রিপুরা বাস্কেটবল প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে দীর্ঘদিন পর আগরতলায় অনুষ্ঠিত হয় থ্রী এন্ড থ্রী বাস্কেটবল কার্নিভাল। রাজধানীর এনএসআরসিসির বাস্কেটবল কোর্টে আয়োজিত একদিনের এই প্রতিযোগিতায় প্রচুর সংখ্যক ছেলেমেয়ে অংশগ্রহণ করে। মূলত তৃণমূলস্তর থেকে বাস্কেটবল খেলোয়ারদের তুলে আনতে এবং এই খেলার প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যেই এই ধরনের টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়।এই প্রতিযোগিতাটি পাঁচজনের বাস্কেটবলের তুলনায় থ্রী এন্ড থ্রী ফরম্যাটে খেলা হয় ছোট পরিসরে, দ্রুত গতির আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণের মধ্য দিয়ে। এই ফরম্যাট বিশ্বজুড়েও জনপ্রিয়তা পেয়েছে এবং অলিম্পিকেও এর জায়গা হয়েছে। নতুন প্রজন্মের খেলোয়াড়দের প্রতিযোগিতা মূলক অভিজ্ঞতা দেওয়ার পাশাপাশি রাজ্যে বাস্কেটবলের প্রসার আরো বেশি পরিমাণে খেলোয়ারদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই প্রতিযোগিতার আয়োজন বলে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে জানান আয়োজক অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক রাজু সাহা।তবে তিনি আক্ষেপের সুরে এদিন জানান রাজ্যে বহু জায়গায় বাস্কেটবল কোর্ট থাকলেও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষকের অভাবে খেলোয়াররা এই খেলায় মনোনিবেশ করতে পারছে না। রাজ্য ক্রীড়া দপ্তর এ বিষয়ে এগিয়ে এলে আগামী দিন অনেক বাস্কেটবল খেলোয়ার উঠে আসবে। তাই দপ্তরের উচিত বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা।

শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল লীগ সফল করতে টিএফএ-র জরুরি সভা আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট।। আসন্ন শ্যামসুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল ফুটবল লীগ সুষ্ঠু, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নিরপেক্ষভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (টিএফএ) উদ্যোগে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জরুরি সভা আহ্বান করা হয়েছে। আগামীকাল, বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের নিজস্ব অফিস কক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হবে। টিএফএ-র জয়েন্ট সেক্রেটারি তপন সাহার স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে যে, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী নয়টি ক্লাবের কোচ ও ম্যানেজার, ত্রিপুরা রেফারি অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি, এইচ.ও.আর এবং সংশ্লিষ্ট সিনিয়র রেফারিদের এই সভায় আবশ্যিকভাবে উপস্থিত থাকতে হবে। উক্ত সভায় ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রণব সরকার ও সেক্রেটারি অমিত চৌধুরীসহ অ্যাসোসিয়েশনের অন্যান্য পদস্থ কর্মকর্তা, যুগ্ম সচিব, সহ-সভাপতিবৃন্দ এবং লীগ কমিটির সকল সদস্য উপস্থিত থাকবেন। লীগের ম্যাচ পরিচালনা, রেফারিংয়ের মানোন্নয়ন, মাঠের শৃঙ্খলা এবং ক্লাব ও রেফারিদের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় সাধনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।টুর্নামেন্টটিকে সফল ও ত্রুটিমুক্ত করতে সংশ্লিষ্ট সকলের সময়মতো উপস্থিতি ও আন্তরিক সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করেছে রাজ্য ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন।

গোমতী ট্রাস্ট এর উদ্যোগে আজ থেকে আগরতলায় প্রাইজমানি ফুটবল টুর্নামেন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট।। গোটা রাজ্য জুড়ে যেভাবে নেশার বাড়বাড়ন্ত চলছে তাতে ধ্বংসের মুখে যুবসমাজ। নেশা থেকে যুব সমাজকে কিছুতেই যেন দূরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। এমন একটা কঠিন পরিস্থিতিতে যুব সমাজকে নেশা থেকে দূরে রেখে ময়দান মুখী করতে এবার বিশেষ উদ্যোগ নিল গোমতী ট্রাস্ট। মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যের ১১৮ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে যুব সমাজকে নেশা থেকে দূরে রাখার বার্তা নিয়ে এবার আকর্ষণীয় প্রাইসের ফুটবল টুর্নামেন্ট করতে চলেছে এই ট্রাস্ট। আগামীকাল ২৭ই আগস্ট থেকে আগরতলা স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে শুরু হবে এই ফুটবল টুর্নামেন্ট। টুর্নামেন্টে যারা অংশ নিতে ইচ্ছুক তাদেরকে ৫০০ টাকা দিয়ে এন্টি ফি নিতে হবে। আকর্ষণীয় প্রাইজের এই ফুটবল টুর্নামেন্টে যে দল চ্যাম্পিয়ন হবে তাদেরকে দেওয়া হবে সুদৃশ্য ট্রফি সহ এক লক্ষ টাকা। রানার্স দল পাবে ট্রফি সহ ৭০ হাজার টাকা। এছাড়াও তৃতীয় পুরস্কার হিসেবে থাকছে ২৫ হাজার অর্থ রাশি। বুধবার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানালেন উদ্যোক্তারা। টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ৩১ শে আগস্ট।

সিনিয়র রাজ্য ক্রিকেট প্লেট গ্রুপের সেমিফাইনালের লাইন আপ চূড়ান্ত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট।। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের পরিচালনায় সিনিয়র রাজ্য ক্রিকেট প্লেট গ্রুপের গ্রুপ লীগ পর্যায়ের খেলায় রোমাঞ্চকর জয় ছিনিয়ে নিয়েছে কমলপুর। উদয়পুরের জামজুরি গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত ৫০ ওভারের এই ম্যাচে কমলপুর এক উইকেটের ব্যবধানে আমবাসাকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে নিজেদের খেলা নিশ্চিত করেছে। সকাল ৯ টায় শুরু হওয়া এই ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে আমবাসা দল ৪৭.৪ ওভারে সব কটি উইকেট হারিয়ে ১৩১ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে কমলপুর দল ৩২ ওভারে ৯ উইকেটের বিনিময়ে ১৩২ রান তুলে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পৌঁছে যায়। দুর্দান্ত বোলিং প্রদর্শনের সুবাদে কমলপুরের বাপ্পা শুক্ল বৈদ্য মাত্র ১৮ রান খরচ করে একাই ৪টি উইকেট তুলে নিয়ে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব অর্জন করেন। এছাড়া আমবাসার মনীশ রুদ্র পালও ৫৩ রানের বিনিময়ে ৪টি উইকেট দখল করলেও দলের হার এড়াতে পারেননি।এদিকে প্রতিযোগিতার গ্রুপ লীগের অপর একটি নিয়ম রক্ষার ম্যাচে এমবিবি স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয়েছিল গন্ডাছড়া ও লংতরাই ভ্যালি। এই ম্যাচে গন্ডাছড়া দল চমৎকার প্রদর্শন করে ৬ উইকেটের ব্যবধানে লংতরাই ভ্যালিকে পরাজিত করে মাঠ ছাড়ে।গ্রুপ পর্বের এই ম্যাচগুলোর মাধ্যমেই টুর্নামেন্টের পয়েন্ট টেবিল ও দলগুলোর পারফরম্যান্সের ছবিটা সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গ্রুপ পর্বের লড়াই শেষে টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালের লাইনআপ চূড়ান্ত করা হয়েছে। আগামী ২৮ আগস্ট এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে চলা প্রথম সেমিফাইনালে কমলপুর ও বিলোনিয়া পরস্পরের মুখোমুখি হবে। অন্যদিকে, একই দিনে ও একই সময়ে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচে জিরানিয়া লড়বে ধর্মনগরের বিরুদ্ধে। ফাইনালের টিকিট পাওয়ার এই মহারণে দলগুলো এখন শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত।

সূর্যবংশীর পর 'সংঘর্ষে' জয়সোয়ালও আইসিসি—বিসিসিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

ক্রিকেট মাঠে উত্তেজনা নতুন কিছু নয়। প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কথা-কাটাকাটি, উদ্যাপনসবই খেলার অংশ। কিন্তু সেই উত্তেজনা যখন শারীরিক সংঘর্ষে গড়ায়, তখন প্রশ্ন ওঠে খেলোয়াড়দের আচরণ নিয়ে। ভারতের দুই তরুণ ক্রিকেটার বৈভব সূর্যবংশী ও যশস্বী জয়সোয়ালের সাম্প্রতিক দুটি ঘটনা সেই আলোচনাই সামনে এনেছে। দুটি ঘটনাতেই ছাড় পেয়েছেন সূর্যবংশী ও জয়সোয়াল, এমনটাই মনে করেন ভারতেরই সাবেক ক্রিকেটার ও ধারাভাষ্যকার সঞ্জয় মাঞ্জরেকার। এক্সে আজ তিনি লিখেছেন, 'প্রিয় আইসিসি ও বিসিসিআই, ভারত এ দলের হয়ে বৈভব আর এখন জয়সোয়াল। এ ধরনের আচরণে যদি বারবার তাদের ছাড় দেওয়া হয়, তাহলে এমন আচরণের পুনরাবৃত্তি করতেই তাদের শেখানো হয়। এটি খেলার জন্য ভালো নয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, তাদের নিজেদের ভবিষ্যতের জন্যও এটি ভালো নয়।' জয়সোয়ালের ঘটনাটি চলতি কলম্বোর টেস্টের প্রথম দিনে। সেদিন তাঁকে আউট করে শ্রীলঙ্কা পেসার আশিতা ফার্নান্দো উদ্যাপন করছিলেন আর ড্রেসিংরুমের পথে হেঁটে যাচ্ছিলেন ভারতীয় ওপেনার। কিন্তু হঠাৎ করেই দিক পরিবর্তন করে জয়সোয়াল আশিতার দিকে এগিয়ে যান। আশিতা ও জয়সোয়ালের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। উত্তপ্ত সেই পরিস্থিতিতে আশিতা তাঁর মাথা জয়সোয়ালের দিকে ঝোঁকান। জয়সোয়ালও মাথা ঝোঁকানোয় দুজনের মাথায় ঠোকাঠুকি হয়।আইসিসির বিবৃতিতে এ ঘটনাকে 'সংঘর্ষ' হিসেবে উল্লেখ করা হয়। ধারণা করা হচ্ছে, আশিতাকে কেন্দ্র করে শ্রীলঙ্কা দলের উদ্যাপনের মধ্য থেকে আসা কোনো মন্তব্য ভালো লাগেনি জয়সোয়ালের। সে জন্যই অমন প্রতিক্রিয়া দেখান।

অন্যদিকে সূর্যবংশী এমন কাণ্ডে জড়িয়েছেন চলতি বছরের জুনে। সেটিও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষেই। শ্রীলঙ্কার 'এ' দলের এক ক্রিকেটারের গায়ে হাত তোলেন ১৫ বছর বয়সী এই ওপেনার। সে ম্যাচে ভারতের হয়ে সুপার ওভারে ব্যাট করেন সূর্যবংশী ও সূর্যংশ শেড়গে। ৭ রানে সুপার ওভারে হেরে তাঁরা যখন মাঠ ছেড়ে যাচ্ছিলেন, তখনই ঘটনার সূত্রপাত। শ্রীলঙ্কা 'এ' দলের বিশেন হালাম্বাগে ও ওয়ানুজা সাহানকে সূর্যবংশী ও সূর্যংশের উদ্দেশে কিছু বলতে দেখা যায়। ভারতীয় ক্রিকেট পোর্টাল ক্রিকবাজের প্রতিবেদন অনুযায়ী, হালাম্বাগে সূর্যবংশীর উদ্দেশে নাকি বলেছিলেন, 'ম্যাচ শেষ...এবার বাড়ি যাও।' কথাটা হজম করতে পারেননি সূর্যবংশী। মুখ ঘুরিয়ে পেছনে এসে হালাম্বাগেকে ধাক্কা মেরে বসেন। জয়সোয়ালের কাণ্ডে তাঁকে ম্যাচ ফির ২৫ শতাংশ জরিমানা হলেও সূর্যবংশীর কোনো শাস্তিই হয়নি।

বিএসএফ উদয়পুর সেক্টরের উদ্যোগে 'স্পন্দন' ভলিবল টুর্নামেন্টের শুভ সূচনা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট। বিএসএফ-এর হীরক জয়ন্তী বর্ষ উদযাপনের অংশ হিসেবে এবং সীমান্ত এলাকার যুবসমাজকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে উদয়পুরের বাগমায় শুরু হলো চার দিনব্যাপী জাঁকজমকপূর্ণ 'স্পন্দন' ভলিবল টুর্নামেন্ট। আজ, বুধবার বিএসএফ ক্যাম্প প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সেক্টর হেডকোয়ার্টার উদয়পুরের ডিআইজি গজরাজ যাদব। ১৬৯ নম্বর বিএসএফ ব্যাটালিয়নের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ১৬৯ বিএসএফের কমান্ড্যান্ট অজয় কুমার, ১২১ বিএসএফের কমান্ড্যান্ট সুনীল কুমার মিশ্র এবং ত্রিপুরা ভলিবল অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক বিমন দেবসহ বিএসএফের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, জওয়ান, তাদের পরিবার ও স্থানীয় স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে ডিআইজি গজরাজ যাদব খেলাধুলার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন যে, খেলাধুলা পারস্পরিক সম্প্রীতি, শান্তি ও সৌভ্রাতৃত্বের বার্তা ছড়িয়ে দেয়। তিনি খেলোয়াড়দের কঠোর শৃঙ্খলা ও ক্রীড়াসুলভ মনোভাব বজায় রেখে নিজেদের সেরাটা প্রদর্শন করার আহ্বান জানান। এর আগে ১৬৯ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের কমান্ড্যান্ট অজয় কুমার স্বাগত বক্তব্যে টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী সকল অতিথি, খেলোয়াড় এবং দর্শকদের শুভেচ্ছা জানান এবং এই টুর্নামেন্টের মূল লক্ষ্য তুলে ধরেন। বিএসএফের এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য কেবল স্থানীয় প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের খুঁজে বের করা নয়, বরং নিরাপত্তা বাহিনী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও সহযোগিতা আরও সুদৃঢ় করা।ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জেলার প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত মোট আটটি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে। ২৬ আগস্ট টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী দিনে সকালে অনুষ্ঠিত উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচগুলোতে সিপাহীজলা দল ধলাই জেলাকে ২-১ সেটে পরাজিত করে, পশ্চিম ত্রিপুরা দল উনাকোটি জেলাকে ২-০ সেটে এবং খোয়াই দল দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাকে ২-১ সেটে হারিয়ে জয়লাভ করে। উদ্বোধনী দিনের ম্যাচগুলোর মধ্য দিয়ে পুরো চত্বরে এক আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়, যা স্থানীয় তরুণ ও ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহের সঞ্চার করেছে।

স্পোর্টস কাউন্সিলের বার্ষিক সাধারণ সভা ৩ সেপ্টেম্বর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট।। আগামী ৩ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের ২০২৬-২৭ বছরের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এন. এস. রোড সংলগ্ন এনএসআরসিসি কমপ্লেক্সে অবস্থিত কাউন্সিলের কনফারেন্স হল-এ বেলা ১১:৩০ মিনিটে এই গুরুত্বপূর্ণ সভাটি আয়োজিত হবে। ত্রিপুরা সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী তথা ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান টিংকুরায় এই সভায় সভাপতিত্ব করবেন। কাউন্সিলের পক্ষ থেকে সচিব সুকান্ত ঘোষ সমস্ত সম্মানিত সদস্যদের নির্দিষ্ট দিনে এবং সঠিক সময়ে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানিয়ে নোটিশ জারি করেছেন। বার্ষিক এই সভায় মূলত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। সভার প্রধান এজেন্ডাগুলির মধ্যে রয়েছে সচিব কর্তৃক ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ, বিগত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন এবং ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট উপস্থাপন।

নেপালে ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় রাজ্যের খেলোয়াড়দের সাফল্য

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট।। নেপালের কাকারভিটায় অনুষ্ঠিত ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে সাফল্য অর্জন করে রাজ্যে ফিরলেন ত্রিপুরার ১১ জন ক্যারাটে খেলোয়াড়। ক্যারাটে স্কুল অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার উদ্যোগে এই খেলোয়াড়রা গত ২১ আগস্ট ত্রিপুরা থেকে নেপালের উদ্দেশ্যে রওনা দেন।প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের পর বুধবার তারা রাজ্যে ফিরে আসেন।প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরা থেকে মোট ১১ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেন। অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, খেলোয়াড়রা বিভিন্ন বিভাগে অংশ নিয়ে একাধিক পদক অর্জন করেন। তাদের সাফল্যে গর্বিত ক্রীড়ামহল। এদিন আগরতলা রেলস্টেশনে খেলোয়াড়রা এসে পৌঁছালে তাদের সঙ্গে ছিলেন ক্যারাটে স্কুল অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার কোচ সুশান্ত দাস। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, ত্রিপুরার হয়ে খেলোয়াড়রা নেপালের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সাফল্য অর্জন করেছেন।তিনি আরও বলেন, আগামী দিনে আরও বেশি সংখ্যক ছেলে-মেয়েকে ক্যারাটে ও অন্যান্য খেলাধুলার প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে। পাশাপাশি এই ধরনের প্রতিযোগিতাকে আরও শক্তিশালী ও উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রশিক্ষণের মান বাড়ানো প্রয়োজন।এক্ষেত্রে সরকারের সহযোগিতারও আহ্বান জানান কোচ সুশান্ত দাস। উন্নত প্রশিক্ষণ, পরিকাঠামো এবং সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে ত্রিপুরার খেলোয়াড়দের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আরও ভালোভাবে প্রস্তুত করার উদ্যোগ নেওয়ার দাবি জানান তিনি।নেপালের মাটিতে রাজ্যের খেলোয়াড়দের এই সাফল্য আগামী দিনে রাজ্যের ক্যারাটে অঙ্গনে নতুন উৎসাহ তৈরি করবে বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা

নির্বাচনে জিততে দুর্বল ফেডারেশনগুলোর দিকে তাকিয়ে ইনফান্তিনো

'দুর্বল ফেডারেশনগুলোর চ্যাম্পিয়ন', নির্বাচনী ইশতেহারে এটিই জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর পরিচয়। পুনর্নির্বাচনে নিজেকে এভাবেই উপস্থাপন করেছেন ফিফা সভাপতি। একই দিনে উয়েফা সভাপতি আলেকসান্দের চেফেরিন জানিয়ে দিয়েছেন, এই নির্বাচনে তিনি লড়ছেন না। তবে এটিও বলে রেখেছেন, ইনফান্তিনোর একজন প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে বলে মনে করেন তিনি।

ফিফা টুর্নামেন্টের স্বত্বের জন্য একটি বাণিজ্যিক সংস্থা গঠন এবং এটির ২০ শতাংশ ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীদের কাছে বিক্রি করে দেওয়ার যে প্রস্তাব ইনফান্তিনো এখন বাতিল করেছেন, তা উত্থাপনের প্রায় এক মাস পরেও বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় এই খেলার বৈশ্বিক শাসনের ভবিষ্যৎ নিয়ে লড়াই তীব্রভাবে চলছে।

ইউরোপীয় ফুটবল নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফা, এশিয়া (এএফসি) এবং উত্তর ও মধ্য আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান (কনক্যাকাফ) অঞ্চলের জোটগুলো ফিফা সভাপতির বিরুদ্ধে সোচ্চার অবস্থানে আছে এবং চেফেরিন কয়েকবারই বলেছেন যে, ইনফান্তিনোর পদত্যাগ করা উচিত। 'দা রেস্ট ইজ পলিটিক্স: লিডিং' পডকাস্টকে চেফেরিন বলেন, সামনে তাকিয়ে সম্ভাব্য দুটি চিত্র তিনি দেখতে পাচ্ছেন। "দুটি বিকল্প আছে। একটি সম্ভাবনা হলো, তিনি উপলব্ধি করবেন যে তার সমর্থন নেই এবং এই সমর্থন শুধু ভোটারদের রাজনৈতিক সমর্থনই নয়, বরং ফুটবল কমিউনিটির রাজনৈতিক সমর্থন, ভক্তদের রাজনৈতিক সমর্থন, ফুটবলার, সাবেক ফুটবলার ও কোচদের রাজনৈতিক সমর্থনও বটে। এবং দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি হলো, তিনি মার্চের নির্বাচনে যাবেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে আমার মনে হয়, তার বিরুদ্ধে একজন প্রার্থী থাকবেন। যদিও আমি এখনও জানি না, সেই প্রার্থী কে। চেফেরিনের দাবির, বিতর্ক শুরু হওয়ার পর থেকে ইনফান্তিনোর সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ হয়নি। স্লোভেনিয়ান এই ফুটবল প্রশাসকের বিশ্বাস, ইনফান্তিনোর উত্তরসূরি হওয়ার প্রতি অনাগ্রহের কারণে বিশ্বাসযোগ্যতা বেড়ে গেছে।চেফেরিন বলেন, ইউরোপিয়ান সুপার লিগ পরিকল্পনার চেয়েও ফুটবলের জন্য বড় হুমকি ইনফান্তিনোর ওই পরিকল্পনা। ২০২১ সালে সুপার লিগের বিরুদ্ধে উয়েফা সফলভাবে লড়াই করেছিল। তিনি আরও বলেন, এই বিরোধিতা শুধু ইউরোপের বড় দেশগুলো থেকেই আসছে না। "একদিকে ছিল ইংল্যান্ড, জার্মানি, যারা এটা চায় না, কারণ এই অর্থ তাদের জন্য খুব বড় নয়। কিন্তু অন্যদিকে ছিল সান মারিনো, সাইপ্রাস, লিখটেনস্টাইন... তারাও বলেছে, 'আমরা বিক্রির জন্য নই।'" ২০১৬ সাল থেকে সভাপতি পদে থাকা ইনফান্তিনো সরে যাওয়ার কোনো লক্ষণ দেখাননি এবং স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ২০৩১ সাল পর্যন্ত পুনর্নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য তিনি অপেক্ষাকৃত কম সচ্ছল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনগুলোয় তার জনপ্রিয়তার ওপর নির্ভর করছেন। সম্প্রতি ডমিনিকান রিপাবলিকে ক্যারিবিয়ান ফুটবল ইউনিয়ন (সিএফইউ)-এর সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাতের পর ফিফা প্রকাশিত একটি ভিডিও সাক্ষাৎকারে ইনফান্তিনো বলেন, ধনী ও দরিদ্র ফুটবল ফেডারেশনগুলোর ব্যবধান কমানো ফিফার কাজ। "আমরা বিশ্বের আমাদের ২১১টি দেশের প্রতিটিতে ফুটবলের প্রসার ঘটাতে চাই। বাকি সবার জন্য বিনিয়োগ খুঁজে বের করতে হবে আমাদের -- বাকি সবার জন্য সুযোগ তৈরি করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে এর উদ্দেশ্য হলো, বিশ্ব ফুটবলের জন্য সুযোগ, প্রবেশাধিকার এবং সম্পদ খুঁজে বের করা ও প্রদান করা।

দুর্ভাগ্যবশত, অন্যদের উন্নতির প্রয়োজন নেই কিছু দেশের এবং তারা তা চায়ও না, কিন্তু আমাদের এই বড় বড় দেশগুলো এবং বাকি সবার মধ্যেকার ব্যবধান কমাতে হবে। গত ১০ বছর ধরে এবং গত ১০ সপ্তাহ ধরেও আমরা এটাই করার চেষ্টা করে আসছি এবং আগামী বছরগুলোতেও আমরা এটাই করতে থাকব।"তবে দরিদ্র ফুটবল দেশগুলোকে সাহায্য করার প্রচেষ্টায় বাধা দিচ্ছে ইউরোপ, এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেন চেফেরিন। বরং উয়েফাকে একটি সুবিধাভোগী অভিজাত গোষ্ঠী হিসেবে চিত্রিত করার প্রচেষ্টার সমালোচনা করেন তিনি ওই পডকাস্টে।"আমি যা শুনি তা হলো, তারা এমন ভাব দেখায় যে, 'অহংকারী ইউরোপ আমাদের বিরুদ্ধে।' কিন্তু আমার মনে হয়, তাকে (ইনফান্তিনোকে) কারও মনে করিয়ে দেওয়া উচিত যে, তিনি একজন ইউরোপীয় এবং তার প্রতি উয়েফার সমর্থন ছিল, যা তিনি ভুলে গেছেন।"এসবের মধ্যে ফিফার ছয়টি নর্ডিক সদস্য দেশডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন এবং ফ্যারো আইল্যান্ডস রোববার হেলসিঙ্কিতে মিলিত হয়ে ইনফান্তিনোর পদত্যাগের আহ্বানের সমর্থনে একটি যৌথ বিবৃতি জারি করে।আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার আঞ্চলিক জোটগুলোর সমর্থনপুষ্ট ইনফান্তিনো এই সঙ্কটের সময়ে কনফেডারেশনগুলোকে একপাশে সরিয়ে রেখে সরাসরি সদস্য দেশগুলোর কাছে আবেদন জানানোর চেষ্টা করেছেন।

মহিলা ফুটবলের সুপার লিগ শুরু জম্পুইজলা ও পুলিশ ক্লাব জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট।। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের পরিচালনায় আয়োজিত বৈকুণ্ঠ নাথ স্মৃতি মহিলা ফুটবল লিগে বুধবার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে সুপার লিগের রোমাঞ্চকর লড়াই। দিনের প্রথম ম্যাচে বিকেল তিনটায় মুখোমুখি হয় জম্পুইজলা প্লে সেন্টার এবং রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম সংঘ। পূর্ণ শক্তিতে খেলতে নেমে জম্পুইজলা প্লে সেন্টার ২-০ গোলের ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নেয়। খেলার ২১ মিনিটের মাথায় নেকে কে দুর্দান্ত এক গোল করে দলকে এগিয়ে দেন। এরপর ৪২ মিনিটের মাথায় সোয়ারি দেববর্মা দ্বিতীয় গোলটি করে জম্পুইজলা প্লে সেন্টারের জয় সুনিশ্চিত করেন। এই খেলায় চমৎকার পারফরম্যান্সের সুবাদে 'প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচ'-এর খেতাব অর্জন করেন বিজয়ী দলের রুপাপতি জমাতিয়া। দিনের দ্বিতীয় ও নৈশালোকের উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল মহিলা পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব এবং ফুলো ঝানু অ্যাথলেটিক ক্লাব। সন্ধ্যা ছয়টায় শুরু হওয়া এই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ খেলায় মহিলা পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব ২-১ গোলের ব্যবধানে ফুলো ঝানু অ্যাথলেটিক ক্লাবকে পরাজিত করে। ম্যাচের ৪৯ মিনিটের মাথায় এলিশা জমাতিয়া গোল করে পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবকে এগিয়ে নেন, তবে ৬০ মিনিটের মাথায় ফুলো ঝানু অ্যাথলেটিক ক্লাবের কুন্তী ওরাং গোলটি শোধ করে খেলায় সমতা ফেরান। অবশেষে ৭০ মিনিটের মাথায় আইতরমা দেববর্মার নিশ্চিত গোলে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব। দুর্দান্ত প্রদর্শনের জন্য ম্যাচের সেরা বা 'প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচ' নির্বাচিত হন এলিসা জমাতিয়া। মাঠ পরিচালনায় মুখ্য রেফারির দায়িত্ব পালন করেন আদিত্য দেববর্মা ও শিব শংকর জমাতিয়া।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সাধারণ মানুষের জন্য 'ট্রাবল ইঞ্জিন'-এ পরিণত হয়েছে: এম এ বেবি

আগরতলা, ২৬ আগস্ট: যোগেন্দ্রনগরে আক্রান্ত সিপিআই(এম)-এর পার্টি অফিস পরিদর্শন করলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক এম এ বেবি। বুধবার তিনি দলের রাজ্য সম্পাদক তথা বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী এবং অন্যান্য রাজ্য নেতৃত্বকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে যান। সেখানে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি দলীয় কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা।

ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এম এ বেবি অভিযোগ করেন, বিজেপি শাসিত রাজ্যে পরিকল্পিতভাবে সিপিআই(এম)-এর পার্টি অফিসে হামলা ও ভাঙচুর চালানো হয়েছে। তাঁর দাবি, যোগেন্দ্রনগরের এই পার্টি অফিসে হামলার সময় চারজন দলীয় কর্মী উপস্থিত ছিলেন। হামলাকারীদের হাত থেকে বাঁচতে তাঁরা অফিসের পিছনের একটি ছোট জায়গায় আশ্রয় নেন। পার্টি অফিসের সিসিটিভি ক্যামেরা ও অন্যান্য পরিকাঠামোও ভাঙচুর করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

এম এ বেবির দাবি, সৌভাগ্যক্রমে ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষিত রয়েছে। তাঁর অভিযোগ, হামলার প্রায় ১৫-২০ মিনিট পর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

সিপিআই(এম) নেতার আরও অভিযোগ, গত কয়েক বছরে যোগেন্দ্রনগর এলাকায় তাঁদের পার্টি অফিসে একাধিকবার হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এমনকি অফিসে আগুন লাগানোরও চেষ্টা হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। বিজেপির 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকারের সমালোচনা করে এম এ বেবি বলেন, এই ডাবল ইঞ্জিন সাধারণ মানুষের জন্য 'ট্রাবল ইঞ্জিন'-এ পরিণত হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, এর ফলে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়েও সরব হন তিনি। বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি এবং মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তোলেন এম এ বেবি। তাঁর দাবি, কর্মসংস্থানের অভাবে বহু যুবক-যুবতী কাজের সন্ধানে ত্রিপুরার বাইরে চলে যাচ্ছেন।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে এবং রাজনৈতিক হিংসার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। গণতন্ত্র রক্ষায় সাধারণ মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

আমতলিতে ১০ লাখ টাকার নেশা সামগ্রী উদ্ধার

আগরতলা, ২৬ আগস্ট: মাদকবিরোধী অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেল আমতলী থানার পুলিশ। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে শচীন্দ্রলাল পশ্চিমপাড়া এলাকায় রাসেল মিয়ার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ মাদক উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

পুলিশের অভিযানে ২০ গ্রাম ব্রাউন সুগার, ১০০টি ইয়াবা ট্যাবলেট এবং চারটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া মাদকের আনুমানিক কালোবাজারি মূল্য প্রায় ১০ লক্ষ টাকা বলে জানা গেছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আমতলী থানার পুলিশ শচীন্দ্রলাল পশ্চিমপাড়া এলাকায় অভিযান চালায়। অভিযানের সময় রাসেল মিয়ার বাড়ি থেকে মাদকগুলি উদ্ধার করা হয়। ঘটনায় মাদক কারবারের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

স্থানীয়দের অভিযোগ, সীমান্তবর্তী এলাকাকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরেই রাতের অন্ধকারে মাদক পাচারের কারবার সক্রিয় রয়েছে। রাসেল মিয়া ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধেও দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে।

মাদক পাচার ও কারবার রুখতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় পুলিশ ও বিএসএফের যৌথ নজরদারি এবং অভিযান আরও জোরদার করার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

এদিকে, অভিযানের পর এখন মাদকচক্রের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য সদস্যদের সন্ধানে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোনগুলিও তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র দিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

এই অভিযানের বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন আমতলী থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক রানা চ্যাটার্জী। তদন্ত এগোলে মাদকচক্র সম্পর্কে আরও তথ্য সামনে আসতে পারে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

রাষ্ট্রপতি ভবনে রাখিবন্ধন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ত্রিপুরার চার খুদে পড়ুয়া

আগরতলা, ২৬ আগস্ট: আসন্ন রাখীবন্ধন উৎসব উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাতের বিশেষ সুযোগ পেতে চলেছে ত্রিপুরার চারজন খুদে পড়ুয়া। আগামী ২৮ আগস্ট নয়াদিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত বিশেষ রাখীবন্ধন অনুষ্ঠানে অংশ নিতে ত্রিপুরা থেকে সাত সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল বুধবার সন্ধ্যায় নয়াদিল্লিতে পৌঁছেছে। দলের নেতৃত্বে রয়েছেন রাখীবন্ধন উৎসবের স্টেট নোডাল অফিসার তথা বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের ও.এস.ডি অভিজিৎ সমাজপতি।

রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করবে এবং রাজ্যের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও বৈচিত্র্য তুলে ধরবে।

সাত সদস্যের প্রতিনিধিদলে রয়েছেন বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের ও.এস.ডি অভিজিৎ সমাজপতি এবং শিক্ষক বিশ্বজিৎ ভৌমিক ও বিপ্লব দেব। তাঁদের সঙ্গে রয়েছে নির্বাচিত চার খুদে পড়ুয়া। তারা হলো, মেহেরেসিয়া সরকার, প্রতীক সরকার, রিকে দেব এবং অমিত কুমার সরকার।

তাঁরা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার নেতাজিনগর ইংলিশ মিডিয়াম এসবি স্কুলের শিক্ষার্থী। নির্বাচিত পড়ুয়াদের বয়স ১০ থেকে ১১ বছরের মধ্যে।

রাখীবন্ধনের মতো পবিত্র ও আবেগঘন উৎসবে রাষ্ট্রপতি ভবনে দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদাধিকারী রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাতের এই সুযোগ ত্রিপুরার খুদে পড়ুয়াদের কাছে নিঃসন্দেহে এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

ধর্মনগরে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যে পালিত ঈদে মিলাদুন্নবী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৬ আগস্ট: নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্ম ও মহান জীবনাদর্শ স্মরণে বুধবার ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে পালিত হলো পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী। এ উপলক্ষে ধর্মনগর শহরে আয়োজিত হয় বর্ণাঢ্য জশনে জুলুস। এতে বিপুল সংখ্যক ধর্মপ্রাণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। শহরের বিভিন্ন সড়ক পরিক্রমা করে জুলুসটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলি অতিক্রম করে। এ সময় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ধর্মীয় আবেগ ও উৎসবের আমেজ লক্ষ্য করা যায়। মিছিলকে কেন্দ্র করে শহরে নিরাপত্তা ও যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়। জশনে জুলুসের মাধ্যমে নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শান্তি, মানবতা, ভ্রাতৃত্ব, সহনশীলতা ও সম্প্রীতির আদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। পাশাপাশি দেশের প্রতি আনুগত্য, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, ভারতের সার্বভৌমত্ব এবং সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধার বার্তাও তুলে ধরা হয়।

শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত জশনে জুলুস শেষ হয় শান্তি, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের আহ্বানের মধ্য দিয়ে। আয়োজকদের মতে, ঈদে মিলাদুন্নবীর মূল শিক্ষা হলো মানুষের মধ্যে ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও ঐক্যের বন্ধন আরও সুদৃঢ় করা।

জাঙ্গালিয়া সড়কে গাড়ি-বাইকের সংঘর্ষে আহত ১

বিশালগড়, ২৬ আগস্ট: বিশালগড়ের জাঙ্গালিয়া সড়কে গাড়ি ও বাইকের সংঘর্ষে গুরুতর আহত হলেন এক বাইক চালক। ওই দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তির নাম সাগর সাহা।

জানা যায়, জাঙ্গালিয়া সড়কে টি আর ০১ ডাব্লিউ ৯৬১১ নম্বরের বাইকটি যাওয়ার সময় একটি দ্রুতগামী গাড়ি বাইকটিকে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের জেরে বাইক থেকে ছিটকে রাস্তার পাশে পড়ে যান সাগর সাহা। দুর্ঘটনায় তাঁর একটি পা গুরুতরভাবে ভেঙে যায় বলে জানা গেছে। ঘটনার খবর পেয়ে ফায়ার স্টেশনের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। আহত সাগর সাহাকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে।

অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করেন। বাইকের নম্বর পাওয়া গেলেও দুর্ঘটনায় জড়িত গাড়িটির নম্বর এখনও জানা যায়নি।

ঘটনার খবর পেয়ে বিশালগড় থানার পুলিশও হাসপাতালে পৌঁছায়। দুর্ঘটনার বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আগামীকাল থেকে শুরু ত্রয়োদশ বিধানসভার দশম অধিবেশন, স্মার্ট মিটার ও বিদ্যুৎ বিল নিয়ে আলোচনা

আগরতলা, ২৬ আগস্ট: আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে ত্রিপুরা বিধানসভার ত্রয়োদশ বিধানসভার দশম অধিবেশন। তিনদিনব্যাপী এই অধিবেশন চলবে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত। অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্বের পাশাপাশি জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উন্নয়নমূলক বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। বিশেষ গুরুত্ব পেতে পারে স্মার্ট মিটার এবং বিদ্যুৎ বিলিং সংক্রান্ত বিষয়ও।

বিজনেস অ্যাডভাইজরি কমিটির বৈঠকে অধিবেশনের কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। অধিবেশনকে ঘিরে ইতিমধ্যেই বিধানসভা চত্বরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

এদিকে, বিধানসভা সচিবালয়ের তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বিধানসভা চত্বরে প্রবেশের ক্ষেত্রে একাধিক বিধিনিষেধের কথা জানানো হয়েছে। বৈধ পরিচয়পত্র বা বিধানসভা সচিবালয়ের অনুমতিপত্র ছাড়া কোনও ব্যক্তি বা যানবাহন বিধানসভা চত্বরে প্রবেশ করতে পারবেন না।

বিধানসভার সদস্য, সংবাদমাধ্যমের কর্মী এবং বিধানসভা সচিবালয়ের কর্মীদের গেটে নিরাপত্তারক্ষীরা পরিচয়পত্র বা বৈধ অনুমতিপত্র চাইলে তা প্রদর্শন করতে হবে। বৈধ অনুমতিপত্র থাকলেই গাড়ি বা অন্য যানবাহন নিয়ে বিধানসভা চত্বরে প্রবেশের অনুমতি মিলবে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, কোনও দর্শনার্থী, সরকারি আধিকারিক, সংবাদমাধ্যমের কর্মী কিংবা বিধানসভার কর্মী ব্যাগ বা অন্যান্য আপত্তিকর সামগ্রী নিয়ে বিধানসভা চত্বরে প্রবেশ করতে পারবেন না।

তিনদিনের এই অধিবেশনে গুরুত্বপূর্ণ জনস্বার্থের বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্বের দিকে নজর থাকবে রাজনৈতিক মহলের। পাশাপাশি স্মার্ট মিটার এবং বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিধানসভায় কী আলোচনা হয়, সেদিকেও তাকিয়ে রয়েছেন রাজ্যবাসী।

জমি দখলের চেষ্টার অভিযোগ, পুলিশ ইন্সপেক্টরের মায়ের বিরুদ্ধে সরব দিনমজুর পরিবার

জম্পুইজলা, ২৬ আগস্ট: পুলিশ ইন্সপেক্টর পুত্রের প্রভাব দেখিয়ে বিক্রি করা জমি ফের দখলের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে তাঁর মায়ের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে জম্পুইজলা ব্লকের প্রমোদনগর ভিলেজের ১ নম্বর ওয়ার্ডের মুসলিমপাড়া এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

অভিযোগকারী বারেক মিয়ার দাবি, তাঁর বাবা জাহেদ মিয়া ১৯৭৪ সালে চিকন মালা দেববর্মার কাছ থেকে ২৪০ শতক জমি ২৩০ টাকায় কিনেছিলেন। ওই জমিতে বাড়িঘর ও রাবার বাগান রয়েছে। বর্তমানে জমিটির বাজারমূল্য কয়েক কোটি টাকা বলে দাবি পরিবারের।

বারেক মিয়ার অভিযোগ, গত ২৩ আগস্ট চিকন মালা দেববর্মা তাঁর ছেলে প্রসেনজিৎ দেববর্মাকে সঙ্গে নিয়ে অটো গাড়িতে করে সিমেন্টের পিলার এনে ওই জমিতে খুঁটি বসিয়ে দখলের চেষ্টা করেন। প্রতিবাদ করলে তাঁদের হুমকি দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। চিকন মালা দেববর্মার ছেলে পরীক্ষিত দেববর্মা পুলিশ ইন্সপেক্টর হওয়ায় তাঁর প্রভাব দেখিয়ে বারবার জমি দখলের চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন বারেক মিয়া।

বারেক মিয়ার দাবি, ১৯৭৪ সালের জমি ক্রয়ের দলিলসহ জরিপের কাগজপত্র তাঁদের কাছে রয়েছে। দলিলে চিকন মালা দেববর্মার স্বাক্ষর এবং একাধিক সাক্ষীর স্বাক্ষর রয়েছে বলেও জানান তিনি। বিষয়টি অমরেন্দ্রনগর পুলিশ ফাঁড়িতে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত করেছে বলে জানা গেছে।

এদিকে, জমি নিয়ে বিরোধের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী এবং তিপ্রা মথা দলের সুপ্রিমো মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছে অসহায় দিনমজুর পরিবারটি। ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে ন্যায়বিচারের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

ছয় মাস ধরে পুষ্টিকর খাবারের বরাদ্দ বন্ধ, সংকটে শিশু ও প্রসূতি মায়েরা

আগরতলা, ২৬ আগস্ট: দীর্ঘ প্রায় ছয় মাস ধরে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে পুষ্টিকর খাবারের অর্থ বরাদ্দ না পাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এর ফলে শিশুদের পাশাপাশি গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের নির্ধারিত পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে সংশ্লিষ্ট খাতে অর্থ না আসায় নিজেদের সামান্য ভাতা থেকে অথবা স্থানীয় দোকানদারদের কাছ থেকে বাকিতে খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করে শিশুদের খাবার দিতে হয়েছে। কিন্তু মাসের পর মাস বকেয়া জমে যাওয়ায় এখন অনেক দোকানদারও আর বাকিতে খাদ্যসামগ্রী দিতে চাইছেন না।

কর্মীদের একাংশের দাবি, কারও চার মাস, কারও পাঁচ মাস আবার কারও প্রায় ছয় মাসের বকেয়া রয়েছে। ফলে নিয়মিতভাবে শিশু, গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

অভিযোগের তীর উঠেছে সংশ্লিষ্ট সিডিপিও অফিস, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দিকে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় অর্থ বরাদ্দ ও তা রাজ্যে পৌঁছনোর প্রক্রিয়া নিয়েও স্বচ্ছতার দাবি উঠেছে।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের অভিযোগ, সরকারি ব্যবস্থার আর্থিক জটিলতার প্রভাব সরাসরি পড়ছে শিশু ও মায়েদের পুষ্টির ওপর। দীর্ঘদিন বকেয়া না মেটায় কর্মীদের একাংশ আন্দোলনের পথেও নামতে বাধ্য হচ্ছেন বলে জানা গেছে।

এখন বকেয়া অর্থ কবে মেটানো হবে এবং শিশু ও গর্ভবতী-প্রসূতি মায়েদের জন্য পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ কবে স্বাভাবিক হবে, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। দ্রুত সমস্যার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কদমতলায় যুবককে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে মারধর ও টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ

কদমতলা, ২৬ আগস্ট: কদমতলা থানাধীন সরসপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এক যুবককে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে মারধর এবং তাঁর সঙ্গে থাকা টাকা নিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় আহত হয়েছেন বিপুল চন্দ (২২)। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে কদমতলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তাঁর মা সীমা চন্দ।

অভিযোগ অনুযায়ী, গত শনিবার, ২২ আগস্ট সন্ধ্যা আনুমানিক ৭টা নাগাদ বিপুল চন্দকে তাঁর পরিচিত কয়েকজন বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যান। লিখিত অভিযোগে সুব্রত নাথ (৩৫), মাধব নাথ (৩৭) এবং সুকান্ত গোস্বামীর (২৩) নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের বাড়ি সরসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২, ৩ ও ৫ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় বলে অভিযোগে জানানো হয়েছে।

সীমা চন্দের অভিযোগ, বিপুলকে কদমতলা স্কুলের পাশের শনি মন্দির সংলগ্ন এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে রাত আনুমানিক ১১টা নাগাদ তাঁকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। একইসঙ্গে বিপুলের সঙ্গে থাকা প্রায় ৯,৫০০ টাকা নিয়ে নেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন তাঁর মা।

মারধরের ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হন বিপুল। পরে তাঁর চিৎকার শুনে পরিবারের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে আসেন। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে প্রথমে কদমতলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। চিকিৎসকরা আরও উন্নত চিকিৎসার পরামর্শ দিলেও আর্থিক সমস্যার কারণে বিপুলকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে হয়েছে বলে জানান তাঁর মা। ঘটনার সাক্ষী হিসেবে সরসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা যাদব নাথের নামও অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে। তবে অভিযোগের সত্যতা এবং ঘটনার প্রকৃত কারণ তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পুলিশ কী ধরনের আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন আহত যুবকের পরিবারের সদস্যরা।

চার ভিলেজ কাউন্সিলকে বেলবাড়ি ব্লকের আওতায় আনার দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ

আগরতলা, ২৬ আগস্ট: চারটি ভিলেজ কাউন্সিলকে পুরাতন আগরতলা ব্লকের পরিবর্তে সরাসরি বেলবাড়ি ব্লকের আওতায় নিয়ে আসার দাবিতে বুধবার জিরানিয়া মাধববাড়ি এলাকায় জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। দীর্ঘদিনের এই দাবিকে সামনে রেখে স্থানীয় বাসিন্দারা সড়ক অবরোধ শুরু করলে এলাকায় যান চলাচল ব্যাহত হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান মহকুমা শাসক অনিমেষ ধর, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিমাদ্রি প্রসাদ দাস, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সুধীর কুমারসহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। প্রশাসনের আধিকারিকরা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের দাবিদাওয়া শোনেন এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার উদ্যোগ নেন।

পুলিশ ও প্রশাসনের আশ্বাসের পর শেষ পর্যন্ত আন্দোলনকারীরা সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন। ফলে কিছুক্ষণ পর জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। আন্দোলনকারীদের দাবি, পুরাতন আগরতলা ব্লকের অধীনে থাকা ধূপছড়া, রাধামোহনপুর, পশ্চিম রাধামোহনপুর এবং বর্ধমান ঠাকুরপাড়াএই চারটি ভিলেজ কাউন্সিলকে সরাসরি মেলবাড়ি ব্লকের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। এই দাবিতেই এদিন জাতীয় সড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদ জানান তাঁরা।

জগন্নাথ বাড়ি রোডে শোরুমের বৈদ্যুতিক বক্সে আগুন, অল্পেতে রক্ষা

আগরতলা, ২৬ আগস্ট: আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোড এলাকায় একটি শোরুমের বৈদ্যুতিক বক্সে আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আজ এল এম সলি শোরুমের বৈদ্যুতিক বক্সে আচমকাই আগুনের সূত্রপাত হয় বলে জানা গেছে।

ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মহারাজগঞ্জ বাজার ফায়ার স্টেশনের একটি ইঞ্জিন। তবে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা পৌঁছানোর আগেই শোরুমের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন। ফলে অল্পের জন্য বড় ধরনের বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়েছে। ঘটনাস্থল পরিদর্শনে দেখা যায়, বৈদ্যুতিক বক্সের আশপাশে কাঠ, প্লাইউড, প্লাস্টিক, ময়লা-আবর্জনাসহ বিভিন্ন দাহ্য সামগ্রী পড়ে রয়েছে। বৈদ্যুতিক বক্সের পাশে এ ধরনের সামগ্রী রাখা কতটা নিরাপদ, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, শোরুমের ওই অংশে পর্যাপ্ত অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে কি না, তা নিয়েও সংশয় রয়েছে। বৈদ্যুতিক বক্সের আশপাশে নির্দিষ্ট নিরাপত্তা ব্যবস্থা বা অগ্নিনির্বাপণ সরঞ্জাম চোখে পড়েনি বলেও জানা গেছে।

তবে আগুন লাগার প্রকৃত কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। বৈদ্যুতিক ত্রুটির কারণে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে কি না, তা তদন্তের পরই পরিষ্কার হবে। বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো গেলেও, এই ঘটনার পর শোরুমসহ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা কতটা কার্যকর এবং নিয়ম মেনে পরিচালিত হচ্ছে, তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে।

বাইজলবাড়ি বেলফাং নাকা পয়েন্টে ১০ কেজি গাঁজা সহ দুই যুবক আটক

আগরতলা, ২৬ আগস্ট: খোয়াইয়ের বাইজলবাড়ি বেলফাং নাকা পয়েন্টে যানবাহন তল্লাশির সময় প্রায় ১০ কেজি গাঁজাসহ দুই যুবককে আটক করেছে বাইজলবাড়ি থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নাকা পয়েন্টে নিয়মিত যানবাহন তল্লাশি চলাকালীন দুই যুবকের গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় তাদের আটক করে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশিতে তাদের কাছ থেকে প্রায় ১০ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়। এরপর দুজনকেই আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।

উদ্ধার হওয়া গাঁজা কোথা থেকে আনা হয়েছিল এবং কোথায় পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা খতিয়ে দেখছে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধের দাবিতে উত্তেজনা বন দপ্তরের গাড়ি আটকালেন এলাকাবাসী

আগরতলা, ২৬ আগস্ট: সিধাই থানাধীন সিমনা বিধানসভার বড়কাঁঠাল, বীরমোহন ও মোকামবাড়ি এলাকায় অবৈধ বালু উত্তোলনের অভিযোগকে কেন্দ্র করে বুধবার ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকায় প্রায় ১০ থেকে ১২টি বালুর ঘাট থেকে দীর্ঘদিন ধরে নিয়মবহির্ভূতভাবে বালু উত্তোলন করা হচ্ছে। এর প্রতিবাদে এদিন ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী বন দপ্তরের একটি গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখান।

স্থানীয়দের অভিযোগ, অবৈধ বালু উত্তোলনের বিষয়টি নিয়ে তাঁরা একাধিকবার বন দপ্তর ও প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। কিন্তু অভিযোগের পরও কার্যকর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এমনকি বালুঘাট থেকে নিয়মিত অর্থ আদায়ের বিনিময়ে সংশ্লিষ্টদের একাংশ অবৈধ বালু উত্তোলনে কার্যত প্রশ্রয় দিচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তাঁরা।

এলাকাবাসীর দাবি, নদী থেকে অতিরিক্ত বালু উত্তোলনের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। নদীর পাড় ভাঙন, কৃষিজমির ক্ষয়ক্ষতি, নদীর গতিপথ পরিবর্তন এবং নাব্যতা কমে যাওয়ার কারণে বর্ষাকালে বন্যার আশঙ্কাও বাড়ছে। পাশাপাশি বালুবাহী ভারী গাড়ির নিয়মিত চলাচলে স্থানীয় রাস্তাঘাটেরও ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে বলে অভিযোগ তাঁদের।

স্থানীয় বাসিন্দা বাদল গণ জানান, বালু উত্তোলন বন্ধের দাবিতে তাঁরা ইতিমধ্যে তিন-চারবার অভিযোগ জানিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, বড়কাঁঠাল থেকে সোনাই বাজার পর্যন্ত রাস্তার বিভিন্ন অংশ বালুবাহী গাড়ির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বর্ষার সময় পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে যায় এবং সাধারণ মানুষের যাতায়াতেও ব্যাপক সমস্যা দেখা দেয়। বালুবাহী গাড়ির কারণে দুর্ঘটনাও ঘটেছে বলে দাবি করেন তিনি।

এদিন বালুঘাট এলাকায় বন দপ্তরের কয়েকজন কর্মীকে ঘিরে এলাকাবাসীর মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, তাঁরা বালুঘাট থেকে মাসিক অর্থ সংগ্রহ করতে এসেছিলেন। ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী তাঁদের গাড়ি আটকে দেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে বন দপ্তরের কর্মীরা সেখান থেকে চলে যান বলে জানা গেছে। এলাকাবাসীরা বালু উত্তোলনের সামগ্রীতে আগুন ধরিয়ে দেয়, ভাঙচুর চালায়। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ওএনজিসির ডিলিংয়ের বর্জ্যে আমন ধানের চারা নষ্ট, ক্ষতিপূরণের আশ্বাস

কাঁঠালিয়া, ২৬ আগস্ট: সোনামুড়ার অদূরে খেদাবাড়ী এলাকায় ওএনজিসির ডিলিং কার্যক্রমের বর্জ্য পদার্থ জলের সঙ্গে মিশে কৃষিজমিতে ঢুকে আমন ধানের চারা নষ্ট হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়ে দ্রুত ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছে সারা ভারত কৃষক সভার সোনামুড়া মহকুমা কমিটি।

জানা গেছে, সম্প্রতি খেদাবাড়ী এলাকার কৃষিজমি সংলগ্ন ওএনজিসির ডিলিং সাইট

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas